নিশ্চয় আল্লাহ আমার ও তোমাদের সকলের রব। সুতরাং তারই ইবাদত কর। এটিই সরলপথ। (আল কুরআন ১৯:৩৬)

মাসিক

সরল পথ

মানব জীবনের পথ প্রদর্শক

web: http://masiksaralpath.in

৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা

শাওয়াল-যুল ক্বাদাহ ১৪৪০

জুলাই ২০১৯





Monthly Saralpath

8th Years, Edition No.-2

July -2019

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

সরল পথ

রেজিঃ নংঃ WBBEN/2012/45211

৮ম বর্ষঃ ২য় সংখ্যা
শাওয়াল - যিলক্বাদ্ঃ ১৪৪০ হিজরী
আষাঢ়-শ্রাবণ ঃ ১৪২৬ বাংলা
জুলাই ঃ ২০১৯ ইংরেজি

সার্বিক যোগাযোগ ঃ
সম্পাদক, মাসিক সরল পথ
উমরপুর হাটতলা মসজিদ (দ্বিতল)
পোঃ-ঘোড়শালা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২৩৫
মোবাইল ঃ ৯১৫৩০৪৪১৪১

মূল্য ঃ প্রতি সংখ্যা-১৮ টাকা, বাৎসরিক- ২০০ টাকা, বাৎসরিক সাধারণ ডাক যোগে - ২৩০ টাকা।

ডিষ্ট্রিবিউশন ম্যানেজার ঃ (ডাকযোগেও পত্রিকা পেতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন)
জিয়াউর রহমান, ৮৯২৬৭৮৭৮৯৩, ৯৮০০৫৩৪২৪৩

কম্পিউটার টাইপ সেটিং ঃ
এস.এফ. প্রিন্টার্স, মোঃ- ৯৪৩৪৫৩১৯৫৭, ৯৭৩৫৭৭১৬৮৪
Email Id : sfprintersbld@gmail.com

সরল পথ এডুকেশনাল এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্টের পক্ষে সেখ হাবিবুল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Email Id : editorsaralpath@gmail.com
Website : www.masiksaralpath.com

সূচীপত্র **পৃষ্ঠা**

সম্পাদকীয়
ধর্ম সংকট

ভারতবর্ষ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনবহুল দেশ ও সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ। সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত এই দেশ। এ দেশ বিশেষ কোনো ভাষাভাষীর বা সম্প্রদায়ের নয়, নয় কোনো বিশেষ জাতের। এ দেশ হিন্দু, মুসলিম, জৈন, শিখ, পারসিক সব জাতির, সব ভাষার। আর্য, অনার্য, শক, হুন, পাঠান, মোঘল এমনকী ব্রিটিশরাও শাসন করেছে এ দেশ। ব্রিটিশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের ভারত ছাড়া করতে এ দেশের আপামর জনসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেহের তরতাজা রক্ত ঝরিয়ে স্বাধীনতার অস্তমিত সূর্যের পুর্নোদয় করেছিলেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন মুসলিমরাই। কারণ তাদের কাছ থেকেই ব্রিটিশরা শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে অমুসলিমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শামিল হননি। তৎপরবর্তীতে অন্যান্য ধর্মের মানুষ ও দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

দেশ স্বাধীন হবার পর তদানীন্তন কালের কিছু স্বার্থান্বেষী জাতীয় নেতারা নেতৃত্বের মোহে দেশ ভাগ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। সংখ্যাধিক্য মুসলিম নেতারা এক দিকে থাকায় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের দাবী জানান, আর সে দাবীতে সিলমোহর দিয়েছিলেন গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল সহ অন্যান্য জাতীয় নেতারা। সংখ্যাধিক্য না হলেও বৃহৎ সংখ্যক মুসলিমরা এদেশেই থেকে গেলেন। এদেশে থেকে যাওয়া মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ মেনে নেননি। মেনে নেননি দেশ ভাগকারী নেতাদেরও। ফলে তদানীন্তন কালে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক বড় বড় পদ বহন করেছেন মুসলিম নেতারা। কিন্তু তৎপরবর্তীতে ইংরেজ মানসপুত্ররা ইতিহাস এমনভাবে বিকৃত করলো যেন দেশ ভাগের জন্য এখানকার মুসলিমরাই দায়ী। ইংরেজদের গোপন অভিসন্ধির ফলে অতি সন্তর্পণে এদেশে বপন করা হয়েছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ। সে বীজ অঙ্কুরোদগম হয়ে ফুলে ফলে আজ বিকশিত। বর্তমানে হলুদ মিডিয়া এই বিষবৃক্ষকে সযত্নে পালন করার ও একে মহীরুহে পরিণত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে। সে বিদ্বেষী ভাব আজও অব্যহত।

এবার নির্বাচনে বিপুল জনাদেশ নিয়ে দ্বিতীয়বার এন.ডি.এ. তথা বিজেপি সরকার ক্ষমতায়। ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রী বিগত স্লোগান 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর সাথে নতুন স্লোগান জুড়ে দেন 'সবকা বিশ্বাস'। বিশেষভাবে তিনি মুসলিমদের বিশ্বাসের কথা বলেছেন। কিন্তু, দাবীর সাথে বাস্তবতার বড়োই ফারাক। যা ছিলো রাজপথে মুসলিমদের উত্যক্ত করার স্লোগান। তা আজ বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করেই দেশের সর্বোচ্চ পীঠস্থান সংসদের অলিন্দেও প্রবেশ করলো।

সংসদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেভাবে এবার জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় মা দুর্গা, জয় মা কালী, জয় মা রাধে রাধে উচ্চারিত হলো তাতে অনেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। তাছাড়া সংসদে যেভাবে জয় বাংলা সহ তাকবীর ধ্বনি আল্লাহু আকবার উচ্চারিত হলো যা স্বাধীনতা ইতিহাসে এই প্রথম। একদিকে যেমন এ আচরণে ঘৃণা হয় অন্যদিকে সাধুবাদ জানাই মুসলিম সাংসদদের যারা মাথা উঁচু করে সংসদে দাঁড়িয়ে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নামে শপথ নিয়েছেন।

সংসদে এ আচরণের ফলে মব লিঞ্চিং সহ গেরুয়া সন্ত্রাস বহুলাংশে বেড়ে চলেছে। বিনা অপরাধে প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। যেভাবে গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডব, গোরক্ষা বাহিনীর তাণ্ডব, হিন্দু সংহতির নামে তাণ্ডব, তাছাড়া নির্বিচারে নির্বিবাদে যেভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে তা অতি নিন্দনীয়।

জয়শ্রী রাম কোনো ধর্মীয় স্লোগান নয়, তাদের কোনো ধর্মগ্রন্থে এ স্লোগানের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এ স্লোগান অতি সম্প্রতি কিছু রাজনৈতিক দলের স্লোগান। তাছাড়া প্রশ্ন থেকে যায় যে, হিন্দু ধর্ম কি এতোটাই সঙ্কটে যে মুসলিমদের জোর করে জয় শ্রী রাম বলাতে হচ্ছে। বর্তমানে যা চলছে তাতে মনে হচ্ছে হিন্দু ধর্ম গভীর সংকটে।

ধর্ম যতটুকু না বাহ্যিক, তার চেয়ে শতগুণে আত্মিক, জোর করে ধর্ম পালন হয়না। ধর্মের নামে বকধার্মিকেরা বাসে, ট্রেনে, ট্রামে বা বিভিন্ন স্থানে যেভাবে জোরপূর্বক মুসলিমদেরকে জয় শ্রীরাম বলিয়ে নিচ্ছে তাতে মুসলিমরা আতঙ্কিত। এ স্লোগান দিয়েই সেদিন নরপিশাচারা গর্ভবতী মায়ের উদর চিরে গর্ভজাত সন্তানকে উপরে ছুঁড়ে ত্রিশূলের ডগায় গ্রথিত করেছিলো। তাছাড়া আখলাক, পেহলু খান, তবরেজ, জুনাইদকে এ স্লোগান দিতে দিতেই হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ দলের উত্থানে আজ এদের এতো বাড়বাড়ন্ত। পাঁচ বছর অন্তর পরের দুয়ারে হাত পেতে যে ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, তাতে অহংকার কিসের?

এ সমস্ত ঘটনায় সংসদে বসে শুধুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করাটাই প্রধানমন্ত্রীর জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা ঘোষণা করা যাতে আগামী দিনে এই ধরণের ঘৃণিত কাজ আর কেউ কখনো করতে সাহস না পায়। মনে রাখা ভালো, শাসক ভাড়াটিয়া সদৃশ্য। মেয়াদ শেষেই সিংহাসন ছেড়ে দিতে হয়। তাই প্রধানমন্ত্রী যেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অবিচল থেকে সবকা বিশ্বাস অর্জন করেন এটাই শাসকের নিকট আমাদের প্রত্যাশা।

আলমগীর সর্দার

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

অস্থির অবস্থায় আমাদের করণীয়

আব্দুল্লাহ্ সালাফী

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

নিশ্চয় আল্লাহ্ ঈমানদারদের হতে (তাদের শত্রুকে) প্রতিহত করেন। নিশ্চয় তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞকে ভালোবাসেন না। যারা যুদ্ধ দ্বারা আক্রান্ত তাদেরকে (প্রতিবাদ ও প্রতিহত) করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কেননা তারা অত্যাচারিত। তাদের সাহায্য করতে তিনি অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে অন্যায়ভাবে তাদের গৃহ হতে বের করে দেওয়া হয়েছে শুধু 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক' একথা বলার জন্য। যদি মহান আল্লাহ্ মানুষদের অত্যাচারী গ্রুপকে অন্য মানুষ দ্বারা প্রতিহত না করেন, তাহলে গীর্জা, ইয়াহুদী ও অন্যান্যদের উপাসনালয় এবং মাসজিদ সমূহ যেগুলিতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র নামকে স্মরণ করা হয়, বিধ্বস্ত করে দেওয়া হবে। আল্লাহ্ অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করেন যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা ক্ষমতাধর ও চরম পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে যদি যমীনে ক্ষমতা দান করি, তাহলে তারা স্বলাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত দিবে এবং ভালো কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান করবে। আর সকল কর্মের প্রতিফল (একমাত্র) আল্লাহ্র হাতে (সূরাতুল হাজ্জ ৩৮-৪১)।

বর্তমানে সারা বিশ্বে চায় নামে মুসলিম দেশ হোক অথবা অমুসলিম। সর্বত্রই মুসলিমগণ মানসিক ও শারীরিক ভাবে নির্যাতনের শিকার। তা বহির্শত্রু দ্বারা হোক অথবা গৃহ শত্রু দ্বারা। মহান আল্লাহ্ কিন্তু শত্রুদেরকে প্রতিহত করছেন না, এমন ভাবনা আমাদের মানস পটে ভেসে উঠছে। কবি ইকবাল রহিমাহুল্লাহ্ শিকওয়া ও জওয়াবে শিক্ওয়া (অভিযোগ ও তার উত্তর) নামক পুস্তক অনেক পূর্বেই লিখেছেন। বইটি উর্দু ভাষায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। আমিও কিছুটা আল্লাহ্র পক্ষ হতে উত্তর দেওয়ার জন্য কলম ধরেছি। অভিযোগকারীগণ সংখ্যাগুরু। যাঁরা প্রকৃত ইসলামের কথা নিয়ে আলোচনাতে সঙ্গা দিতে রাজী নন, তাঁরা শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলিম শব্দের বাহ্যিক প্রয়োগ ও তা শুনতে বেশি আগ্রহী।

আয়াতের মধ্যে শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য প্রথম শর্তই হল ঈমানদার হতে হবে (আয়াত নং ৩৮)। যাঁরা একবাক্যে গ্রহণযোগ্য এমন স্কলারগণ একমত যে, 'শুধুমাত্র হৃদয়ের বিশ্বাস দ্বারা ব্যক্তি মুমিন ঈমানদার নয়। তার সাথে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও বাহ্যিক বাস্তবায়নের দ্বারা নিজেকে মুসলিম রূপে পরিচিত করে তুলতে হবে। আর হৃদয়ের বিশ্বাস, ঘোষণা ও কর্ম আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রিয় সাথীগণের অনুরূপ হতে হবে অন্যথা হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত হতে পারবে না এবং আপস দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে (সূরাতুল বাক্বারাহ্ ২/১৩৭)। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

''হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র, অনুগত হও রসূলের, পরস্পরে দ্বন্দ্ব কোর না, (এতে) তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন '' (সূরাতুল আন্ফাল ৪৬)।

মুসলিম উম্মাহ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে আগত দলীলের আনুগত্য বর্জন করে তাদের দৃষ্টিতে বুজুর্গদের কথা ও কাজের আনুগত্য করছে। মুখে কুরআনের মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা ঘোষণা করলেও কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনাতে মোটেই আগ্রহী নয়। বিলাসিতার চরম সীমাতে পৌঁছেছে জাতি। আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনে আলস্য ও অনীহার শিকার। বরং

এমন কথা শুনলে বিরক্তির ছাপ মুখমণ্ডলে স্পষ্ট। মুসলিম যুবক-যুবতী বিজাতীয় কালচারে পরিতৃপ্ত। তারা যে মুসলিম অনুবীক্ষণ যন্ত্র ও র‍্যাডারেও ধরা পড়েনা। আলিম, মাসজিদ, দাড়ি, মাদ্রাসা, স্বলাত, সিয়াম এসব কিছু তাদের নিকট বিরক্তিকর পরিভাষা। শালীন পোষাক শব্দদ্বয় তাদের নিকট সেকেলে ও বর্তমানে অচল এবং ব্যাক ডেটেড। মহান আল্লাহ্ বলেন—

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا .

যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিরোধিতা করবে ও মুমিনদের (সাহাবীদের) পথে চলবে না, আমি তাকে তার (ইচ্ছামত) চলতে দেব, অতঃপর জাহান্নামে প্রবিষ্ট করব, যা অতি জঘন্য আবাস (সূরাতুন নিসা ৪/১১৫)।

সুতরাং এমন দাবীদার ঈমানদারদের শত্রুকে মহান আল্লাহ্ প্রতিহত করবেন না এটা আয়াতের শেষাংশে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, ''তিনি বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞদের ভালোবাসেন না।'' আমরা কি বিশ্বাস ভঙ্গ করিনি? আমরা কি অকৃতজ্ঞ নই? হিদায়াতের চাইতে পৃথিবীর সমস্ত নিয়ামত তুচ্ছ ও অসার। অথচ আমরা তুচ্ছ ও অসার বস্তুর বিনিময়ে হিদায়াতকে বিসর্জন দিয়েছি। আমরা আমাদের শরীর থেকে, আমাদের বাড়ি থেকে, আমাদের সমাজ থেকে, আমাদের মাসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, আমাদের ব্যবসা-উপার্জনের মাধ্যম সমূহ থেকে ইসলামকে 'আল্‌বিদা' বলে দিয়েছি।

মহান আল্লাহ্ বলেন —

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

কোনো জনগোষ্ঠীকে কোনো নিয়ামত বা অনুদান দিলে তিনি তা পরিবর্তন করেন না (ছিনিয়ে নেন না) যতক্ষণ না তারা স্বয়ং অপরিবর্তনের কারণ সৃষ্টি না করে। নিশ্চয় তিনি সর্ব শ্রোতা ও অবগত (সূরাতুল আনফাল, ৫৩)।

মাযলূম বা নির্যাতিত ব্যক্তি এবং তার গোত্রের লোকেদের প্রতিবাদের অধিকার আল্লাহ্ দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতের আইনেও তার সংস্থান রয়েছে। যেমন সংস্থান রয়েছে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। তবে তা হতে হবে দেশীয় আইনের সীমা রেখার মধ্যেই। অন্যথা যুলুমের প্রতিরোধ যুলুম দ্বারা হবে, যা কুরআন সমর্থন করেনা। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''ভালো এবং মন্দ সমান নয়, মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো, দেখবে তোমার সেই ব্যক্তি যার সাথে তোমার বৈরিতা রয়েছে সে তোমার খাঁটি বন্ধুতে পরিণত হয়েছে। মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করার শক্তি একমাত্র ধৈর্যশীল ব্যক্তিদেরকে প্রদান করা হয় এবং তা শুধুমাত্র চরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনো উত্তেজনা তোমার হৃদয়ে উদিত হয়, তাহলে আউযুবিল্লাহি (মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম) পড়। নিশ্চয় তিনি শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী (সূরাহ্ ফুস্‌সিলাত ৩৪-৩৬)।

রাস্তা অবরোধ, ভাঙচুর, প্রশাসনের উপর আক্রমণ এসব কিছুই ইসলামে নিষিদ্ধ। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অ্যাকশন যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নেয়, তাহলে গলা পেতে দিতে ইসলামও বলেনা, দেশের আইনও বলে না। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার অবশ্যই রয়েছে। এমন মুহূর্তের জন্যই তো সরকার নির্বাচিত ব্যক্তিদের আগ্নেয়াস্ত্র ইস্যু করে থাকেন। এমন পরিস্থিতি ব্যতীত যারা অন্যায় করেনি অথবা অন্যায়ের সহযোগী নয়, ক্রোধবশতঃ তার গোত্রের নারী, শিশু সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কিছু করা, গালমন্দ করা, সন্দেহের বশে মামলা করা ইসলাম সমর্থন করেনা। তথ্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কাউকে মানসিক ও শারীরিকভাবে টীজ করা ঘোরতর অপরাধ। বাকী থাকল যুদ্ধ ঘোষণা সেটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাজ নয়। কোনো স্বনির্ভর দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ হল দেশস্থ দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করা। তিনি যদি যুদ্ধের ঘোষণা করেন ও তাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাতে অংশ নেওয়ার জন্য রিক্রুট করেন অথবা আপাতকালীন অবস্থায় দেশবাসীকে রুখে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন, একমাত্র তখনই যুদ্ধ করা যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন—

وَ اِنَّمَا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَّرَائِهِمْ وَ يُتَّقٰى بِهٖ، فَاِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ عَدَلَ فَاِنَّ لَهٗ بِذٰلِكَ أَجْرًا وَ اِنْ قَالَ بِغَيْرِهٖ فَاِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

নেতা হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ তাঁকে সামনে রেখেই যুদ্ধ করা

হয় ও তাঁর দ্বারাই সুরক্ষা অর্জিত হয়। তিনি যদি আল্লাহ্ ভীতির নির্দেশ দেন ও ন্যায় নীতি অবলম্বন করেন, তাহলে এর জন্য তিনি মজুরী পাবেন। আর যদি তিনি অন্যায় কিছু করেন, তাহলে তাঁর কুফল তারই উপর বর্তাবে (সহীহুল বুখারী ২৯৫৭, সহীহ্ মুসলিম ১৮৩৫)।

অপর একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন তোমাদেরকে (জিহাদের জন্য) বের হতে বলা হবে তখন বের হও'' (সহীহুল বুখারী ১৮৩৪)।

যদি ইসলামী স্টেটের সর্বোচ্চ আধিকারিকের নির্দেশ ব্যতীত যুদ্ধ বৈধ না হয়, তাহলে মিশ্র সোসাইটিতে কিছু লোকের স্বঘোষিত নেতা সেজে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা সে বিষয়ে কথা বলার স্পর্ধা কোথা হতে কেউ কীভাবে পেল?

তারা আবূ বাসীর ও আবু জান্দালের আক্রমন ও লুণ্ঠনকে দলীলরূপে ব্যবহার করতে চায়। অথচ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তা অনুমোদন করেননি। তিনি আবু বাসীর সম্পর্কে বলেছিলেন, ''তার মাতা ধ্বংস হোক! এ কোনো সঙ্গী পেলে যুদ্ধের অগ্নী প্রজ্জ্বলিত করবে'' (দ্রষ্টব্য ঃ আর্ রাহীকুল মাখতূম, প্রকাশক ঃ আল্ হিলাল বুক হাউস ও এস.বি. পাললিকেশন, পৃষ্ঠা ৫৮৮)।

তাছাড়া অধীনস্তদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ নেতা কোন্ সাহসে এমন কিছু করে পুরো কমিউনিটিকে আতংকিত ও ত্রস্ত্র করতে পারে? উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের ভাবনাগুলিকে বারবার অনুধাবন করার ও তা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করছি। জনসাধারণকে এ ব্যক্তিদের সংসর্গ এড়িয়ে চলার ও তাদের বর্জন করার অনুরোধ করছি। সুতরাং জাতিকে নিয়ে যাদের এত দরদ (দরদ অবশ্যই থাকা উচিত), তাদের বলব বিবেক দ্বারা চালিত না হয়ে দলীল দ্বারা পরিচালিত হোন। জেনে রাখবেন আপনার উন্নত আদর্শই হচ্ছে ইসলামের প্র্যাকটিকাল দাওয়াত। সারা দেশে আজ যে অসিহুষ্ণুতার বাতাবরণ চলছে তা কারোরই কাংখিত নয়। তবে এটা পতনের পূর্বাভাস। আবু যার গিফারী কাবা প্রাঙ্গণে নিরন্তর প্রহৃত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)এর নিকট তৃতীয় দিবসে হাজির হন। তাঁর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ''অবিশ্বাসীবৃন্দ যে এত দুর্বল তা আমার জানা ছিল না।'' তিনি বলেছিলেন, ''তোমাকে ভীষণ প্রহার করা হয়েছে এর পরেও দুর্বল বল কীভাবে?'' উত্তরে বলেছিলেন, ''দলীল প্রমাণের পরিবর্তে নির্যাতন করাটাই হচ্ছে দুর্বলতার পরিচায়ক।'' কেননা যার প্রমাণ থাকে সে প্রমাণ দাখিল করে মালিকানা পেতে চায় আর যার দলীল থাকে না সে লাঠির জোরে তা কবজা করতে চায় (সহীহুল বুখারী ২৭৩১)।

তবে মহান আল্লাহ্র সনাতন নীতিই হচ্ছে অত্যাচারী গোষ্ঠীকে মানুষের অন্য গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিহত করা। দুর্বলেরা সাহস না করলেও আল্লাহ্ তাদের প্রতিপক্ষ তৈরি করবেন এবং যালিমেরা লেজ গুটাতে বাধ্য হবে, ইনশাআল্লাহ্।

ক্ষমতা প্রাপ্তির শর্তগুলি একবার দেখে নিন, 'তারা স্বলাতকে (সুন্নাহ্ অনুযায়ী, বুখারী ৪৬১৫) প্রতিষ্ঠা করবে। যাকাত ও দান দিবে। ভালো কর্মের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাবে ও মন্দ কাজ হতে (লোকেদের) নিষেধ করবে।' আমাদের মধ্যে গুণাবলিগুলি আছে তো? সিংহভাগ স্বলাত বিমুখ। মুসল্লীরা সুন্নাহ্ অনুযায়ী স্বলাত আদায় করেন না। যাকাত ও দানে কাতর। ভালো কাজের নির্দেশ নেই। যাঁরা এ কাজ করেন বরং তাঁদেরকেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। মন্দ কাজে বাধা নেই। বরং বিভিন্নভাবে তা সমর্থন করা হয়। এহেন পরিস্থিতিতে যা করার আল্লাহ্ তাই করছেন। তাঁর নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কেউ যদি ইসলামে অনুমোদন নেই এমন কিছু করতে বাধ্য হন অথবা চাপ দিয়ে করতে ও বলতে বাধ্য করে, তাহলে তার ঈমান আক্রান্ত হবে না, ইন্শাআল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের পর অস্বীকার করবে, ওই ব্যক্তি যাকে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার হৃদয় ঈমানের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্থির রয়েছে সে ব্যতীত। কিন্তু যারা মুক্ত চিত্তে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কুফ্রকে বরণ করবে, তাদের উপর আল্লাহ্র ক্রোধ আবর্তিবে এবং তাদের জন্য রয়েছে বড় ধরণের শাস্তি'' (সূরাহ্ নাহ্ল ঃ ১০৬)।

সুতরাং চাপ সৃষ্টি করে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে যদি কেউ কাউকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে সেটি যেমন ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ যদি কেউ কোনো অমুসলিম দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য অপ্রিয় কিছু বলতে বাধ্য হন, তাহলে তার কোনো ক্ষতি নেই।

আসুন আমরা কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্র ভিত্তিতে একতার মন্ত্রে দীক্ষিত হই। মানুষকে ভালো করার কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করি। আর যা কিছু মন্দ তা হতে সমষ্টিগত বাধা প্রদানে সচেষ্ট হই। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতি সদয় হও।

দারসে ক্বুরআন (ক্বুরআনের পাঠ)

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব

মোঃ কুতুবুদ্দীন

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَّنَا يَوْمًا مِنْ نَّفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَ اَمَرَهُنَّ.

অর্থ ঃ আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, একদিন মহিলারা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে বলল, পুরুষেরা আমাদের উপর বিজয়ী হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার বর্ণনা করা সব হাদীস পুরুষেরা শিখে নিচ্ছে। আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দানের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা করেন, সেদিন তিনি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে উপদেশ ও আদেশ দিতেন (বুখারী হাঃ ১০১)।

ব্যাখ্যা ঃ শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজ উন্নতি-অগ্রগতির উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেনা। নারী-পুরুষ উভয়ের সমন্বয়েই সমাজ। কোনো জাতি বা ধর্ম সমাজের শুধু নারী বা পুরুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলে কখনো সফলকাম হতে পারেনা। সে কারণে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞানার্জনের পথকে সুগম করেছে, যাতে মুসলিম সমাজ সবদিক থেকে অন্যদের জন্য মডেল হতে পারে এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক ব্যাপারে কেউ তার সমকক্ষ না হতে পারে। শিক্ষার প্রতি ইসলামে যত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে অন্য কোনো ধর্মে তা করা হয়নি। শুধু তাই নয় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনি নারীরাও জ্ঞান জগতের মণিমুক্ত আহরণের সামান্যতম সুযোগও নষ্ট করতেন না। সর্বাবস্থায় তারা জ্ঞানার্জনের জন্য উদগ্রীব থাকতেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো উক্ত হাদীসটি।

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) শুধু নির্দিষ্ট দিনক্ষণে নারীদেরকে শিক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বরং অনাগত ভবিষ্যতে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগকে অবারিত করার জন্য শারঈ পর্দা বজায় রেখে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত, জুমআর খোৎবা ও জামাআত, দুই ঈদের স্বলাত, হজ্জ ও অন্যান্য ইসলামী কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণকে জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। যেমন হিশাম বিনতে হারেসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন —

وَمَا اَخَذْتُ قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ اِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمِ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ اِذَا خَطَبَ النَّاسَ.

অর্থ ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মুখ থেকে সূরাহ্ ক্বাফ শুনে মুখস্ত করেছি। তিনি প্রত্যেক জুমুআর খুৎবায় সূরাহ্টি পড়তেন মিম্বারের উপর খুৎবা প্রদানকালে (মুসলিম হাঃ ৮৭২)।

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা অর্জনের আদেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে ভয় করে তাঁর বান্দাদের মধ্যেকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ (সূরাহ্ ফাতির ৩৫/২৮)।

এখানে নারী-পুরষ কোনো ভেদাভেদ করা হয়নি। কারণ জ্ঞান হচ্ছে সেই আলো যার সংস্পর্শে আসা মাত্র মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার অন্ধকার বিদূরিত হতে শুরু করে এবং মানুষের সু-প্রবৃত্তির উন্মেষ ঘটে। এ ব্যাপারে দার্শনিক সক্রেটিস বলেন — "From knowledge come virtue and goodness; from ignorance comes all that is evil. No man willingly chooses what is evil, he does evil out of ignorance."

অর্থ ঃ জ্ঞান বা শিক্ষা থেকেই আসে পূণ্য এবং কল্যাণ, অজ্ঞতা থেকে আসে যা কিছু পাপ। কোনো ব্যক্তিই স্বেচ্ছাই যা কিছু খারাপ তা পছন্দ করেনা, সে পাপ করে তার অজ্ঞতার কারণে (Plato's Ethics starfoed eneyclipedia of philosophy)।

শিক্ষা অর্জনে সমতার বাণী রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন — طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

অর্থ ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয (ইবনে মাজাহ্ হাঃ ২৩৩, সহীহ সনদ)।

উক্ত হাদীসে মুসলিম বলতে নর-নারী উভয়কেই বুঝানো হয়েছে।

নারীরা যাতে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য ঈদের মাঠে তিনি পুরুষদের সামনে বক্তব্য পেশ করে নারীদের সমাবেশে চলে যেতেন এবং সেখানে বক্তব্য রাখতেন। জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ خَطَبَ ـ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَ هُوَ يَتَوَكَّاءُ عَلٰى يَدِ بِلَالٍ ـ وَ بِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِىْ فِيْهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ.

অর্থঃ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) ঈদুল ফেতরের দিন খুৎবার জন্য স্বলাত শেষে দাঁড়ালেন। অতঃপর খুৎবা প্রদান করলেন। খুৎবা থেকে অবসর গ্রহণ করে নেমে আসলেন এবং মহিলাদের সামনে উপস্থিত হলেন। এরপর বেলালের হাতের উপর ভর দিয়ে তাদেরকে হিতোপদেশ দিলেন। বেলাল তাঁর কাপড় প্রসারিত করে দিলেন আর মহিলারা তাতে দান সামগ্রী ফেলতে থাকলেন (বুখারী হাঃ ৯৭৮)।

নারীদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সব সময় উৎসাহ দিতেন। এমনকী দাসীদেরকেও শিক্ষিত করে তোলার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন —

ثَلَاثَةٌ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ اِذَا اَدّٰى حَقَّ اللّٰهِ وَ حَقَّ مَوَالِيْهِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا . وَ عَلَّمَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجْرَانِ.

অর্থঃ তিন প্রকার লোকের জন্য দুটি করে পুরস্কার রাখা হয়েছে — (১) আহ্‌লে কিতাবের যে ব্যক্তি তার নাবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান এনেছে। (২) ক্রীতদাস যে আল্লাহ্ ও তাঁর মনিবের হক আদায় করেছে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যার অধীনে একজন ক্রীতদাসী রয়েছে, সে তাকে সুন্দরভাবে সৎ গুণাবলী সম্পন্ন করে গড়ে তোলে এবং সুন্দরভাবে তাকে সুশিক্ষা দান করে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিয়ে করে। এরূপ ব্যক্তির জন্য দুটি করে পুরস্কার রয়েছে (বুখারী হাঃ ৯৭)।

নারী শিক্ষার প্রতি এরূপ গুরুত্ব আরোপের ফলে উম্মাহাতুল মু'মিনুন ও অসংখ্য মহিলা সাহাবী তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, ফারায়েয, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তারা তাদের ইলমী যোগ্যতার মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নারীদেরকে যতটা দুর্বল মনে করা হয় আসলে তারা ততটা দুর্বল নয়। ঐ সকল বিদূষী মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নাম অগ্রগণ্য। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সুদৃঢ় পদাচারণা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাবেঈ বিদ্বান আতা বলেন —

كَانَتْ عَائِشَةُ اَفْقَهُ النَّاسِ وَ اَعْلَمُهُمْ وَ اَحْسَنُ رَأْيًا فِى الْعَامَّةِ.

অর্থঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফকীহ, অধিক জ্ঞানী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সঠিক মতামতের অধিকারিনী (সিয়ারুল আলামিন নুবালা ২য় খণ্ড পৃঃ ১৮৫)।

উরওয়া বিন যুবায়ের বলেন —

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ اَعْلَمُ بِالْقُرْآنِ وَ لَا بِفَرِيْضَةٍ وَ لَا بِحَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ لَا بَشِعْرٍ وَ لَا بِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَ لَا النَّسَبِ مِنْ عَائِشَةَ ؓ.

অর্থ ঃ আমি কুরআন, ফরয, হালাল-হারাম, কবিতা, আরবের ইতিহাস ও কুলজী বিদ্যায় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮)। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য পাণ্ডিত্য ছিল। ২২১০টি হাদীস তিনি মুখস্ত করেছিলেন (সিয়ারুল আলামিন নুবালা ২/১৩৫)।

আবু মুসা আশয়ারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন —

مَا اَشْكَلَ عَلَيْنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثُ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَائِشَةَ اِلَّا و جَدْتَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا.

অর্থ ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীগণের উপরে কোনো হাদীসের ব্যাখ্যা দুর্বোধ্য মনে হলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে গিয়ে তার ইলমী সমাধান নিয়ে আসতাম (তিরমিযী হাঃ ২৯৮২)।

তাবেঈ বিদ্বান মাসরূক বলেন —

لَقَدْ رَأَيْتُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ اَلْاَكَابِرَ يِسَأَلُوْنَهَا عَنِ الْفَرَائِضِ.

অর্থ ঃ আমি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বড়ো বড়ো সাহাবীগণকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে ফারাযেয বিষয়ে প্রশ্ন করতে দেখেছি (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২/১৮২)।

নারী শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উম্মাহাতুল মু'মিনীন ও মহিলা সাহাবীগণ ছাড়াও ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক বিদূষী মুসলিম মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, যারা জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নাতি হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মেয়ে সুকাইনা তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডত্যের অধিকারিনী ছিলেন। মিশরীয় কবি আহমাদ শাওকী বলেন —

كَانَتْ سُكَيْنَةُ تَمْلَأُ الدُّنْيَا وَ تَهْذَأُ بِالرُّوَاةِ رَوَتِ الْحَدِيْثَ وَ فَسَّرَتْ آى الْكِتَابِ اْلبَيِّنَاتِ.

অর্থ ঃ সুকায়না তাঁর জ্ঞানের দ্বারা দুনিয়াকে ভরে দিয়েছিলেন এবং বর্ণনাকারীদের তাঁর কাছে টেনে এনেছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং কুরআন মাজীদের স্পষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন (আহমাদ শাওকী আশ্ শাওকীয়্যাত ১ম খণ্ড পৃঃ ১০৩)।

ইসলামে নারী শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার দুটি লাইন ''উন্নতি ও অবনতি এই ধরণীর, অর্ধেক নরের দান অর্ধেক নারীর"।

মুসলিম জাতির উন্নত-অগ্রগতি নির্ভর করছে শিক্ষিতা নারীর উপর। 'নীল নদের কবি' হাফেয ইবরাহিম বলেছেন, তাঁর اَلْاُمُّ مَدْرَسَةٌ নামক কবিতায় যা এম.এ. আরবী বিভাগের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত —

اَلْاُمُّ مَدْرَسَةٌ اِذَا اَعْدَدْتَهَا ـ اَعْدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبَ الْاَعْرَاقِ

اَلْاُمُّ رَوْضٌ اِنْ تَعَّهَدَهُ الْحَيَا ـ بِالرِّيِّ اَوْرَقَ اَيَّمَا اِيْرَاقٌ

اَلْاُمُّ اُسْتَاذُ الاَسَاتِذَةِ الْأُلٰى ـ شَغَلَتْ مَآ ثِرُهُمْ مَدَى الْاَفَاقِ.

অর্থ ঃ মা হচ্ছে পাঠশালা সদৃশ্য। যদি তুমি তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলো, তাহলে তুমি সুদৃঢ় তার কাঠামোর উপর ভিত্তিশীল একটি আদর্শ জাতি গঠন করতে পারবে। মা হচ্ছেন একটি বাগান সদৃশ্য, পানি দ্বারা সেচ দিয়ে যদি এর উপযুক্ত পরিচর্যা করা যায়, তাহলে তা পত্র-পল্লবে সুশোভিত হবে। মা হচ্ছেন, ঐ সকল শিক্ষকদের শিক্ষক যাদের অবদান বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত (দীয়ানু হাফেয ইবরাহিম ১ম খণ্ড পৃঃ ২৭০)।

শিক্ষিতা নারী তথা মা ছাড়া শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা আদৌ সম্ভবপর হবেনা। কারণ মূর্খ মায়ের সন্তানদের মূর্খ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কবি সম্রাট আহমাদ শাওকী বলেছেন —

وَ اِذَا النِّسَاءُ نَشَأْنَ فِىْ اُمِّيَّةٍ رَضَعَ الرِّجَالُ جَهَالَةً وَ خُمُوْلاً.

অর্থ ঃ মহিলারা যদি অজ্ঞতার মধ্যে প্রতিপালিত হয়, তাহলে তাদের সন্তানেরা শোষণ করে মূর্খতা ও দুর্বলতাকে (আস্ শাওকিয়্যাত ১/১৮৩)।

তাই মুসলিম পূণর্জাগরণের জন্য শিক্ষিতা নারীর আজ বড়ই প্রয়োজন। নেপোলিয়ান বোনাপাট তাইতো বলেছিলেন — "Give me a good mother, I shal give you a good nation." অর্থাৎ ''আমাকে একজন ভালো মা দাও, আমি তোমাদেরকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব।"

পরিশেষে আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করি, আল্লাহ্ যেন সঠিক ইসলামী জ্ঞান অর্জনে নারী শিক্ষার গুরুত্বকে বোঝার এবং কার্যকরী করার তাওফীক দান করেন — আমীন।

৫৭তম পর্ব

بَابُ شُرُوْطِ الصَّلاَةِ (١)

স্বলাতের শর্তাবলীর বিবরণ ১

মাসজিদের বিবরণ ১

ভাষান্তর ঃ তাজাম্মুল হক সালাফী

স্বলাত সম্পাদনকারীর সুতরাহ্‌র বিবরণ

শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ ‘সুতরাহ্’র শাব্দিক অর্থ হল আড় বা পর্দা এবং পারিভাষিক ও শারয়ী অর্থে সুতরাহ্ বলতে বোঝায় ঐ সমস্ত বস্তুকে যা মানুষ নিজের সাজদার সামনে স্থাপন করে যেমন — লাঠি, বল্লম, দেওয়াল, খুঁটি, খাম্বা, টেবিল ইত্যাদি।

২১৪ ঃ সুতরাহ্‌র শারয়ী হুকুম

(ক) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — لاَ تُصَلِّ اِلاَّ اِلٰى سُتْرَةٍ সুতরাহ্‌র সামনে না রেখে স্বলাত সম্পাদন করো না।[১]

(খ) আবূ সায়ীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلٰى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا তোমাদের মধ্যে কেউ স্বলাত সম্পাদন করলে যেন সে সুতরাহ্ সামনে রেখে স্বলাত সম্পাদন করে এবং সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়।[২]

(গ) সাবরা বিন মা’বাদ জুহনি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন — لِيَسْتَتِرْ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ وَ لَوْ بِسَهْمٍ. একটি তীর দিয়ে হলে তোমরা স্বলাতে সুতরাহ্ করবে।[৩]

(ঘ) সুতরাহ্ স্থাপন করা এবং এর নিকটে দাঁড়ানোর হুকুম দেওয়া হয়েছে কারণ — لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ. শয়তান যেন স্বলাতে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।[৪]

১। ইবনু খুযাইমা ৮০০, মুসলিম ২৬০, হাকেম ১/২৫১, বাইহাক্বী ২২৬৮।

২। হাসান ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ২৪৬, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু মা ই’উমারুল মুসাল্লি আঁই ইউদরায়া আনিল মিম্বারে বাইনা ইদাইহি, আবূ দাউদ ৬৯৮, ইবনু খুযাইমা ৯৫৪, বাইহাক্বী ২/২৬৭।

৩। সহীহ্ ঃ আহমাদ ৩/৪০৪, আবূ ইয়ালা ২/১৩৯, আল্ মাজমূ ২/৬১, আবূ হাইসামী বর্ণনা করেছেন যে, আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী। শাইখ আহমাদ শাকের বলেছেন, মুসনাদ আহমাদে এ হাদীস সহীহ্ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। — আত্ তালীক আলাত্ তিরমিযী ২/১৫৮, শাইখ মুহাম্মাদ সাজী হাসান হাল্লাক এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, আত্ তালীক আলা সুবুলিস সালাম ১/৩২৯।

৪। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৬৩৪ কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবুদ্ দানবে মিনাস সুতরাহ্, আবূ দাউদ ৬৯৫, নাসায়ী ২/৬২, আহমাদ ৪/২, হাকেম ১/২৫১, ইবনু খুযাইমা ৮০৩।

(শওকানী রহঃ) — সুতরাহ ওয়াজেব।[১] অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন নির্দেশমূলক বাক্য থেকে ওয়াজেবই প্রমাণিত হয়। তবে যদি এমন কোনো কারণ পাওয়া যায় যা নির্দেশমূলক বাক্যকে মুস্তাহাব করে দেয়, তাহলে মুস্তাহবকেই প্রাধান্য দিতে হবে।[২]

(জমহুর) ঃ সুতরাহ্ মুস্তাহাব।[৩]

এদের দলীল ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে —

وَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ.

মিনাতে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) দেওয়াল ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে মুখ করে লোকজনকে স্বলাত পড়িয়েছিলেন।[৪]

এই হাদীসের জন্য ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন এবং নামকরণ করেছেন —

سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ.

ইমামের সুতরাহ্‌ই হল মুক্তাদীর সুতরাহ্। এ অধ্যায় থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেওয়াল ছাড়া অন্য কোনো বস্তু নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সামনে ছিল যেমন উবাইদুল্লাহ্ মুবারকপুরী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[৫]

(সাইয়েদ সাবেক) ঃ স্বলাত সম্পাদকারীর জন্য সুতরাহ্ রাখা মুস্তাহাব।[৬]

(ইবনু হায্ম রহঃ) — সুতরাহ্ রাখা ওয়াজেব।[৭]

(আলবানী রহঃ)— এ কথাই বলেছেন।[৮]

২১৫ ঃ সুতরাহ্‌র উচ্চতা কতটা হওয়া বাঞ্ছনীয়?

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাবূক যুদ্ধে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে স্বলাত সম্পাদনকারীর সুতরাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন — مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ উটের পালানের পিছনের অংশের সম দৈর্ঘ্য।[৯]

পাতলা ও সূক্ষ্ম যে কোনো বস্তুকেই সুতরাহ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে — তীর দিয়ে হলেও সুতরাহ করে নাও এবং অন্যান্য বর্ণনায় রয়েছে যে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বল্লম দিয়ে সুতরাহ করতেন।[১০] এছাড়াও কোনো প্রাণী অর্থাৎ বাহন ইত্যাদিকেও সুতরাহ্ বানানো নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত।[১১]

১। নাইলুল আওতার ২/১৯৮।
২। আস্ সাইলুল জার্‌রার ১/১৮৬।
৩। সুবুলুস সলাম ১/৩২৯।
৪। বুখারী ৪৯৩।
৫। আর্ মিরআত ১/৫১৫।
৬। ফিক্‌হুস সুন্নাহ্ ১/২২৪।
৭। আল্ মুহাল্লা ৪/৮-১৫।
৮। তামামুল মিন্নাহ্ পৃঃ ৩০০।
৯। মুসলিম ৫০০, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু সুতরাতিল মুসাল্লি, নাসায়ী ২/৬২।
১০। বুখারী ৪৯৪।
১১। সহীহ্ ঃ সহীহ্ আবূ দাউদ ৬৪১, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবুস্ স্বলাত ইলার রাহেলাহ্, আবূ দাউদ ৬৯২।

২১৬ ঃ সুতরাহ্ এবং স্বলাত সম্পাদনকারীর মধ্যে দূরত্ব

সাহল বিন সাআদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং দেওয়ালের মধ্যে একটি ছাগল অতিক্রম করার মত দূরত্ব ছিল।[১]

একটি বর্ণনায় রয়েছে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কাবাতে প্রবেশ করে স্বলাত সম্পাদন করলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং দেওয়ালের মধ্যে দূরত্ব ছিল ثَلَاثَةُ ذِرَاعٍ তিন হাত।[২]

২১৭ ঃ ফাঁকা স্থান এবং মাসজিদ দুই জায়গাতেই সুতরাহ্ করা জরুরী

বিগত হাদীসগুলি থেকে জানা যায় যে, সুতরাহর ব্যবহার কেবল ফাঁকা জায়গাতেই নয় বরং হাদীসগুলিতে সুতরার আম বা অনির্দিষ্ট হুকুম রয়েছে যা ফাঁকা স্থান, মাসজিদ সব জায়গাই অন্তর্ভুক্ত।[৩]

২১৮ ঃ কিছুটা ডান দিকে বা বাম দিকে চেপে সুতরাহ্ রাখতে হবে

কোনো সহীহ্ দ্বারা প্রমাণিত নয়। মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, ''যখন আমি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে কোনো ডাল বা খাম্বা বা গাছের দিকে মুখ করে স্বলাত আদায় করতে দেখেছি, তখনই তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সরাসরি সেই বস্তুর সামনে ছিলেন না বরং কিছুটা ডান দিকে বা বাম দিকে চেপে ছিলেন।'' এ হাদীস যয়ীফ এবং দলীলের যোগ্য নয়।

২১৯ ঃ মুক্তাদির জন্য ইমামের সুতরাহ্‌ই যথেষ্ট

যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ অর্থঃ 'ইমামের সুতরাহ্ মুক্তাদির সুতরাহ্' নামক অধ্যায় রচনা করেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, ''আমি একটি স্ত্রী-গাধায় চেপে এলাম এবং আমি তখন প্রায় বয়োঃপ্রাপ্ত হয়েই গিয়েছিলাম। আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মিনাতে লোকজনকে স্বলাত পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর সামনে দেওয়াল ছিল না। فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ আমি কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে বাহন থেকে নামলাম। গাধাটিকে চরতে ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ কেউ আমার বিষয়ে আপত্তি জানালেন না।''[৪]

২২০ ঃ যদি কেউ সুতরাহ্‌র আগে দিয়ে অতিক্রম করে ....

তাহলে স্বলাতের কোনো ক্ষতি হবে না। যেমন তালহা বিন উবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

১। বুখারী ৪৯৬, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু কাদরে কাম ইয়ামবাগী আই ইয়াকুনা বাইনাল মুসাল্লি অস্ সুতরাহ্, মুসলিম ৫০৮, আবূ দাউদ ৬৯৬, ইবনু খুযাইমা ৮০৪।

২। আহমাদ ৬/১৩, বুখারী ৫০৬।

৩। আস্ সাইলুল জার্‌রার ১/১৭৬, নাইলুল আওতার ২/২০৩।

৪। বুখারী ৪৯৩, ১৮৫৭, কিতাবুত স্বলাত, মুসলিম ৫০৪।

مِثْلُ مُؤَخَّرَ الرَّحْلِ يَكُوْنُ بَيْنَ يَدَى اَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهٗ مَا مَرَّبَيْنَ يَدَيْهِ .

উটের পালানের পিছনের অংশের সম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোনো বস্তু যদি কারো সামনে থাকে, অতঃপর তার সামনে দিয়ে যা কিছু অতিক্রম করুক না কেন তার স্বলাতের কোনো ক্ষতি হবে না।[১]

২২১ ঃ সুতরাহ্ না থাকলে সামনে দাগ কেটে নিতে হবে।

যে বর্ণনায় এই আমলের বিবরণ রয়েছে সেটি যয়ীফ। সেই বর্ণনায় রয়েছে —

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهٗ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا .

অর্থ ঃ যদি মুসল্লীর নিকটে ছড়ি বা লাঠি না থাকে, তাহলে সে দাগ কেটে নেবে।[২]

২২২ ঃ মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষিদ্ধ

আবূ জাহীন বিন হারেস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهٗ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

''যদি মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতে পারত যে, তার এই কাজে কত গুনাহ্ রয়েছে, তাহলে মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার থেকে চল্লিশ (বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য মঙ্গল হত''। মুসনাদ বায্যারের অন্য একটি সানাদে রয়েছে যে

اربعين خَرِيْفًا — অর্থাৎ চল্লিশ ঋতু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা মঙ্গল হত।[৩]

(নওয়াবী রহঃ) — এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারাম।[৪]

(শওকানী রহঃ) — মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা এমন কাবীরা গুনাহ্ যা জাহান্নামকে ওয়াজেব করে দেয়।[৫]

(আমীর সানআনী রহঃ) — মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা হারামের দলীল হল এ হাদীস।[৬]

১। আহমাদ ১/১৬১, মুসলিম ৮৯৯, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু সুতরাতিল মুসাল্লি, আবূ দাউদ ৬৮৫, তিরমিযী ৩৩৫, ইবনু মাজাহ্ ৯৪০।

২। যয়ীফ ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ ১৩৪, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবুল খাততে ইযা লাম ওয়াজিদ আসান, যয়ীফুল জামে ৫৬৯, যয়ীফ ইবনু মাজাহ্ ১৯৬, আবূ দাউদ ৬৮৯, ইবনু মাজাহ্ ৯৩৪, বাইহাকী ২/২৭০, ইবনু খুযাইমা ৮১১, আব্দুর রাজ্জাক্ ২২৮৬, হুমাইদী ৯৯৩, আহমাদ ২/২৪৯, ইমাম বাগবী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। ইমাম ইবনু সালাহ্ হাদীসটিকে মুনতারাব হাদীসের উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। তালখীসুল হাবীর ১/৫১৮. শাইখ মুহাম্মাদ সাজী হাল্লাক হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন। আত্‌লিকু আ্যাম সাইলিল জাররার ১/৩৯৩, ইমাম সুয়ূতী বলেছেন যে, ইমাম ইবনু উয়াইনাহ্ এই হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং এভাবেই ইমাম শাফেয়ী, ইমাম বাইহাকী এবং ইমাম নওয়াবী (রহঃ) হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন - তাদরীবুর রাবী ১/২৬৪, অবশ্য হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, বুলুগুল মারাম ১৮৫।

৩। বুখারী ৫১০, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু ইসমিল মাররে বাইনা ইয়াদিল মুসাল্লি। মুসলিম ৫০৭, আবূ দাউদ ৭০১, তিরমিযী ৩৩৬, নাসায়ী ২/৬৬, ইবনু মাজাহ্ ৯৪৫, ইবনু খুযাইমা ৩/৮।

৪। শারহু মুসলিম ৩/৪৬৫।

৫। নাইলুল আওতার ২২০৬।

৬। সুবুলুস সালাম ১/৩২৭।

মনে রাখতে হবে যে, এ আমল তখনই হারাম হবে, যখন কেউ সুতরাহ্ ও মুসাল্লির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। কিন্তু যদি কেউ সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

২২৩ ঃ অতিক্রমকারীকে মুসাল্লির বাধা দেওয়া উচিত

আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন ঃ যখন কেউ সুতরাহ্ রেখে স্বলাত আরম্ভ করবে —

فَارَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّخْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْ فَعْهُ فَاِنْ فَلْيُقَا تِلْهُ.

এবং কেউ তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন মুসাল্লি তাকে বাধা দেবে। যদি সে বাধা না মানে, তাহলে তার সঙ্গে লড়াই করবে কেননা সে শয়তান।[১]

(নওয়াবী রহঃ) — আমার জ্ঞান মতে কোনো আলেম অতিক্রমকারীকে বাধাদান করাকে ওয়াজেব বলেন নি। বরং আমার সাথীগণ এবং অন্যান্য আলেমগণ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ কাজ মুস্তাহাব, ওয়াজেব নয়।[২]

(ইবনু হাজার রহঃ) — কিছু কিছু আহ্‌লে যাহের এ কাজকে ওয়াজেব হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩]

২২৪ ঃ যদি গাধা, ঋতুবতী মহিলা এবং কালো কুকুর মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করে আর সুতরাহ্ না থাকে, তাহলে স্বলাত বাতিল। আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ اَلْمَرْأَةُ وَ الْحِمَارُ وَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ.

পুরুষ মুসলিমের সামনে উটের পিঠের উপরের পালানের পিছনের সম উচ্চতা বিশিষ্ট সুতরাহ্ না থাকলে, গাধা, মহিলা এবং কালো কুকুর স্বলাত নষ্ট করে দেয়। আবূ দাউদের বর্ণনায় اِمْرَأَةُ الْحَائِضَةِ অর্থাৎ ঋতুবতী মহিলার কথা বলা হয়েছে।[৪]

প্রকাশ থাকে যে, আবূ সায়ীদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, হাদীসে রয়েছে الصَّلَاةَ شَيْئٌ لَا يَقْطَعُ কোনো কিছুই স্বলাত নষ্ট করে না। সেই হাদীসটি যয়ীফ। সুতরাং এই হাদীসটি দলীলের যোগ্য নয়।[৫]

২২৫ ঃ উপরোক্ত বস্তুসমূহ ব্যতীত কোনো মানুষ বা অন্য কোনো বস্তু মুসাল্লির সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে স্বলাত বাতিল হয় না। কেননা এগুলোর স্বলাত বিনষ্টকারী হওয়ার সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দলীল নেই। শাইখ ইবনু বায (রহঃ) এটাই প্রমাণ করেছেন।[৬]

১। বুখারী ৫০৯, কিতাবুস স্বলাত ঃ বাবু ইয়ারুদ্দুল মুসাললি মাম মার্‌রা বাইনা ইদাইহি, মুসলিম ৫০৫, আবূ দাউদ ৭০০, নাসায়ী ২/৬৬, ইবনু মাজাহ্ ৯৫৪, আহমাদ ৩/৬৩। (২) শারহু মুসলিম ২/৪৬৪। (৩) ফাতহুল বারী ২/১৬৭।

৪। মুসলিম ৬৮৯, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু কাদরে মা ইয়াসতুরুল মুসলিলি, আবূ দাউদ ৭০৩, তিরমিযী ৩০৮, ইবনু মাজাহ্ ৯৪৯, ৯৫২, সহীহ্ আবূ দাউদ ৬৫১।

৫। যয়ীফ ঃ যয়ীফ আবূ দাউদ ১৪৩, ১৪৪, কিতাবুস্ স্বলাত ঃ বাবু মান কালা লা ইয়াকতায়ুস স্বলাতা শাইউন, যয়ীফুল জামে ৬৩৬৬, আল্ মিশকাত ৭৮৫, আবূ দাউদ ৭১০, ৭২। (৩১) আল্ ফাতাওয়াল ইসলামিয়্যাহ্ ১/২৪৩-২৪৪।

৪র্থ পর্ব

ইসলামের কতিপয় মৌলিক নীতি

মূল ঃ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্ তামীমী
অনুবাদ ও সংযোজনে ঃ আব্দুর রহমান

ভালো ও মন্দ ঃ ইসলাম ধর্মে ভালো ও মন্দ বলতে সেই বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পথনির্দেশ দিয়েছেন। যেমন 'তাওহীদ' অর্থাৎ একত্ববাদের প্রতি অবিচল থাকা। আর আল্লাহ্‌র অপ্রিয় ও অপছন্দনীয় বিষয় এবং মন্দ ও পাপকর্ম বলতে বোঝায় - যে সমস্ত বিষয় থেকে তিনি আমাদেরকে সাবধান-সতর্ক করেছেন। যেমন শিরক।

মহান আল্লাহ্ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য করা সমস্ত মানুষ ও জ্বিন জাতির উপর ফরয করেছেন। তার দলীল নীচের আয়াতটি —

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعَا.

অর্থ ঃ (হে নাবী) আপনি বলে দিন, হে মানব সকল! আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের সবার জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি (সূরাহ্ আল্ আরাফ, ৭/১৫৮)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যে বিশ্ব মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন তা এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাই তো তিনি সবার নাবী বিশ্বানাবী।

মহান আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমেই দ্বীনের পূর্ণতা দান করেছেন। এর সমর্থনে আল্লাহ্‌র বাণী লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا .

অর্থ ঃ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করলাম, আর আমার নেয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ করলাম (সূরাহ্ আল্ মায়েদাহ্ ৫/০৩)।

আমাদের মাঝে কিছু মুসলিমদের বিশ্বাস যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) মৃত্যুবরণ করেন নি। অথচ মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে তাঁর মৃত্যুর পূর্বাভাষ ঘোষণা করে বলেন —

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ٥ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ.

অর্থ ঃ নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হবে এবং ওদেরও মৃত্যু হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিনে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে (সূরাহ্ যুমার ৩৯/৩০-৩১)।

ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াত দুটিতে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ বলেন — হে নাবী! তুমি ও তোমার বিরোধী সকলেই মৃত্যুবরণ করে আখেরাতে আমার নিকট উপস্থিত হবে। পৃথিবীতে তোমাদের মাঝে তাওহীদ ও শির্কের ফায়সালা সম্ভব হয়নি এবং তুমি এই বিষয়ে ঝগড়া করতেই থেকেছো। কিন্তু আমি এখানে তার ফায়সালা করব এবং মুখলিস ও একত্ববাদে বিশ্বাসীদেরকে জান্নাতে এবং মুশরিক অস্বীকারকারী এবং মিথ্যাবাদীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। উক্ত দুটি আয়াত দ্বারা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর কথা প্রমাণিত হয়। যেমন সূরাহ্ আলে ইমরানের ১৪০ নং আয়াতেও সে কথা বর্ণিত হয়েছে। এইসব আয়াতসমূহ থেকে দলীল নিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) লোকেদের মাঝে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর মৃত্যুর কথা প্রমাণ করেছিলেন। অতএব নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) সম্পর্কে এই বিশ্বাস রাখা যে, তিনি পৃথিবীতে যেমন জীবন পেয়েছিলেন, বারযাখী জীবন কবরেও অনুরূপ জীবিত আছেন, কুরআনের স্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী। তিনিও অন্যান্য মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন, ফলে তাঁকেও দাফন করা হয়েছে এবং কবরেও তিনি অবশ্যই বারযাখী জীবন পেয়েছেন। তবে তা কেমন তার জ্ঞান আমাদের নেই। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহ যে তাঁকে পৃথিবীর মত জীবন দেওয়া হয়নি (আহ্সানুল বায়ান)।

সমস্ত মানুষ মৃত্যুবরণ করার পর তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। এর দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى.

অর্থ ঃ আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতে পুণর্বার বের করব (সূরাহ্ ত্ব-হা ২০/৫৫)।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে —

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا o ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.

অর্থ ঃ তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে উদ্ভূত করেছেন। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন (সূরাহ্ নূহ ১৭-১৮ আয়াত)।

মৃত্যুর পর পুনরায় সকলকে জীবিত করা হবে। তারপর প্রত্যেকের নিজ আমলের হিসাব নেওয়া হবে। প্রত্যেকেই তাদের ভালো অথবা মন্দ কর্মের (আমলের) বিনিময় হেতু পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করবে। এই মর্মে দলীল নিম্নরূপ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

অর্থ ঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্রই। যাতে তিনি যারা মন্দ কর্ম করে, তাদেরকে দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার (সূরাহ্ নাজ্ম ৩১ আয়াত)।

আরও একটি দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

অর্থ ঃ অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের কসম ! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহ্র পক্ষে অতি সহজ (সূরাহ্ তাগাবুন ০৭ আয়াত)।

অপর একটি দলীল ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন —

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا .

অর্থ ঃ আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্কবাহী রসূল প্রেরণ করেছি। যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী (সূরাহ্ নিসা ৪/১৬৫)।

সমস্ত নাবীদের মধ্যে নূহ (আলাইহিস্ সালাম) হলেন প্রথম নাবী আর সর্বশেষ নাবী হলেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং তিনি খাতামুন-নাবীয়ীনও। নূহ (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রথম নাবী হওয়ার দলীল নীচের আয়াতটি। মহান আল্লাহ্ বলেন—

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ .

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট অহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তাঁর পরবর্তী নাবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম (সূরাহ্ নিসা ৪/১৬৩ পৃঃ)।

প্রথম নাবী নূহ (আলাইহিস্ সালাম) থেকে শেষ নাবী পর্যন্ত প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তাআলা একজন করে নাবী প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সকলেই এক আল্লাহ্র ইবাদাতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাগুতের ইবাদাত করতে নিষেধ করেছেন। এর দলীল নীচের আয়াতটি —

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র উপাসনা করো ও তাগুত থেকে দূরে থাকো (সূরাহ্ নাহ্ল ১৬/৩৬)।

এছাড়াও মহান আল্লাহ্ সমস্ত মানুষের জন্য এটা ফরয

হিসাবে ঘোষণা করেছেন যে, তারা তাগুতকে অস্বীকার করবে। আর আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়ুম (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সকল বান্দাদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেছেন যে, তোমরা কেবল আল্লাহ্র ইবাদাত (উপাসনা) করবে আর তাগুতকে পরিহার করবে। অপর একটি আয়াত থেকে জানা যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন — ''যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য বাতিল উপাস্য সমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখবে নিশ্চয় সে এমন একটি শক্ত হাতল ধারণ করল যা কখনো ভাঙার নয়'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৫৬)।

তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ ঃ তাগূতকে অস্বীকার করার অর্থ হল যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবে না, অন্যকে আল্লাহ্র মত মান্য করা যাবে না, বরং তাগূতকে অমান্য ও ঘৃণা করতে হবে। আর আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখার অর্থ কী? আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হল এই যে, তিনি ছাড়া আর কেউ সত্যিকার মাবূদ নেই। অতঃপর সমস্ত প্রকার ইবাদাত কেবল তাঁর জন্যই নিবেদন করা এবং তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করা। তাওহীদবাদীদেরকে ভালোবাসা এবং অংশীবাদীদেরকে ঘৃণা করা, আর এটাই হল ইব্রাহিমী মিল্লাত ও মতাদর্শ।

মহান আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক আর তাগূত হল কাফিরদের অভিভাবক। এই মর্মে স্বয়ং আল্লাহ্র বাণী অনুধাবন করুন —

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক যারা মুমিন (বিশ্বাসী) তিনি তাদেরকে (কুফরীর) অন্ধকার থেকে ঈমানের আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কাফির (সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী) তাদের অভিভাবক হলো তাগূত (শয়তানসহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৫৭)।

যারা আল্লাহ্কে একক উপাস্য হিসাবে মেনে নিয়ে তাগূতকে অমান্য করবে, তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন —

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ.

অর্থ ঃ যারা তাগূতের পূজা করা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র অনুরাগী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব (হে নাবী) সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে (সূরাহ্ যুমার ৩৯/১৭)।

তাগূত বলতে কী বোঝায় ? ঃ প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহ্র পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই তাগূত বলা হয়।

১। এই পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের তাগূত আছে। অবশ্য তাদের মধ্যে প্রধান হল শয়তান। অধিকাংশ মানুষ শয়তান তাগূতের পূজা করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ্ তার পূজা ও অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন —

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ٥ وَّاَنِ اعْبُدُوْنِىْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

অর্থ ঃ হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই দাসত্ব করবে। এটিই সরল পথ (সূরাহ্ ইয়াসিন ৩৬/৬০-৬১)।

অপর আয়াতটি হল —

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

অর্থ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২০৮)।

আরও একটি আয়াত লক্ষ্য করুন —

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ .

অর্থঃ হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না (সূরাহ্ নূর ২১ আয়াত)।

২। তাগূত ঃ আল্লাহ্‌র বিধান বিকৃতকারী, অত্যাচারী শাসক। যে আল্লাহ্‌র আইনে বিকৃতি সাধন করে, আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে মানুষের মনগড়া আইন প্রবর্তন করে। যে কুফর, শিরক্ বিদ্আত, মদ ও ব্যাভিচার ইত্যাদি মহাপাপগুলিকে আইনতঃ বৈধতার স্বীকৃতি ও অনুমোদন দেয়। মহান আল্লাহ্ বলেন —

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلاً ۢ بَعِيْدًا.

অর্থঃ তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায় (সূরাহ্ নিসা ৪/৬০)।

৩। তাগূত ঃ আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত (অবতীর্ণ করা) বিধান (আইন) পরিত্যাগ করে যিনি অন্য বিধান অনুসারে বিচার বা শাসনকার্য পরিচালনা করেন, তিনিই তাগূত। মহান আল্লাহ্ বলেন—

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ.

অর্থঃ আর যে আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার বা হুকুম প্রদান করে না, এমন লোক তো কাফির (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৪৪)।

৪। তাগূত ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত ইলমে গায়েব বা গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার দাবীদার যে সেই তাগূত।

এই মর্মে মহান আল্লাহ্‌র বাণী অনুধাবণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

অর্থ ঃ (হে নাবী) আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ ব্যতীত আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানেনা, কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে (সূরা নামল ৬৫)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ .

অর্থ ঃ গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহ্‌র) নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয় (সূরাহ্ আনআম ৬/৫৯)।

মুআবিয়া ইবনে হাকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)! আমার জাহেলিয়াতের যুগ অতি নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হলো অন্ধকার যুগ থেকে নিস্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ্ আমাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট যায়। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ‘ তুমি তাদের কাছে যেও না।’ আমি বললাম, আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ‘এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত) কাজে বাধা না দেয়।’ আমি বললাম, ‘আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে ভালো মন্দ নিরূপণ করে।’ তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ‘(প্রাচীন যুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)’ (মুসলিম হাদীস নং ৮৩৬)।

মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে কোনো (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়েবী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তির ৪০ (চল্লিশ) দিনের স্বলাত কবুল হয় না’’ (মুসলিম হাঃ ২২৩০)।

মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ‘‘যে ব্যক্তি কোনো গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা

সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করলো" (আহমাদ, হাকেম, সহীহুল জামে ৫৯৩৯)।

৫। তাগূত ঃ আল্লাহ্‌র পরিবর্তে নযর-নিয়্যায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা যার পূজা করা বা যাকে বিপদে-আপদে আহ্বান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে। এ মর্মে নিম্নের আয়াতটি অনুধাবণ করুন —

وَ مَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّىْ اِلٰهٌ مِّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ ঃ তাদের মধ্যে যে বলবে, 'আমিই উপাস্য তিনি ব্যতীত' তাকে আমি শাস্তি দেব জাহান্নামে; এভাবেই আমি সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি (সূরাহ্ আম্বিয়া ২২/২৯)।

অপর একটি আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন —

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থ ঃ ধর্মের জন্য কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্য সমূহকে) অস্বীকার করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৫৬)।

উপরের আলোচনা থেকে পরিস্কারভাবে জানা গেল যে, এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-র ভাবার্থ। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন —

رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَ عُمُوْدُهٗ اَلصَّلٰوةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ.

অর্থ ঃ ইসলাম হল সকল কর্মের মাথা (মূল)। আর স্বলাত হল তার স্তম্ভ এবং পরকালের মহত্ব বা সমৃদ্ধি হল 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করা (তিরমিযী হাঃ নং ২৬১৬, সহীহ্)।

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইনসাফের গুরুত্ব

এম.এ. হান্নান

'আদল' ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির অন্যতম। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা আদলের অভাবেই প্রজা রাষ্ট্রনায়কের দ্বারা, স্ত্রী স্বামীর দ্বারা, ক্রেতা বিক্রেতার দ্বারা, সাধারণ জনগণ প্রশাসনের দ্বারা, আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। তাই শান্তি, শৃংখলা স্থাপনের জন্য শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করে আদল তথা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্তব্য।

আদল আরবী শব্দ যার অর্থ ন্যায়বিচার, সুবিচার, ইনসাফ করা। এটা স্থাপন ও সুবিন্যস্ত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়েছে, "আদ্দালাল মিকইয়াসা ওয়াল মীযান" অর্থাৎ সে পরিমাপ ও মানদণ্ডকে স্থাপন করেছে (আল্ মুজামুল ওয়াসীত পৃষ্ঠা ৫৮৮)। অনুরূপভাবে 'প্রকাশ্য ও গোপনের মাঝে সমান করা অর্থেও আদল ব্যবহৃত হয়' (আল্ কামূসুল ফিকহী পৃঃ ২৪৪)। এছাড়াও এটা মহান আল্লাহ্‌র অন্যতম একটি গুণবাচক নাম। এ সম্পর্কে বিখ্যাত অভিধানবিদ T.P. Hughes বলেন — ADLE : One of the ninety nine special names of God. It signifies The Just.

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় দু-সীমালংঘনকারী দলের মধ্যে ন্যায়পন্থায় মধ্যস্থতা স্থাপন করার নামই আদল বা সুবিচার, ইনসাফ। আল্লাহ্ ঘোষণা করেন, "বিশ্বাসীদের দুটো দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, তারপর তাদের একদল যদি আরেক দলের উপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই করো - যতক্ষণ পর্যন্ত সে দলটি আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে ফিরে না আসে, (হ্যাঁ) যদি সে দলটি (আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটো দলের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায় বিচার করবে, অবশ্যই আল্লাহ্ ন্যায় ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন (সূরাহ্ হুজুরাত, আয়াত ৯)।

মূলতঃ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে যার যা

অধিকার তা ইসলামী বিধান অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে আদায় করার পন্থাকে আদল বা সুবিচার ইনসাফ বলে। আর উপরের আয়াতে সে কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা অন্যায়কারী দলকে অন্যায় থেকে বিরত রাখা এবং নির্যাতিত ও মযলুম দলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাই ইনসাফের নামান্তর।

মানব জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্র তথা কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন, যুদ্ধ, সন্ধি, ভোগ-বিলাস, বিনিয়োগ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থায় সততা, ইনসাফ ও সুনীতি প্রতিষ্ঠা করার নামই আদল। আল্লাহ্ বলেন, ''অবশ্যই আল্লাহ্ ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজকর্ম ও সীমালংঘনজনিত সব কাজ থেকে নিষেধ করেন, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন (এগুলো মেনে চলার), আশা করা যায় তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে'' (সূরাহ্ নাহল্ ১৬/৯০)।

মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সবার জন্য জরুরী। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিচার ব্যবস্থা। পক্ষপাতহীন ও যথোপযুক্ত বিচারের মাধ্যমেই সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। প্রবৃত্তির কাছে হার মেনে অন্যায়, সন্ত্রাস, মস্তানী এবং নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকলে বিচার কখনও সঠিক হতে পারে না, ফলে ইনসাফও প্রতিষ্ঠিত হবে না। তাই তো ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দিয়ে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করবে'' (সূরাহ্ নিসা ৪/৫৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন, ''আপনি যদি তাদের মাঝে ফয়সালা করেন, তবে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন'' (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৪২)।

তিনি আরও বলেন, ''আল্লাহ্র বিধান কার্যকরকরণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়া এবং ভালোবাসার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো'' (সূরাহ্ নূর ২৪/২)।

অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইনসাফের প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। ওজনে কম দেওয়া, বেশি নেওয়া, মালের মধ্যে খারাপ জিনিসপত্রে কোনোরূপ ক্ষতি করবে না (সূরাহ্ হুদ ১৩/৮৫)।

অন্যত্র বলেন, মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে এটা উত্তম, এর পরিণাম শুভ (সূরাহ্ ইসরা ১৭/৩৫)।

মানব জীবনে ভুল করা এবং ভুলে যাওয়া নিছক কোনো নতুন বিষয় নয়। মানব সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। তাই যখন দুজনের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, লেনদেন বা বিনিয়োগ হয়, কালের চক্রে তারা যেন এটা ভুলে না যায় এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ না করে এ জন্য ইনসাফ সম্পন্ন লেখকের মাধ্যমে তা লিখে নিতে হবে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ অবিচারের হাত থেকে মুক্তি পাবে। বলা হচ্ছে, 'হে মুমিনগণ ! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোনো লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দিবে'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২৮২)।

ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলির মধ্যে অন্যতম হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় না করে শুধু স্বীয় স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তা নয়, বরং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিকার পুরোপুরিভাবে আদায় করাই ইনসাফের নামান্তর, স্বামীর একাধিক স্ত্রী হলে তিনি সবার অধিকার সমানভাবে আদায় করবেন। কাউকে আপন মনে করা আবার কাউকে পর মনে করা ইনসাফ পরিপন্থী। যদি স্বামী একাধিক স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়, তবে সে একজন স্ত্রীই গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা বিবাহ করে নাও দুই-দুই, তিন-তিন, কিংবা চার-চারটি পর্যন্ত। যদি এরূপ আশংকা করো যে, তাদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রয়েছে'' (সূরাহ্ নিসা ৪/৩)।

সমাজে কখনও দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধলে সেখানেও ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করতে হবে। এতে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। যদি তাদের কোনো একটি দল ফয়সালাকে অস্বীকার করে এবং সঠিক পথে ফিরে না আসে তবে তার সাথে লড়াই করার বিধান ইসলাম কার্যকর করেছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, ''যদি মুমিনদের দু দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র

নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি ফিরে আসে তবে তোমরা ন্যায় পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মীমাংসাকারীদের পছন্দ করেন'' (সূরাহ্ হুজুরাত, আয়াত ৯)।

এমনকী ইসলাম শত্রুদের মাঝেও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছে। শত্রুতার কারণে মনে যেন কুটিলতা না আসে এবং শত্রুর উপর অবিচার না করা হয় সে ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। কেননা ইনসাফের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে বলে তার অন্তরে আল্লাহ্ভীতি জন্ম নেয়, ফলে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুততার কারণে কখনও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করো না, সুবিচার করো, এটাই আল্লাহ্ভীতির অধিক নিকটবর্তী'' (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৮)।

সুতরাং ব্যক্তিগত লাভের প্রতি না তাকিয়ে মহান আল্লাহ্র নির্দেশ তথা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্তব্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্বেও প্রয়োজনীয় ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকাই না। সে আল্লাহ্ এবং রূসলের দৃষ্টিতে মুর্খের চেয়েও অধম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেন। বলা হচ্ছে, যে সব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৪৪)।

আল্লাহ্র এ যমিনে আল্লাহ্র বিধানই চালু থাকবে। এ বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা যালিম এবং তা যুলুম ও ফাসেকীর নামান্তর। বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা যালিম এবং ফাসিক (সূরাহ্ মায়েদাহ্ ৫/৪৫-৪৭)।

উল্লেখ্য যে, বিচারের রায়কে স্বপক্ষে আনার জন্য বিচারকের হাতে উপঢৌকন প্রদান করা ও গ্রহণ করা উভয়ই ইসলাম বিরোধী। কেননা এর ফলে বিচারের রায় পরিবর্তন হয় যা ইনসাফের পরিপন্থী। আর এ সবই অত্যাচারের শামিল। মহান আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসনকর্তার নিকটে মুকাদ্দামা নিয়ে যেও না'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৮৮)।

সাক্ষ্যদান ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আর একটি ক্ষেত্র। কারও প্রতি দুর্বল হয়ে আংশিক বা পরিপূর্ণ সত্য বিষয়কে গোপন করে অথবা অতিরিক্ত সংযোজন করে সাক্ষ্য প্রদান করা ইনসাফের পরিপন্থী। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এরূপ নীচু মন-মানসিকতা অত্যন্ত গর্হিত এবং প্রকাশ্য অত্যাচারের শামিল। বলা হচ্ছে ঃ ''তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে। আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন'' (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/১৪১)।

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য গোপন করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন এবং সাক্ষ্য গোপনকারীকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। সঠিক সাক্ষ্য প্রদান করার ক্ষেত্রে মনে কোনো ভয় বা দুর্বলতা আনাও ইনসাফ পরিপন্থী। যদি কোনো ব্যাপার স্বীয় বা আত্মীয় স্বজনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হয়, তবে সে সব ক্ষেত্রেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান করাই মহান আল্লাহ্র নির্দেশ। কেননা যে ব্যক্তি অপরের জন্য যে ফয়সালা করে নিজের জন্যও সে ফয়সালা মেনে নেয় সেই ন্যায় বিচারক। বলা হচ্ছে, ''যখন তোমরা কথা বলো, তখন সুবিচারের সাথে কথা বলো যদিও সে নিকটজন হয়'' (সূরাহ্ আনআম ৬/১৫২)।

অন্যত্র বলা হচ্ছে ঃ ''হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান করো, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনের যদি ক্ষতিও হয় তবুও। কেউ ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে অনেক বেশি। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা বাসনার অনুসরণ করো না'' (সূরাহ্ নিসা, ৪/১৩৫)।

ইহকালে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরী ও মানবিক কর্তব্য। ইনসাফ মানব রচিত কোনো শান্তির বার্তা নয় বরং মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সুখী ও শান্তিময় জীবনের বার্তামাত্র। এটা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বীয় জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা পায় এবং সন্ধান পায় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের।

পরিশেষে বলবো, সামাজিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইনসাফের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা যদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করি, তবে ইহকালীন শান্তির পাশাপাশি মহান প্রভুর জবাবদিহির কাঠগড়া থেকে মুক্তি পাবো। তাই আসুন , একমাত্র পারলৌকিক মুক্তির স্বার্থে আল্লাহ্র প্রেরিত বিধানের অনুসারী হই এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের সবাইকে সেই তাওফীক দান করুন — আমীন।

সুন্নাত এবং জামাআতের অনুসরণ; একটি মৌলিক আক্বীদা

আব্দুর রাকীব মাদানী

আল্ হামদুলিল্লাহ্, ওয়াস্ স্বলাতু ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আম্মা বাদ ঃ—

যে সকল মুসলিম নিজেকে আহ্লুস সুন্নাহ্ পরিচয় দেয়, তাদের মৌলিক আক্বীদা তথা ধর্ম বিশ্বাসের একটি অন্যতম বিশ্বাস হচ্ছে সুন্নাত এবং জামাআতের অনুসরণ করা। সুন্নাত এবং জামাআত বলতে কী বুঝায় এবং তার অনুসরণ কী? তা করলে লাভই বা কী? এসব জানা ও বুঝার জন্য খুবই সংক্ষিপ্তাকারে বিষয়টি উপস্থাপন করতে সচেষ্ট হব ইন্শা-আল্লাহ্ তাআলা।

এ সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রথমে ইমাম ত্বাহাবী কর্তৃক (মৃত ৩২১ হিজরী) রচিত আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আক্বীদা সম্বলিত গ্রন্থ আল্ আক্বীদাতুত্ ত্বহাবিয়্যা হতে এই আক্বীদার মূল উক্তি এবং সেই উক্তির বিশ্লেষণকারী লেখক আল্লামা ইবনু আবিল ইয্ হানাফীর ব্যাখ্যাও তুলে ধরবো।

ইমাম ত্বহাভী বলেন ঃ ''**আমরা (আহ্লুস্ সুন্নাহ্গণ) সুন্নাতের এবং জামাআতের অনুসরণ করি এবং অনৈক্য, বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা পরিহার করি**'' (শারহুল আক্বীদা আত্ ত্বহাভিয়্যা / ৩৮২)।

ব্যাখ্যা ঃ সুন্নাত হচ্ছে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর তরীকা-পদ্ধতি। আর জামাআত হচ্ছে মুসলিমগণের দল। আর তাঁরা হচ্ছেন সাহাবাগণ এবং সুন্দররূপে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের অনুসারীগণ। তাদের অনুসরণ হিদায়েত বা সঠিক পন্থা এবং তাদের বিপরীত অবস্থান করা হচ্ছে ভ্রষ্টতা। মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবীকে বলেন, ''(হে নাবী) তুমি বলে দাও! তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাসতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। আল্লাহ্ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ খাতাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল অতি দয়ালু'' (সূরাহ্ আল্ ইমরাণ ৩/৩১)। তিনি আরও বলেন, ''আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দিব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস (৪/১১৫)।

তিনি আরও বলেন, ''বল, আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পির্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে আর রসূলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া'' (সূরাহ্ নূর ২৪/৫৪)।

সুনান গ্রন্থে প্রমাণিত হাদীস, যাকে ইমাম তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন— ইরবায বিন সারিয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদা আল্লাহ্র রসূল আমাদের খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ওয়ায করলেন যার ফলে আমাদের চক্ষু বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো এবং অন্তরসমূহে আল্লাহ্ভীতি সঞ্চারিত হলো। তখন কেউ বললেন ঃ আল্লাহ্র রসূল! এটি যেন বিদায়ী নসীহত? তাই আমাদের নিকট কোনো অঙ্গীকার নিবেন কি? তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''আমি তোমাদের শ্রবণ করার এবং আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। কারণ যে আমার পরে জীবিত থাকবে সে বিভিন্ন মতভেদ দেখতে পাবে। তাই তোমাদের উপর জরুরী যে, তোমরা আমার সুন্নাত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত মজবুত ভাবে ধরে থাকবে। দৃঢ়তার সাথে মাড়ির দাঁত দ্বারা চেপে ধরে থাকবে। আর দ্বীনের নামে নতুন নতুন বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে; কারণ দ্বীনে প্রত্যেক নতুনত্ব ভ্রষ্ট'' (ইরউয়াউল গলীল নং ২৪৫৫)।

তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) আরো বলেন, ''দুই কিতাবের ধারকরা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে আর এই উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকলে জাহান্নামে যাবে একটি ব্যতীত। আর সেটি হচ্ছে জামাআহ্ (মূল মুসলিম দল)'' (সিলসিলাহ্ সাহীহা ২০৩/২০৪)।

অন্য বর্ণনায় এসেছে. সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ''সেই দলটি কারা?'' তখন তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, ''যার উপর আমি এবং আমার সাহাবারা রয়েছে'' (হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রের বিবেচনায় গ্রহণীয়)। তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) স্পষ্ট রূপে ঘোষণা দেন যে, আহ্লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ ছাড়া মতভেদকারীরা ধ্বংস হবে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ কত সুন্দর কথা বলেছেন— ''যদি তোমরা কারো অনুকরণ করতে চাও, তাহলে তাঁদের অনুকরণ করো যাঁরা মারা গেছেন, কারণ জীবিতরা ফেতনা হতে নিরাপদ

পরবর্তী অংশ ২৫ পাতায়

১ম পর্ব

হানাফী ফিক্বহে বর্ণিত অনেক মাসয়ালা যা তাঁরা নিজেরাই মানেন না

মুহাম্মাদ ইসমাঈল

জবাবদিহি - বক্ষমান নিবন্ধটি মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ জয়পুরী রচিত উর্দু গ্রন্থ 'হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহে' এর দ্বিতীয় খন্ডের অংশ বিশেষ হতে চয়নকৃত। এ স্থলে গ্রন্থকার এমন কিছু মাসয়ালার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন, যা শুধু আল্ কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্ দ্বারা সুসাব্যস্ত নয় বরং হানাফী মাযহাবের অগ্রগণ্য, উল্লেখযোগ্য, বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত ফিক্বাহ্ গ্রন্থসমূহে সুস্পষ্ট রূপে আলোচিত রয়েছে। উক্ত কিতাব সমূহে বিবৃত অপরাপর মাসয়ালাগুলির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ সহকারে আমল করলেও অন্য আরো কিছু মাসয়ালা, যা তাঁরা নিজেরা তো আমল করেন না বরং যাঁরা করে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ অতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার বিষবাণে জর্জরিত করতে ছাড়েন না। যার দরুণ মুসলিম সমাজ আজ দ্বিধা-বিভক্ত, খণ্ড-বিখণ্ড। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সমূলে বিনষ্ট। অথচ আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জাত তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেছেন —

وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ ঃ তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য কর আর আপোষে বিবাদ করো না, তাতে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি তিরোহিত হবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন (সূরাহ্ আনফাল ৮/৪৬)।

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেছেন —

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا.

অর্থ ঃ কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে তা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের বিধানের দিকে ফিরিয়ে দাও - যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে থাকো। এটিই উত্তম এবং পরিণাম হিসাবে অতি সুন্দর (সূরাহ্ নিসা ৪/৫৯)।

মহান সমাজ সংস্কারক মহানাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এই মর্মে ইরশাদ করেছেন এই বলে —

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ.

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ নিজের ভাইয়ের জন্য ওই জিনিস পছন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে (বুখারী হাঃ ১৩, মুসলিম হাঃ ৪৫)।

আলোচ্য রচনাটির ক্ষেত্রে আমার কোনো স্বকীয়তা নেই। আমি শুধু অনুবাদক মাত্র। ইসলাম দরদী দ্বীন পিপাসু বাংলা ভাষাভাষি পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য আমার এই নগণ্য প্রয়াস। উদ্দেশ্য-প্রতিটি মুসলিমের মাঝে যে অনৈক্য-বিভেদ, দ্বন্দ্ব-বিবাদ তার অপনোদন ও অপসারণ এবং সহমর্মিতা ও সহযোগিতা দ্বারা সুষ্ঠু ঐক্য স্থাপন। আসুন সকলে মিলে মহান আল্লাহ্‌র মহাবাণী—

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا...........

অর্থ ঃ তোমরা সম্মিলিত ভাবে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহ্‌র রজ্জু ধারণ করো এবং পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' কে শিরোধার্য করে এগিয়ে চলি সম্মুখ পানে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর। হে আল্লাহ্ রহমানুর রহীম, তুমি তাওফীক দান করো।

বিঃ দ্রঃ - গ্রন্থকার মাসয়ালাগুলি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হলো। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে তা করার। অতি প্রয়োজনে, পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কোনো টীকা সংযোজনের আবশ্যক হেতু তা সংক্ষিপ্ত আকারে করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে মাসয়ালাগুলি বিশেষ পর্যায়ের, কেবল সেগুলিই নির্বাচন করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থকার যে ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ব্যাহত হয়েছে।

পর্ব ঃ পবিত্রতা অর্জন, অধ্যায় ঃ শৌচকার্য বিষয়ক

১৮০। পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা (শৌচকার্য) করা নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর জামানায় আদব (শিষ্টাচার) ছিল। তাঁর

পরবর্তীকালে সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গণের সম্মিলিত মতে সুন্নাত হয়ে গেছে (দুর্রে মুখতার প্রথম খণ্ড ৫৭ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ)।

১৮১। পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা উত্তম (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ)।

১৮২। পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা (দুরে মুখতার ১ম খণ্ড ২৪৬, শারহে বিকায়া ৭৬-৭৭ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ১৫৯, নুরুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৭০ পৃঃ)।

১৮৩। সর্বোত্তম হলো ঢেলা কুলুফ ও পানি দ্বারা (একত্রে) ইস্তেঞ্জা করা, অতঃপর হয় শুধু পানি দ্বারা অথবা শুধু ঢেলা দ্বারা (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৫৯ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ১৫৯ পৃঃ)।

১৮৪। প্রস্রাবের পর পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা মুস্তাহাব (অধিকতর ভালো) (ফাতাওয়া আলমগিরি ১ম খণ্ড ৭৬ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৭ পৃঃ)।

১৮৫। পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে নিতে হবে (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৪৭-২৪৮ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২৪৬-২৪৭ পৃঃ)।

অধ্যায় ঃ অযু সম্পর্কিত

১৮৬। নিয়াত অন্তরের কল্পনাকে বলে, জবান (জিহ্বা) দ্বারা উচ্চারণ করাকে নয় (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৩৪, ৪৮, ১৯২ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, কাঞ্জুল উম্মাল ৩২ পৃঃ, মালা বুদ্দা মিনহু ২০ পৃঃ, বেহেস্তি জেওর ২য় খণ্ড ৩০ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৩৪ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, বেহেস্তি জেওর ২য় খণ্ড ৮৮ পৃঃ)।

১৮৭। নিয়াত জবান দ্বারা (মুখে) উচ্চারণ করা বিদ্আত (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২২ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ)।

১৮৮। জবান দ্বারা (মুখে উচ্চারণ করে) নিয়াত করা সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাবেঈন (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়নি (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৫৯ পৃঃ)।

১৮৯। যে (অযুর শুরুতে) বিস্মিল্লাহ্ পড়েনি, তার অযু হয়নি (হিদায়া ১ম খণ্ড ১২ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১২ পৃঃ)।

১৯০। এক চুল্লু (এক হাতে যে পরিমাণ পানি নেওয়া যায়) দ্বারা মুখে কুল্লি করা ও নাকে পানি নেওয়া জায়েয (বৈধ) (আবু হানিফা রহঃ) (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৪-৫৫ পৃঃ, ফাতাওয়া আলমগিরী ১ম খণ্ড ৭ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ১৫-১৬ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১৫ পৃঃ, দুর্রে মুখতার ১ম খন্ড ২১ পৃঃ)।

১৯১। (মাথা) মাসাহ্ করার সময় হাত (দু' হাতের আঙুলীর অগ্রভাগ মুখোমুখী একত্রে করে) সামনে থেকে পেছনে এবং পেছন থেকে সামনে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ, আইনুল ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ)।

১৯৩। গর্দান (ঘাড়) মাসাহ্ করা বিদআত। তৎসম্পর্কিত হাদীস মৌজু (মনগড়া-বানাওয়াট) (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ, নববী শারহে মাহজুব আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১৮ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ)।

১৯৪। পাগড়ীর উপরে মাসাহ্ করা জায়েয (বৈধ) (হিদায়া ১ম খণ্ড ১০ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১০ পৃঃ)।

১৯৬। পরনের কাপড়ে (লুঙ্গী, পাজামা ইত্যাদি) পেশাব লাগার সংশয় থেকে বাঁচার জন্য পানির ছিটা দিয়ে নাও (আলমগিরী ১ম খণ্ড ৩০-৬২ পৃঃ)।

১৯৭। অযুর পর পড়বে —

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰـــهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ. (হিদায়া ১ম খণ্ড ৩০ পৃঃ)

১৯৮। তাশাহুদ ও দুআ অযুর পর পড়া বাঞ্ছনীয় (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ)।

অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম বিষয়ক

২০০। তায়াম্মুম করার সময় মাটিতে হাত একবার মারার অনেক হাদীস সহীহায়নে (বুখারী, মুসলিমে) বহু সূত্রে বর্ণিত রয়েছে এবং তা সহীহ্ (হিদায়া ১ম খণ্ড ১৪২ পৃঃ, শারহে বেকারা ৫৬ পৃঃ, আইনুল হেদায়া ১ম খণ্ড ১৪৬ পৃঃ, নুরুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৫৩ পৃঃ)।

২০১। তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে দু'বার মাটিতে হাত মারার হাদীস সমূহ যঈফ (দুর্বল) এবং মওকুফ বটে (মওকুফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায়নি)

(হিদায়া ১ম খণ্ড ১৪২ পৃঃ, নুরুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৫২-৫৩ পৃঃ)।

অধ্যায় ঃ মোজার উপর মাসাহ্ বিষয়ক

২০২। পুরু মোটা সূতার মোজার উপর মাসাহ্ করা জায়েয (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ, আলমগিরী ১ম খণ্ড ৪২, শারহে বিকায়া ৬৩ পৃঃ, কুদুরী ১৩ পৃঃ, বেহেস্তি জেওর ১ম খণ্ড ৭৩-৯৪ পৃঃ, নুরুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ)।

২০৩। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সূতোর মোজার উপর মাসাহ্ করার প্রবক্তা ছিলেন না, নিজের শেষ বয়সে রোজু (মত পরিবর্তন) করে প্রবক্তা হয়ে যান (মুনিয়াতুল মুসাল্লী ৪১ পৃঃ, মুনিরা ৪২ পৃঃ)।

২০৪। বর্তমানে এর উপরেই ফাতাওয়া রয়েছে (অর্থাৎ সূতোর মোজার উপর মাসাহ্ করার উপর) (হিদায়া ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ১৭৮ পৃঃ)।

২০৫। মোজার উপর মাসাহ্র সুন্নাত এই যে (হাতের) ভেজা তিন আঙুল পায়ের আঙুলের মাথা থেকে নিয়ে উপর দিকে পায়ের গিরা পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসা (শারহে বিকায়া ৬২ পৃঃ, নুরুল হিদায়া ১ম খণ্ড ৫৭ পৃঃ)।

অধ্যায় ঃ পানি সম্পর্কিত

২০৬। দশ বাই দশ (কোনো চৌবাচ্চা বা জলাধারের পরিমাপ) এর মাসয়ালা প্রকৃতপক্ষে মাযহাবে নেই (মুকাদ্দামা আলমগিরী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ, মুকাদ্দামা হিদায়া ১ম খণ্ড ১০১ পৃঃ, মুকাদ্দামা (ভূমিকা) ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১০৩ পৃঃ)।

পর্ব ঃ স্বলাত

২০৭। স্বলাত অস্বীকারকারী কাফের (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৪ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫১ পৃঃ, দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ, কিতাবুস্ স্বলাত)।

২০৮। স্বলাত সম্পাদনকারীকে মুসলিম হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৫ ও ৫৮ পৃঃ)।

২০৯। স্বলাত পরিত্যাগকারীকে ইমাম আজমের (রহঃ) নিকট সর্বদা কয়েদ (বন্দি) করে রাখা ওয়াজিব (মালাবুদ্দা মিনহু ১১ পৃঃ, দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫১ পৃঃ, গাইয়াতুল আওতার ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ)।

২১০। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর নিকট (বেনামাজীকে) কতল (শিরচ্ছেদ) করতে হবে (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ, মালাবুদ্দা মিনহু ১১ পৃঃ)। তিনি (ইমাম শাফেঈ রহঃ) কাফের হওয়ার কথাও বলেছেন (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ, মালাবুদ্দা মিনহু ১১ পৃঃ)।

২১১। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদের নিকট এক (ওয়াক্তের) স্বলাত পরিত্যাগকারী কাফের (মালাবুদ্দা মিনহু ১১ পৃঃ, দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ, হিদায়া ১ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ, কাঞ্জুল উম্মাল ২৭ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫২ পৃঃ)।

২১২। স্বলাত পরিত্যাগকারীকে ততক্ষণ প্রহার করতে হবে যতক্ষণ তা দেহ হতে রক্ত প্রবাহিত না হয় (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ, দুর্রে মুখতার, কিতাবুস্ স্বলাত ১ম খণ্ড ৫৮ পৃঃ)।

অধ্যায় ঃ স্বলাতের সময় সম্পর্কিত

২৪৩। ফযরের স্বলাত গালাসে (অতি প্রত্যুষে) সম্পাদন করা বহু হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৬৮ পৃঃ, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইবনে হিব্বান)।

২১৪। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর স্থায়ী আমল গালাসে ছিল। সাহাবী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) গণের আসফারে (ফরসা হওয়ার পর) (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৭১, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২৭১)।

২১৫। যুহরের ওয়াক্ত দুই মিস্ল পর্যন্ত (কোনো বস্তুর ছায়া যখন সেই বস্তুর সমপরিমাণ হয়, তখন তাকে এক মিস্ল বলে) (শারহে বেকায়া ৭৯ পৃঃ, শারহে বেকায় ১ম খণ্ড ১২৮ পৃঃ, কিতাবুস্ স্বলাত, হাশিয়া প্রান্ত টীকা)। নূরে তাজাল্লীতে বর্ণিত আছে - কতক আলেম বলেছেন, ইমাম সাহেব (আবু হানিফা রহঃ) শেষ বয়সে রুজু (মত পরিবর্তন) করে এক মিস্লের প্রবর্তক হয়েছিলেন (মুনিয়াতুল মুসাল্লী ২৫ পৃঃ)।

২১৬। যুহরের ওয়াক্ত এক মিস্ল পর্যন্ত। সাহেবায়েন অর্থাৎ ইমাম ইউসুফ (রহঃ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) এর নিকট। ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) থেকেও একটি রেওয়াতে আছে। এই মাযহাবই হল ইমাম জাফর (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এর (দুর্রে মুখতার ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃঃ, কাঞ্জুল উম্মাল ২৭ পৃঃ, আলমগিরী ১ম খণ্ড ৬৯ পৃঃ,

শারহে বেকায়া ৭৯ পৃঃ, কুদুরী ১৮ পৃঃ, মালাবুদ্দা মিনহু ১৮ পৃঃ)।

২১৭। ইমাম আবূ হানিফার (রহঃ) এক মিস্‌লের বর্ণনা অধিক শুদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃঃ, আইনুল হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃঃ)।

২১৮। আসরের সময় এক মিস্‌ল থেকে শুরু হয়। সাহেবায়নের (ইমাম ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহঃ) এটিই মাযহাব যা হাদীসের মুতাবিক (হিদায়া ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃঃ, মুনিয়াতুল মুসাল্লী ৬৮-৭৯ পৃঃ)।

---

২১ পাতার পর —

নয়। তাঁরা হলেন মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথীবৃন্দ। তাঁরা এই উম্মাতের সবচেয়ে উত্তম সম্প্রদায়। অন্তরের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি সৎকর্মশীল, জ্ঞানের বিবেচনায় গভীর। তাঁরা এমন সম্প্রদায় যাঁদের মহান আল্লাহ্ নাবীর সাহচর্যরূপে এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাই তোমরা তাঁদের মান-সম্মান ভালভাবে জেনে রাখো এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো আর যথা সম্ভব তাঁদের দ্বীন ও চরিত্র ধারণ করো, কারণ তাঁরা সকলে হেদায়েত প্রাপ্ত সঠিক পথের অধিকারী (শারহুল আক্বীদা আত্ ত্বহাভিয়্যাহ্/ ৩৮২-৩৮৩)।

সম্মানিত লেখকের ব্যাখ্যা এখানেই শেষ হল। আর কুরআন ও সুন্নার আলোকে বর্ণিত উপরোক্ত জ্ঞানের আধারে সম্মানিত পাঠক/পাঠিকার নিকট কিছু প্রশ্ন রয়ে গেল। বলুন তো, এ সময় আপনি মুসলিম সমাজের যে কোনো দলে স্থান নিলেই কি হকপন্থী হতে পারেন? এরপরেও হক ও সঠিক দল বুঝতে বা চিনতে কি সমস্যা রয়েছে না আমরা নিজেই সমস্যার মধ্যে থাকতে চাচ্ছি। সঠিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলি কি আপনার দলে রয়েছে? কেউ আহলুস্ সুন্নাহ্ হওয়ার দাবী করলেই কি সে আহলুস্ সুন্নাহ্ হতে পারে? জামাআত বা দলের সাথে থাকা বলতে বুঝায়, রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর রেখে যাওয়া মুসলিম জামাআতের সাথে থাকা, তার সংখ্যা যাই হোক না কেন। সেই মুসলিম দলের সাথে থাকা যারা সাহাবাগণের আদলে আক্বীদা বা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আমল করে। নচেৎ অনেকে সঠিক দলের দাবীদার হতে পারে কিন্তু সেটা হবে নিছক দাবী বরং মিথ্যা দাবী।

৯ম পর্ব

أحكام الأذان والأقامة

আযান ও ইক্বামাতের বিধান

আবূ হাবীবাহ্ নাজমে আলাম সানাবিলী

(৬৬) সাহারী খাওয়ার সময় হলে আযান ঃ পবিত্র রমাযান এবং অন্যান্য মাসেও ফজর উদিত হওয়ার পূর্বে সাহারী খাওয়ার সময় হলে ক্বিয়ামরত লোকদের ফিরানো যাতে তারা সাহারী খেয়ে নিতে পারে এবং নিদ্রিত ব্যক্তিদের জাগানো যাতে তারা সাহারী খেয়ে ফজরের স্বলাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে, আযান দেওয়া মুস্তাহাব। (ক) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সূত্রে বর্ণিত— তিনি বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِنَّ بِلَالًا يُنَادِىْ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

অবশ্যই বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনু উম্মি মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাকো (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬২০, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮৩০)।

(খ) ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ- أَوْ قَالَ يُنَادِىْ- لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَ يُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.

বিলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী থেকে বিরত না রাখে। কারণ সে তোমাদের কিয়ামরতদের ফিরানো এবং ঘুমন্তদের জাগানোর উদ্দেশ্যে আযান দিয়ে থাকে (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭২৪৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮৩০)। এ হাদীস থেকে একটি বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বিলালের আযানের উদ্দেশ্য হল যেন ঘুমন্ত লোকেরা ঘুম থেকে জেগে এবং স্বলাতরত লোকেরা স্বলাত শেষ করে সাহারী খেয়ে ফজরের স্বলাতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

(৬৭) উক্ত আযান দেওয়ার সময়ঃ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)এর যুগে এ আযান এবং ফজরের আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হত খুব অল্প। সময়ের এই স্বল্পতাকে বুঝাতে গিয়ে আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন , প্রথম মুয়ায্যিন আযান দিয়ে নীচে নামতেন আর দ্বিতীয় মুয়ায্যিন আযান দেওয়ার জন্য উপরে উঠতেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৮২৯)। একই অর্থের আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে (সুনানু নাসায়ী হাঃ ৬৩৯ সূত্র সহীহ্)। তার মানে সাহারীর আযান দিতে হবে খুব বেশি হলে ফজরের আযানের ৪৫ মিনিট পূর্বে। যখন সাহারী খাওয়ার সময় আরম্ভ হবে। কিন্তু এখন দেওয়া হচ্ছে আড়াই ঘণ্টা পূর্বে। শরীয়তে যার কোনো ভিত্তি নেই।

(৬৮) জ্বিন শয়তানের দেখে আযানঃ (ক) সুহাইল ইবনু আবী স্বালেহ (রাহেমাহুল্লাহ্) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِذَا تَـغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغُوْلُ فَنَادَوْا بِالْأَذَانِ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَدْبَرَوَلَهُ حُصَاصٌ.

যখন জ্বিন, শয়তান তোমাদেরকে পথ ভুলাবার চেষ্টা করবে কিংবা তোমাদের সামনে বিভিন্ন রূপে আবর্তন করবে, তখন আযান দিতে আরম্ভ করো, নিশ্চয় শয়তান যখন আযান শুনে হাওয়া নির্গত করতে করতে পলায়ন করে (তাবারানীর মুজামুল আউসাত হাঃ ৭৪৩৬ সূত্র নিতান্তই যয়ীফ)। কারণ সূত্রে রয়েছে আদী ইবনুল ফাযল নামক রাবী, উলামাগণ যার হাদীস গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে আবূ স্বালেহ বিশ্বস্ত তাবেয়ীর কথাকে হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে (সিলসিলাতুল আহাদীস আয্ যায়ীফাহ্ ২/২৯৫)।

(খ) জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ কর্তৃক একই অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে (মুস্বান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ্ হাঃ ২৯৭৪১ সূত্র যয়ীফ)। কারণ হাসান বাসারী জাবের ইবনু রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে কিছুই শুনেননি (সিলসিলাহ্ যয়ীফাহ্ হাঃ ১১৪০ সহীহ্ ইবনে খুযায়মা হাঃ ২৫৪৯)। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে সহীহ্ বা হাসান সূত্রে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়।

(গ) উসায়র (আসীর) ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র সামনে জ্বিন শয়তান এর আলোচনা করা হল, শুনে তিনি বললেন —

اِنَّـهُ لَيْـسَ مِـنْ شَـيْءٍ يَسْتَطِيْعُ يَتَغَيَّرُ عَنْ خَلْقِ اللهِ الَّذِىْ خَـلَقَهُ، وَ لٰكِنَّ لَهُمْ سَحَرَةً كَسَحَرَتِكُمْ، فَاِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَأَذِّنُوْا.

আল্লাহ্‌র কোনো সৃষ্টি নিজের রূপ ছেড়ে অন্য রূপ ধারণ করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তোমাদের ন্যায় জ্বিনদেরও যাদুকর আছে। যখন তোমরা সেরকম কিছু দেখবে (দেখে ভয় পাবে) তখন আযান দিতে আরম্ভ করো (মুহাম্মাদ ইবনে ফুযাইল আয্ যাব্বীর 'আদ্ দুআ' হাঃ ১১৯ সূত্র সহীহ্, ইবনু আব্দিল বার রাহেমাহুল্লাহ্, মুয়াত্তা ইমাম মালেকের শারাহ্ 'তামহীদ'-এ ইয়াকূব ইবনু শাইবার বরাত দিয়ে এই অর্থেই সহীহ্ সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ১৮/৩১০। মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাকেও একটি হাদীস আছে, হাঃ ৯২৪৯, কিন্তু আব্দুর রায্যাকের সূত্র, সুফিয়ান সাউরির তাদলীসের কারণে সহীহ্ নয়)।

(ঘ) সুহাইল ইবনু আবী স্বালেহ বলেন, একবার আমার আব্বা (আবূ স্বালেহ বিশ্বস্ত তাবেয়ী) আমাকে হারেসাহ্ গোত্রে পাঠান এবং আমার সাথে ছিল একটি ছোট ছেলে। হঠাৎ দেওয়ালের পেছন থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাক দিল। তখন সে দেওয়ালের পিছনে উঁকি মেরে দেখল কিন্তু সেখানে কিছু ছিল না। বাড়ি এসে আব্বাকে সব কথা জানালাম। শুনে তিনি বললেন —

لَوْ شَعَـرْتُ أَنَّكَ تَـلْقَ هٰـذَا لَـمْ أُرْسِـلْكَ، وَ لٰكِنْ اِذَا سَـمِـعْـتَ صَـوْتًـا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُـحَـدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : اَنَّ الشَّيْطَانَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَ لَهُ حُصَاصٌ.

আমি যদি আগে জানতাম তোমার সাথে এমনটা ঘটবে, তবে তোমাকে কখনও পাঠাতাম না। কিন্তু যখন এমন আওয়াজ শুনবে তখন স্বলাতের মত আযান দিতে আরম্ভ করো। আমি আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি তিনি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করছিলেন, শয়তান আযান শুনার সাথে সাথেই বায়ু ছাড়তে ছাড়তে দূরে পালিয়ে যায়

(সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩৮৯)। উক্ত সহীহ্ আসার দ্বয়ের আলোকে জ্বিন, শয়তানকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া জায়েয বলে মনে হচ্ছে। যেমন হাফেয যুবাইর আলী যাঈ এবং বাকর ইবনু আব্দিল্লাহ্ আবূ যাইদ (রাহেমাহুমাল্লাহ্) বলেছেন (আল্ ইত্তেহাফুল বাসিম ৪০৬, তাসহীহুদ দুআ ৩৯৬)।

৬৯। নবজাতকের কানে আযান ঃ এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলি দু' প্রকারের। **প্রথম ঃ ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত ঃ** হাদীসের ভাণ্ডারে এর সমর্থনে দুটি হাদীস এবং একটি আসার বর্ণিত হয়েছে। (ক) হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِى أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقَامَ فِى أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ.

কারো ঘরে সন্তান জন্মলাভ করলে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইক্বামাত দিতে হবে, তাহলে উম্মুস্ সিবিয়ান নামক শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না (মুসনাদ আবী ইয়ালা হাঃ ৬৭৮০, ইবনুস্ সুন্নির আমালুল ইয়াউমি অল্ লাইলাহ্ হাঃ ৬২৩। এর সূত্র জাল। কারণ এর সূত্রে রয়েছে একজন মহা মিথ্যুক রাবী, ইয়াহ্ইয়া ইবনুল আলা আর্ রাযী — একজন মাতরূক রাবী- মারওয়ান ইবনু সালেম গিফারী এবং একজন অজ্ঞাত পরিচয় বর্ণনাকারী- ত্বালহা ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ আল্ উক্বাইলী। ফলে নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং হাফেয যুবাইর আলী যাঈ আরও অনেকেই হাদীসটির সূত্রকে জাল বলেছেন। দেখুন সিলসিলাহ্ যায়ীফাহ্ হাঃ ৩২১, তাওযীহুল আহকাম ১/২৪৫)।

(খ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন —

أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَذَّنَ فِى أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَ أَقَامَ فِى أُذُنِهِ الْيُسْرَى.

হাসান ইবনু আলীর জন্মের দিন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর কানে আযান দেন। ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেন (বাইহাকীর শুআ'বুল ঈমান ৮২৫৫ সূত্র জাল। সূত্রে রয়েছে প্রসিদ্ধ মিথ্যুক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল্ কুদাইমী এবং মাতরূক ও মিথ্যুক বর্ণনাকারী হাসান ইবনু আমর ইবনে সাইফ সাদুসী, দেখুন মীযানুল ই'তেদাল ২/৩৯৭-৩৯৮)।

(গ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী বাকার হতে বর্ণিত— তিনি বলেন —

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : كَانَ إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَخَذَهُ كَمَا هُوَ فِى خِرْقَتِهِ، فَأَذَّنَ فِى أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَ أَقَامَ فِى الْيُسْرَى.

উমার ইবনু আব্দিল আযীযের বাড়িতে কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে তাকে নেকড়ায় জড়িয়ে কোলে নিতেন অতঃপর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিতেন আর সেখানেই তার নাম রাখতেন (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক ৭৯৮৫, সূত্র নিতান্তই যয়ীফ। কারণ তার সানাদে আছে একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী ইবনু আবী ইয়াহ্ইয়া। ইমাম বুখারীর তারীখুল কাবীর ১/৩২৩ জীবনী ১০১৩, তাবাকাতু ইবনি সা'দ ৫/৪২৫, আল্ মাজরূহীন ১/১০৫ জীবনী ১৬)।

দ্বিতীয় ঃ শুধু কানে আযান ঃ এ মর্মে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (ক) উরুওয়াহ্ ইবনুয্ যুবাইর (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন—

فَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَكَبَّرَ الْمُسْلِمُوْنَ تَكْبِيْرَةً وَاحِدَةً حَتَّى ارْتَجَّتِ الْمَدِيْنَةُ، وَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَأَذَّنَ فِىْ أُذُنَيْهِ بِالصَّلَاةِ.

মুহাজিরগণের মদীনায় হিজরত করে আসার পর সর্বপ্রথম সন্তান জন্মলাভ করে উরওয়া ইবনুয যুবাইর। তখন মুসলিমগণ এত উচ্চস্বরে ধ্বনি উচ্চারণ করেন যে, মদীনা কেঁপে ওঠে এবং নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর নির্দেশে আবু বাকার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার দু'কানে স্বলাতের আযানের ন্যায় আযান দেন (তাবাকাতুল কুবরা মুতাম্মেমুস্ব স্বাহাবা হাঃ ৫০৪, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/৩৯৮, সূত্র জাল। কারণ এর সানাদে রয়েছে একজন মহা মিথ্যুক রাবী মুহাম্মাদ ইবনু আমর আল্ অকেদী এবং একজন যয়ীফ বর্ণনাকারী মাসয়াব ইবনু সাবেত ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে যুবাইর)।

(খ) আবূ রাফে (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত— তিনি বলেন —

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَذَّنَ فِى أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَ لَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

যখন ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাসান ইবনু আলীকে জন্ম দিলেন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর কানে স্বলাতের আযানের মত আযান দিলেন (আবূ দাউদ হাঃ ৫১০৫, জামেউত তিরমিযী হাঃ ১৫১৪, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ২৩৮৬৯, মুসনাদ আর্ রুইয়ানী হাঃ ৬৮২, মুসনাদ আবী দাউদ তায়ালিসী হাঃ ১০১৩, সূত্র যয়ীফ। ইমাম তিরমিযী হাসান সহীহ্ এবং ইমাম হাকেম সহীহ্ বলেছেন। আর মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী প্রথমে হাসান বলেছিলেন পরে আবার যয়ীফা গ্রন্থে যয়ীফ বলেছেন, তারাজুয়াত ১/৭৭। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক থেকে আরম্ভ করে এ যাবৎ সমস্ত মুহাদ্দিসগণ তার সূত্রকে যয়ীফ বলেছেন। আর এই সিদ্ধান্তই সঠিক। কারণ আস্বিম ইবনু ওবাইদিল্লাহ্ যে সূত্রে থাকবে সে সূত্র কখনও সহীহ্ বা হাসান হতে পারে না)।

সম্মানিত পাঠক! উপরোক্ত আলোচনা আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিল যে, নবজাতকের কানে আযান কিংবা ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামতের ব্যাপারে হাদীসের ভাণ্ডারে কোনো সহীহ্ অথবা হাসান সূত্রের হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং এ মর্মে বর্ণিত সকল হাদীসই জাল অথবা যয়ীফ। কাজেই যাঁরা যঈফ হাদীসকে সর্বক্ষেত্রেই বর্জন করেছেন, যেমন— ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনু মাঈন, ইবনু হাযম, ইবনুল আরাবী, ইবনু তাইমিয়্যাহ, আলবানী, ইবনু উসাইমীন এবং হাফেয যুবাইর আলী যাঈর মত মুহাক্কিক্ব উলামাগণ বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রতি আমল করা বৈধ মনে করেন না। আর এটাই সঠিক। অন্যদিকে যাঁরা যয়ীফ হাদীসের প্রতি সহনশীল, তাঁরা ফযীলতের অধ্যায়ে যয়ীফ হাদীসের উপর আমল করার পক্ষে। তাঁরাই হয়তো এ আমলকে বৈধ বলতে পারেন। তবে জেনে রাখা ভালো যে, ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামতের হাদীসগুলিকে কোনো একজন মুহাদ্দিসও সহীহ্ বা হাসান বলেননি। জাল অথবা যয়ীফ বলেছেন।

(৭০) দুই ঈদের স্বলাতের জন্য আযান ঃ (ক) জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন—

شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا اِقَامَةٍ.

আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে ঈদের স্বলাতে অংশগ্রহণ করেছি তিনি খুৎবার পূর্বে আযান এবং ইকামত ব্যতীত স্বলাত আদায় করেছেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৪৬৭)। (খ) জাবের ইবনু সামরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন —

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا اِقَامَةٍ.

আমি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাথে দুই ঈদের স্বলাত আযান এবং ইকামত ব্যতীত একাধিকবার আদায় করেছি (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৪৭০)। উক্ত হাদীস বর্ণনা করার পর আবূ ঈসা তিরমিযী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেছেন —

وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ : لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ وَ لَا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্য আহ্‌লে ইলমগণ এ হাদীস অনুযায়ী দুই ঈদের স্বলাত এবং কোনো নফল স্বলাতের উদ্দেশ্যে আযান দিতেন না (জামেউত তিরমিযী ১/৬৬৬)।

(গ) ইবনু জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস ও জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আত্বা ইবনু আবী রাবাহ্ সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁরা দুজনেই বলেছেন—

لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ لَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَأَخْبَرَنِىْ، قَالَ : أَخْبَرَنِى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ،

حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَ لَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَ لَا اِقَامَةَ، وَ لَا نِدَاءَ، وَ لَا شَيْءَ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ، وَ لَا اِقَامَةَ.

(নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জীবদ্দশায়) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন (ঈদের স্বলাতের জন্য) আযান দেওয়া হত না। ইবনু জুরাইজ বলেন, আমি আত্বাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তখন আত্বা বললেন, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, ঈদুল ফিতরের স্বলাত আদায়ের জন্য ইমাম বের হবার সময় বা ইমাম বের হওয়ার পর কোনো আযান নেই, ইকামত নেই, কোনো আহ্বান নেই এবং এ ধরণের কোনো কিছুই নেই। সেদিন কোনো ডাকাডাকি নেই, কোনো ইকামতও নেই (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৮৮৬)।

(৭১) চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের স্বলাতের জন্য আযান ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনিল আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন —

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُوْدِيَ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর যুগে যখন সূর্য গ্রহণ হত, তখন (সূর্য গ্রহণের স্বলাতের জন্য) ''আস্ স্বলাতু জামিয়াতুন'' বলে ডাক দেওয়া হত (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৫১৫)। ইবনু কুদামাহ্ হাম্বেলী বলেন, এ স্বলাতের উদ্দেশ্যে আযান ও ইকামাত সুন্নাতসম্মত নয়। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এটা আযান ও ইকামত ব্যতীতই আদায় করেছেন এবং এটা পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাতের বাইরে। সুতরাং অন্যান্য নফল স্বলাতের সাথে মিলযুক্ত হবে (মুগনী ২/৩১৩)। বুঝা গেল এর জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে না বরং 'আস্ স্বলাতু জামিয়াতুন' বলে ডাক দিতে হবে।

(৭২) ইস্তেস্কার (পানি চাওয়ার) স্বলাতের জন্য আযান ঃ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، بِلَا أَذَانٍ وَ لَا اِقَامَةٍ.

একদা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) পানি চাওয়ার জন্য বের হলেন। আযান ও ইকামত ছাড়াই আমাদের দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করালেন (ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১২৬৮, অন্যান্য উলামাগণ হাদীসের সূত্রকে সহীহ্ কিংবা হাসান বললেও নাসিরুদ্দীন আলবানী এবং হাফেয যুবাইর আলী যাঈ যয়ীফ বলেছেন)। কিছু উলামাগণ ইস্তিস্কার স্বলাতের জন্যও স্বলাতে কুসূফ ও খুসূফের (চন্দ্র, সূর্য গ্রহণের স্বলাতের) ন্যায় 'আস্ স্বলাতু জামিয়াতুন' বলা জায়েয বলেছেন (আল্ মুগনী ২/৩২০)।

(৭৩) ভূমিকম্পের স্বলাতের জন্য আযান ঃ জেনে রাখা ভালো যে, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে ভূমিকম্পের কারণে স্বলাত আদায় করা প্রমাণিত নয়, কিন্তু আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে প্রমাণিত। আস্থাভাজন তাবেয়ী আব্দুল্লাহ্ ইবনুল হারেস বলেন, এক রাত্রে ভূমিকম্প হ'ল। আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমরা ভূমিকম্প অনুভব করতে পেরেছো কি না জানি না কিন্তু আমি অনুভব করেছি। লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আমরাও অনুভব করেছি। তিনি দ্বিতীয় দিন সকালে তাদেরকে নিয়ে দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করলেন। প্রত্যেক রাকাআতে তিনটি করে ক্বিয়াম এবং তিনটি করে রুকু করলেন (আল্ আউসাত ফিস্ সুনানি অল্ ইজমা ৫/৩১৪ হাঃ ২৯১৮ সূত্র সহীহ্। হাফেয যুবাইর আলী যাঈও এর সূত্রকে সহীহ্ বলেছেন)।

সচেতন পাঠক উক্ত সহীহ্ আসারের আলোকে ভূমিকম্প হলে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র পদ্ধতিতে অথবা একা একা দু' রাকাআত স্বলাত আদায় করা জায়েয। তবে এর জন্য কোনো আযান বা ইকামত দেওয়া যাবে না।

(৭৪) সাহারী রান্নার জন্য জাগানোর উদ্দেশ্যে আযান ঃ আমাদের এলাকার অধিকাংশ মাসজিদের ইমামগণ রমাযান মাসে রাত্রি ১টায় আযান দেন। এর উদ্দেশ্য সাহারী রান্নার জন্য মহিলাদেরকে জাগানো। অথচ এ আযান সমর্থনে আমার জ্ঞান অনুযায়ী হাদীসের ভাণ্ডারে কোনো একটি জাল হাদীসও বর্ণিত হয়নি। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা কেবল সাহারী খাওয়ার আযান সম্পর্কে। কিন্তু তাঁরা একবারও ভেবে দেখছেন না যে, তাদের এ কাজটা শরীয়তসম্মত কি না? আর তাঁরা আযান দিয়েই ক্ষান্ত হন না, কণ্ঠ একটুকু ভালো হলে আরম্ভ করছেন কুরআন পাঠ এবং গজল গাওয়া। সুতরাং মাসজিদের পার্শ্ববর্তী বাড়ির মানুষের জন্য রমাযান মাসের রাত্রিগুলি অর্ধ শাবে কদরে পরিণত হয়। কেবল রাঁধুনি মহিলার জাগা দরকার থাকলেও বাড়ির ছোট বড় সকলের

জাগতে হয়। পাঁচটি শাবে কদরের জায়গায় তাদের ২৯/৩০টি হয়ে যায় আবার সাহারী খাওয়ার সময় হলে ১০/১৫ মিনিট পর পর সাহারীর সময় বলার পালা শুরু হয়।

(৭৫) খারাপ স্বভাবের ব্যক্তি এবং পশুর কানে আযান ঃ (ক) হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করা হয়েছে—

مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ اِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ فَأَذِّنُوْا فِىْ أُذُنَيْهِ.

মানুষ অথবা পশুর মধ্যে যার স্বভাব চরিত্র খারাপ হবে তার উভয় কানে আযান দাও (আবূ মানসূর দায়লামীর মুসনাদুল ফিরদাউস ৩/৫৫৮ হাঃ ৫৭৫২, আমি উক্ত হাদীসের কোনো সূত্র খুঁজে পেলাম না। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী যয়ীফ বলেছেন। সিলসিলাহ্ যায়ীফাহ্ ১/১৩০ হাঃ ৫২র ব্যাখ্যায়)। (খ) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) হতে বর্ণনা করা হয়েছে (বর্ণনাকারীর নাম পাওয়া যায় নি) তিনি বলেছেন —

اِذَا اسْتَصْعَبَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ أَوْ سَاءَ خُلُقُ زَوْجَتِهِ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَلْيُؤَذِّنْ فِىْ أُذُنه.

যদি তোমাদের কেউ নিজের পশুকে নিজের জন্য কঠিন পায় কিংবা তার স্ত্রী অথবা তার বাড়ির কোনো লোকের চরিত্র নোংরা হয়, তবে তার কানে আযান দেওয়া দরকার (এহয়ায়ু উলূমিদ দ্বীন ২/২১৯, ত্বাবাকাতুশ্ শাফেয়ীয়্যাহ্ আল্ কুবরা ৬/৩১৯, পাটনির তাযকিরাতুল মাউযূয়াত ১/১২৮ । কেউ এর কোনো সূত্র বর্ণনা করেনি এবং সিলসিলাতুয্ যায়ীফাতে আলবানী হাদীসটি বর্ণনা করে একে জাল বলেছেন হাঃ ৫২)। তার মানে এ মর্মে বর্ণিত সমস্ত হাদীস জাল।

(৭৬) কলেরা, কোনো দুর্যোগ, আপদ-বিপদ বা ঝড় তুফান চলাকালীন আযান ঃ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন—

اِذَا وَقَعَتْ كَبِيْرَةٌ، أَوْ هَاجَتْ رِيْحٌ مُظْلِمَةٌ، فَعَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيْرِ، فَاِنَّهُ يُجَلِّىْ الْعَجَاجَ الْأَسْوَدَ.

যখন কোনো দুর্যোগ নেমে আসবে, কিংবা প্রবল ঝড় উঠবে, তখন তোমাদের তাকবীর বলা দরকার, কেননা এটা গর্জনকারী কালো ঝড়কে দূর করে দেয় (মুসনাদ আবী ইয়ালা হাঃ ১৯৪৭, ইবনু সুন্নির আমালুল ইয়াউমি অল্ লাইলাহ্ ২৮৪, আল্ কামেলী ফী য়ুয়াফায়ির রিজাল ৭/৪২৫)।

এর সূত্র দু'টি কারণে জাল। (ক) সূত্রে আছে আম্বাসাহ্ ইবনু আব্দির রহমান আল্ কুরাশী। যার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেন, উলামাগণ এর হাদীস গ্রহণ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন (তারীখুল কাবীর ১৬৯)। (খ) অলীদ ইবনু মুসলিম প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী তিনি 'আন' শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। কাজেই মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে জাল বলেছেন (সিলসিলাতুয্ যায়ীফাহ্ হাঃ ২২৫৬) এবং হুসেন সালীম আসাদ আদ্ দারানী যয়ীফ বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, এলাকায় কলেরা ইত্যাদি অসুখ দেখা দিলে কিছু দেশি হুজুর গ্রাম বেঁধে দেওয়ার কাজ করেন। কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় তাকবীর ধ্বনিত করেন, হাত তুলে সমবেতভাবে দুআ করেন এবং গ্রামের প্রতিটি প্রবেশ পথে আযান দেওয়া করান। এভাবে বেশ কয়েক দিন চলতে থাকে। তাদের বিশ্বাস এভাবে গ্রাম থেকে বালা মুসীবত দূর হয়ে যায় এবং সে মুসীবত দীর্ঘদিন আর গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। শরীয়তে এসবের কোনো দলীল নেই বরং এসব হুজুরদের ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে এসবের কোনো দলীল বর্ণিত হয়নি। তাঁরা এসব করে থাকলে অবশ্যই বর্ণিত হত।

(৭৭) মৃত ব্যক্তির কানে আযান ঃ এর সমর্থনে হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ হাসান হাদীস তো দূরে থাক কোনো যয়ীফ অথবা জাল হাদীসও বর্ণিত হয়নি। এ ব্যাপারে আল্লামাহ্ ইবনুল উসাইমীন (রাহেমাহুল্লাহ্) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন —

اَلْأَذَانُ فِىْ أُذُنِ الْمَيِّتِ بِدْعَةٌ.

মৃত ব্যক্তির কানে আযান দেওয়া বিদ্আত (ইবনি উসাইমীনের মাজমূ' ফাতাওয়া অরাসাইল ১৭/৭৩)।

(৭৮) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় আযান ঃ পৃথিবীতে আসার সময়ের আযানের উপর কিয়াস করে দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় আযান দেওয়া হয়। কিন্তু মজার কথা হল যার উপর কিয়াস করা হচ্ছে সেটাই তো প্রমাণিত নয়। ইবনু বায (রাহেমাহুল্লাহ্) কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছেন—

لَا رَيْبَ أَنَّ ذٰلِكَ بِدْعَة مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان؛ لِأَنَّ ذٰلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ لَا عَنْ أَصْحَابِهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِى اتبَاعِهِمْ وَ سُلُوْكِ سَبِيْلِهِم كَمَا قَالَ سُبْحَانه : وَ السَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ، وَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْه فَهُوَ رَدٌّ وَ فِى لَفظٍ أخرَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَ قَالَ ﷺ وَشَرَ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَة.

নিঃসন্দেহে এটা বিদ্‌আত। এর সমর্থনে আল্লাহ্ তাআলা কোনো দলীল অবতীর্ণ করেননি। তাই রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এবং সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণনা করা হয়নি। অথচ সমস্ত কল্যাণ তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের পথ ধরে চলাতেই নিহীত আছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরের, একনিষ্ঠভাবে তাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট ..... (সূরাহ্ তওবাহ্ ৯/১০০)। রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩২৪২)। তিনি আরও বলেন, যে বক্তি এমন কাজ করলো যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং যাতে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুমোদন নেই, তা দ্বীন বহির্ভূত এবং পরিতাজ্য (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩২৪৩)। তিনি আরও বলেন, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো দ্বীনে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা এবং এরকম সব নতুন সৃষ্টিই ভ্রষ্টতা (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৪৩৫, দেখুন মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ১৪৩৯)।

(৭৯) মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার পর কবরস্থানে আযান ঃ কিছু লোকের ধারণা যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন উত্তরের সময় শয়তান তাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে। সুতরাং তখন আযান দিলে শয়তান পালিয়ে যাবে। কারণ হাদীসে আছে 'শয়তান আযান শুনার সাথে সাথেই বায়ু নির্গত করতে করতে দূরে পালিয়ে যায়' (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৬০৮, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৩৮৯)। এ মর্মে আল্লামাহ্ ইবনে বায (রাহেমাহুল্লাহ্) কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, এটা বিদআত। আযান ও ইকামত উভয়ই বিদ্‌আত কোনোটাই জায়েয নয়। দাফনের পূর্বেও জায়েয নয় আর পরেও জায়েয নয় (ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবনে বায ১৪/৮২)। একই কথা বলেছেন আল্লামাহ্ ইবনু উসাইমীন (রাহেমাহুল্লাহ্) (ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবনে উসাইমীন ৯/২)। এর পূর্বে একই উত্তর দিয়েছেন ইবনে হাজার হাইতামী (ফাতাওয়া ফিকহিয়্যাহ্ আল কুবরা ২/১৭। আর দেখুন ফাতাওয়া লাজনাহ্ দায়িমাহ্ ৯/২২, ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলামিয়্যা ১১/১২৭২৬)

(৮০) দুঃখপূর্ণ ব্যক্তির দুঃখ দূর করার উদ্দেশ্যে তার কানে আযান। **(৮১) আল্লাহ্‌র যিকরের জন্য আযান ঃ** আযানের সময় না হলেও কেবল আল্লাহ্‌র যিকর করার উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া। এটা ভিত্তিহীন (ফাতাওয়া আশ্ শাবাকাতুল ইসলামিয়্যাহ্ ১১/৪৭৪)। **(৮২) রাগান্বিত ব্যক্তির কানে তার রাগ দূর করার জন্য আযান দেওয়া। (৮৩) জ্বিনে ধরা ব্যক্তির কানে আযান ঃ** কিছু লোকের আক্বীদাহ্ আছে যে, জ্বিনে ধরা অথবা মৃগী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কানে আযান দিলে তার জ্বিন উধাও হয়ে যাবে এবং মৃগী রোগ দূর হয়ে যাবে। **(৮৪) মুসাফিরের পেছনে আযান ঃ** কিছু লোকের বিশ্বাস মুসাফিরের পিছনে আযান দিলে সে অবশ্যই ফিরে আসে। **(৮৫) দু'দল সেনার মুখোমুখি হওয়ার সময় আযান। (৮৬) অগ্নিকাণ্ড হলে আযান।**

সম্মানিত পাঠক! এ পর্বে কুড়িটি আযান সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তার মধ্যে কেবল দুটি আযান শরীয়ত সম্মত (ক) সাহারী খাওয়ার সময় হলে আযান। (খ) জ্বিন- শয়তানকে বিভিন্ন রূপে আবতীর্ত হতে দেখে তাকে দূর করার উদ্দেশ্যে আযান। তাছাড়া ১৮টি আযানই এমন যার ভিত্তি কোনো যয়ীফ অথবা জাল হাদীসের উপর আছে কিংবা ভিত্তিহীন। তবে একটি আযান ব্যাপারে উলামাগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং তার উপর কিছু আলেমের আমলও আছে। তা হ'ল নবজাতকে কানে আযান। কিন্তু এ ব্যাপারেও সঠিক কথা হ'ল, এ আযান দেওয়া যাবে না।

সতি-স্বাধ্বী উত্তম স্ত্রীর কর্তব্য

মহম্মদ শব্দর আলী

ঈমানদার মহিলা বিয়ে করলে পরিবারে কল্যাণ ও শান্তি আসবে। মুমিনা সতি-স্বাধ্বী মহিলা স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে ও দ্বীনের কাজে সহায়তা করে। সেইজন্য মুমিনা সতি-স্বাধ্বী নারী বিয়ে করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। সে যদিও নোংরা, কালো বা কুৎসিত হয়। আল্লাহ্ বলেন, ''আর তোমরা মুশরিক নারী বিয়ে করো না, যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে। (মনে রেখো) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন রমণীর চাইতে উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দিও না। (মনে রেখো) মুমিন ক্রীতদাস স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে আল্লাহ্ স্বীয় আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন" (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২২১)। মুমিন ও ঈমানদার নর-নারীদের পরস্পর বিবাহ দেওয়ার উপর তাকিদ করা হয়েছে। দ্বীনকে বাদ দিয়ে কেবল রূপ সৌন্দর্যের ভিত্তিতে বিবাহ করাকে আখেরাতের জন্য বরবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ''চারটি জিনিসের ভিত্তিতে নারীদের বিবাহ করা হয়। (১) তার সম্পদ, (২) সৌন্দর্য, (৩) বংশ মর্যাদা ও (৪) ঈমানদারির কারণে। তোমরা দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করে সফল হও" (বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ১৪৬৬)। পুণ্যময়ী সৎশীলা মহিলা দুনিয়ার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল পুণ্যময়ী নারী" (মুসলিম ১৪৬৭)। সুতরাং দ্বীনদার রমণীকে বিবাহ করা জরুরী। মুমিনা ঈমানদার উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা করা জরুরী। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, তুমি তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্খা করো এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো" (মুসলিম ২৬৬৪, মিশকাত ৫২৯৮)।

রমণীর মাঝে যে সব গুণ থাকলে তাকে সতি-স্বাধ্বী উত্তম স্ত্রীরূপে গণ্য করা যায় তা নিয়ে কিছু কথা উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো ইন্‌শাআল্লাহ্।

(১) সতি-স্বাধ্বী ঃ যে রমণী তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় লজ্জা স্থানের হেফাযত করে, সেই হল সতি-স্বাধ্বী (রমণী) স্ত্রী। আল্লাহ্ বলেন, ''সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষকারিনী, আল্লাহ্‌র হিফাযতে তারা তা হিফাযত করে" (৪/৩৪)। আল্লাহ্ নারীর গুণকে দুই ভাগে ভাগ করে বর্ণনা করেছেন। (ক) আল্লাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট ঃ আল্লাহ্‌র আদেশ নিষেধ সম্পূর্ণ মেনে চলে, তাঁর ইবাদাত নিয়মিত আদায় করে অর্থাৎ দ্বীনের আবশ্যিক কাজগুলি পালনে অলসতা করেনা। (খ) স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ ঃ স্বামী উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় ও সন্তানাদি ও সম্পদের হেফাযত করে। সর্বোপরি নিজের গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত আদায় করবে, রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে" (মিশকাত ৩২৫৪, সহীহ্ ইবনে হিব্বান ৪১৬৩)। নারীর লজ্জাস্থানের হেফাযত করা সবচেয়ে বড় গুণ। এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকার অকল্যাণ, অনিষ্ট, বিশৃঙ্খলা, পাপাচার প্রবেশ করে। সুতরাং যে কোনো নারী নিজের কল্যাণের জন্য নিজের গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করে।

(২) শরীয়তের কাজে সহযোগী ঃ ঈমানদার নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়ের সহযোগী হতে হবে। ভাল কাজে উৎসাহিত করা, পাপের কাজে বাধা দেওয়াই হবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ্ বলেন, ''আর বিশ্বাসী পুরুষেরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং অসৎ কর্মের নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে স্বলাত আদায় করে ও যাকাত দেয় আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকেদের প্রতিই আল্লাহ্ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন" (৯/৭১)। একে অপরের সাহায্যকারী ও সহনুভূতিশীল হতে হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''পরস্পর সম্প্রীতি ও দয়া-দাক্ষিণ্যে মুমিনদের উপমা হল একটি দেহের মতো, যখন তার কোনো এক অঙ্গ কষ্ট পায় তার সারা দেহ জ্বর ও ব্যথায় প্রভাবিত হয়ে থাকে" (বুখারী ও মুসলিম)। ঈমানদারদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ সততা। অসৎ কাজ শরীয়তে মন্দ ও খারাপ বলে আখ্যায়িত হয়েছে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন,

''তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকিরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী'' (মিশকাত ২২৭৭, তিরমিযী ৩০৯৪)।

(৩) বিপদের সময় সান্ত্বনা দানকারিনী ঃ স্বামীর বিপদাপদে অসুখ বিসুখে মুষড়ে পড়লে আদর্শ গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম কাজ হল স্বামীকে সান্ত্বনা, ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিনী, সান্ত্বনা দানকারিনী ও স্বামীর বাধ্য ও অনুগত, যখন তারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে'' (সহীহাইন ১৮৪৯, সহীহুল জামে ৩৩৩০)।

(৪) প্রেমময়ী হওয়া জরুরী ঃ পরিবারের শান্তি বজায় রাখার জন্য স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরী। সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি অতি প্রেমময়ী হওয়া দরকার। ফলে স্বামীর অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ থাকে না ও স্বামী বিপদগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ ধরণের নারীর জন্য জান্নাত অক্ষত থাকবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''তোমাদের জান্নাতী রমণী হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিনী, স্বামী ক্রুদ্ধ হলে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবো না'' (সহীহুল জামে ২৬০৪, সহীহাই ২৮৭)।

(৫) স্বামীকে আকৃষ্ট করা ঃ উত্তম স্ত্রীর উত্তম কাজ হল স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা। সেটা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে। নিজের স্বামীর মন জয় করার জন্য স্বামীর সামনে তার পছন্দ মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীর মন জয় করার চেষ্টা করা। আচার ব্যবহারে কথাবার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করা। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা ও তার আনুগত্য করা এবং তার নির্দেশ যথাযথ পালন করা। এসব ব্যাপারে যেন অহংকার, গর্ব প্রকাশ না পায়। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন্ নারী উত্তম? উত্তরে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যে স্বামীকে আনন্দিত করে, (স্বামী) যখন তার দিকে তাকায়, যখন সে নির্দেশ দেয় তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কাজের বিরোধিতা করে না '' (মিশকাত ৩২২৭, সহীহাই ১৮৩৮, নাসাঈ ৩২৩১)। স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর সম্পদ খরচ করে না, তার অপছন্দনীয় কাজ সে করে না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে'' (সহীহুল জামে ১৬৪৩, মিশকাত ১৭৮১, আবু দাউদ ১৬৬৪)।

স্ত্রীর সব কিছু হবে স্বামীর জন্য। কিন্তু বর্তমান অত্যাধুনিক সমাজের নারীরা স্বামীর জন্য নিজেকে মোহনীয় ও রূপচর্চা করে না। বরং সে নিজকে সুসজ্জিতত করে পরের মনোরঞ্জনের জন্য। বাড়ির বাইরে বিয়ে, উৎসবে, পার্টির মিছিলে, বিভিন্ন স্তরের পার্টিতে মাথায় থাকে না কাপড়। টাইট ফিটিং গেঞ্জীর স্বল্পাবাসে কুচযুগল উপচে পড়ে। দায়উস স্বামী, পিতাদের ও নারীদের ইহজগতে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দেন এটাই কামনা করি। পক্ষান্তরে ঐ স্ত্রীরা যখন স্বামীর কাছে থাকে তখন অপরিস্কার অপরিচ্ছন্ন হয়ে চুল এলোমেলো ও অপরিপাটি হয়ে থাকে, শরীর থেকে গন্ধ বের হয়, এছাড়া অন্যান্য খারাপ গুণগুলি তাদের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং স্বামী কীভাবে তার স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হবে?

৬। স্বামীর সেবা ও জৈবিক চাহিদা পূরণ ঃ গুণবতী স্ত্রীরা সদা সর্বদা তার স্বামীর সেবাযত্ন ও তার জৈবিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত থাকবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কোনো লোক তার স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনের (সহবাসের) উদ্দেশ্যে ডাকলে সে যেন তার নিকট আসে, যদিও সে চুলোর কাজে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত থাকে'' (মিশকাত ৩২৫৭, তিরমিযী ১১৬০, সহীহাহ্ ১২০২)। জৈবিক চাহিদায় স্বামীরাই প্রথমে আগ্রহ দেখায়। স্ত্রী যদি কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে, তবুও স্বামীর ডাকে সে যেন তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়। উত্তম স্ত্রীরা স্বামীর অধিকার আদায়ে কমতি করে না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কেননা সে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'' (মুসনাদ, আহমাদ, সহীহুল জামে ১৫০৯)।

৭। স্বামীর যথাযথ সম্মান করা ও তাকে কষ্ট না দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া করা ঃ উত্তম নারীরা স্বামীকে যথাযথ সম্মান করে এবং তাকে কষ্ট দেয় না। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আমি যদি কোনো ব্যক্তিকে কারো জন্য সিজদা করার আদেশ দিতাম তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার আদেশ

করতাম" (আবু দাউদ ২১৪০, মিশকাত ৩২৫৫, তিরমিযী ১১৫৯)। কথা ও কাজের মাধ্যমে অনেক স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দেয়। সেটা করা উচিত নয়। জান্নাতে হুরেরা বদ্ দুআ করবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''যখন কোনো নারী তার স্বামীকে দুনিয়াতে কষ্ট দেয়, তখন জান্নাতের হুরদের মধ্যে যে তাঁর স্ত্রী হবে সে বলে, হে হতভাগিনী! তুমি তাকে কষ্ট দিও না। আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমাদের কাছে আগন্তুক। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন" (তিরমিযী ১১৭৪, মিশকাত ৩২৫৮, ইবনু মাজাহ্ ২০১৪)। মানুষের কাছে আল্লাহ্ কেবল তাঁর ইবাদাত ও তাঁর বিধান মেনে চলার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রীর জন্য নির্দেশ হল আল্লাহ্র ইবাদাতের সাথে সাথে স্বামীর আনুগত্য ও হক আদায় করা। উত্তম রমণী আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''... তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করো, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে আমি কখনো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি" (মুসলিম ৯০, বুখারী ২৯)। অন্য হাদীসে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''আল্লাহ্ ঐ (ধরণের) মহিলাদের দিকে তাকাবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না এবং স্বামীকে ছাড়া তার চলে না" (সহীহাহ্ ২৮৯, আহমাদ)।

৮। ভরণ পোষণের ক্ষেত্রে স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া ও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ না করা ঃ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মানুষের জীবন যাত্রার মান নির্ভর করে। সুতরাং স্বামীকে ভরণ পোষণের ব্যাপারে কষ্টে ফেলে স্বামীকে দুঃখ দেওয়া আদর্শ রমণীর কর্তব্য নয় বরং স্বামীর আয় বুঝে ব্যয় করা আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। স্ত্রী কখনো বিলাসী, অপব্যয়ী, সম্পদ বিনষ্টকারিনী হবে না। স্ত্রীদের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। আল্লাহ্ বলেন, ''এবং যারা ব্যয় করলে অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং তারা দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে" (২৫/৬৭)। অবশ্যিক খরচ থেকে বেশি খরচ করলে তা অপব্যয়। অতএব মধ্যপন্থা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী।

স্বামী স্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত কার্যাবলী বা গোপনীয় বিষয় সমূহ প্রকাশ করা নির্লজ্জতার কাজ। এ কাজের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র নিকট মর্যদায় সর্বনিকৃষ্ট হবে ঐ ব্যক্তি যে স্ত্রী সাথে যৌন সম্ভোগ করে তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে" (মুসলিম ১৪৩৭, মিশকাত ৩১৯০)।

৯। সর্বদা বাড়িতে থেকে সন্তানের প্রতি স্নেহশীল হওয়া ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার করা ঃ মহিলাদের জন্য বাড়িতে থাকাই আবশ্যক। আল্লাহ্ বলেন, ''তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না" (৩৩/৩৩)। অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করো। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না। রাজনীতি, দুনিয়া পরিচালনা ও পরিশ্রম-উপার্জন করা নারীর কাজ নয়। বিশেষ প্রয়োজনে যদি যেতেই হয়, তবে সাজসজ্জা না করে পর্দার সাথে যেতে হবে। নারীরা বাড়ির বাইরে গেলে শয়তানেরা বেপর্দা করার চেষ্টা করে। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''নারী হচ্ছে গোপন বস্তু, যখন সে বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে সৌন্দর্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করে"(মিশকাত ৩১০৯, তিরমিযী)। যে রমণী সন্তান ও তার স্বামীর আত্মীয় স্বজনের প্রতি যত্নশীল ও স্নেহময়ী সে উত্তম স্ত্রীরূপে অভিহিত। নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''কুরাইশ বংশীয় নারীরা উটে আরোহনকারী সকল নারীদের তুলনায় উত্তম। এরা শিশু সন্তানের উপর স্নেহশীল হয়ে থাকে' (বুখারী ৩৪৩৪, মুসলিম ২৫২৭)। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেন, ''লজ্জা ঈমানের অঙ্গ" (বুখারী)। সুতরাং উত্তম স্ত্রীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লজ্জাশীল হওয়া, স্বামীর আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা, স্বামীর উপদেশ শোনা ও মান্য করা, স্বামীর সাথে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করা, উচ্চ কণ্ঠে কথা না বলা, কথাবার্তায় শালীনতা বজায় রাখা এবং বাক্বিতণ্ডা না করা।

স্ত্রীরা খুব সহজে জান্নাত পাবে। শরীয়তি বিধান (স্বলাত, সিয়াম, হজ্জ) মেনে স্বামীর সেবা ও আনুগত্য করলে ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করলে। তারা জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। হে আল্লাহ্! আমি কায়মনা বাক্যে প্রার্থনা করি ঐ উচ্ছৃঙ্খল নারী ও তাদের স্বামী পিতাদের সুমতি দিয়ে শরীয়তি বিধান মেনে চলার তাওফীক দান করো। আর স্ত্রীদের সতি-স্বাধ্বী স্ত্রী বানাও — আমীন।

কুরবানী সংক্রান্ত কিছু কথা

মুসলেহুদ্দীন মাযাহেরী

১। প্রশ্ন ঃ সাতজনের কমে গরুতে অংশ গ্রহণ করা যাবে কিনা?

উঃ— যাবে। সাতজনের কমে গরুতে অংশ গ্রহণ করা যাবে বা কুরবানী করতে পারে। হাদীসটি নিম্নরূপ —

عن ابن عباس ؓ قال : كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فحضر الاضحٰى فاشتركنا فى البقرة سبعة و فى البعير عشرة.

অর্থাৎ ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। অতঃপর ঈদুল আযাহর সময় আসল। আমরা গরুতে সাত ব্যক্তি ও উটে দশ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করলাম।

উৎস ঃ সহীহ্ ইবনে মাজাহ্ হাঃ ২৫৩৬, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩১৩১, তিরমিযী হাঃ ৯০৫, ১৫০১, নাসাঈ হাঃ ৪৪০৪, আহমাদ হাঃ ২৪৮৮, সহীহ্ আবী দাউদ হাঃ ২৪৩৪, আবু দাউদ হাঃ ২৮০৮, দারিমী ২/৭৭, সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাঃ ১১৩২, মুস্তাদরাকি হাকিম ৪/২৩০, সহীহ্ তিরমিযী হাঃ ১২১৪, মিরআতুল মাফাতীহ্ ৫/১০২, নাইলুল আওতার ৫/১৩৫

উক্ত হাদীসের দিকে দৃষ্টিপাত করে অধিকাংশ বিদ্বান সাতজনের কম হওয়াকে উত্তম বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন, যখন কুরবানীর গরুতে সাতজনের কম ব্যক্তি হবে তবুও কুরবানী বৈধ বা যথেষ্ট হবে (কিতাবুল্ উম্ ৫/৪৫৬)। অনুরূপ কথা আরো অনেকেই বলেছেন। নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থাবলী দর্শনীয়।

উৎস ঃ হিদায়াহ্ মাআল বিনায়াহ ৯/১২০-১২১, আল বিনায়াহ্ শারহুল হিদায়াহ্ ৯/১২৩, তাবঈনুল হাকাইক শারাহ্ কানযুদ্ দাকাইক ৬/৪৭৬, আত্ তালীকুল মুমজ্জাদ ২/৬২৫, বাদায়েউস সানাঈ ৫/২০৭, মুহাল্লা ৭/৩৮১ হা/৯৪৮ আত্ তাউযীহুল আহকাম ৬/৭২।

২। প্রশ্ন ঃ কুরবানীর জন্তু যবহের সময় 'ইন্নী অজ্জাহতু অজহিয়ালিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি অমা আরয্' বলা যাবে কিনা?

উঃ— না। কুরবানীর জন্তু যবহের সময় উক্ত দুআটি বলা যাবে না। কারণ হাদীসটি হল দুর্বল। হাদীসটি নিম্নরূপ —

عن جابر بن عبد الله قال ضحٰى رسول الله ﷺ يوم عيد بكبشين فقال حين و جهها انى وجهت و جهى للذى (الحديث).

অর্থাৎ ঃ জাবির বিন আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যখন রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কুরবানীর দিন দুটি দুম্বা যবেহ করলেন। তখন তিনি 'ইন্নী অজ্জাহ্তু আজহিয়া' দুআটি বললেন।

উৎস ঃ আবু দাউদ ২/৩০ হাঃ ২৭৯৫, কুতুবি সিত্তাহ্ ১৪৩২ পৃঃ, আওনুল মা'বুদ ৭/৪৯৬ হাঃ ২৭৭৮, ইবনু মাজাহ্ ৬৩২ হাঃ ৩১২১, কুতুবি সিত্তাহ্ ২৬৬৬ পৃঃ, বাইহাক্বী ৯/২৪৭, দারিমী ২৪৯ পৃঃ হাঃ ১৯৫২, মুসনাদি আহমাদ ১২/৫৩ হাঃ ১৪৯৬২, মিরআত ২/৩৮৫, সহীহ্ ইবনে খুযায়মা ৪/২৮৭ হাঃ/২৮৯৯, হাকিম ৫/৩১৩ হাঃ ৭৫৯৯, তাবারানী কাবীর ১৮/২৩৯ হাঃ ৬০০, ৯৪৭, তাবারানী আওসাত ৩/৬৯ হাঃ ২৫০৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/৯ হাঃ ৫৯৩৫, তিরমিযী হাঃ ১৫২০।

সূত্রটি হল —

قال ابو داود حدثنا ابراهيم بن موسٰى الرازى قال اخبرنا عيسٰى قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن يزيد بن جيب عن ابى عيائس عن جابر.

প্রথমতঃ ''ইসমাঈল বিন আইয়াশ বিন সুলাইম আল আনসী আবু উতবা আল হিমাসী'' বর্ণনাকারী দুর্বল।

উৎস ঃ আল মাজরুহীন ১/১৩১ হাঃ ২৪৩, আয্ যুআফা নাসাঈ ৫১ রাবী/৩৪, তারীখু ইবনে মাঈন ২/৩৬ রাঃ/৫২৭৮, আত্ তারীখুল কাবীর /২৬৯ রাবী/১১৬৯, আল্ উকাইলী ১/১০৩ রাবী / ১০৩, কিতাবুল জারহি অত্ তাদীল ২/১৯১, রাবী / ৬৫০, আল্ কামিল ১/৪৭১ রাবী/১২৭, মীযানুল ইতিদাল ১/১১১, রাবী / ৯০১, তাকরীবুত তাহ্যীর ১/৪৮ রাবী / ৪৭৩,

তারীখু দাওরী ২৩৬, তারীখু দারিমী ৬৯ রা/১৩৬, ইবনু জাওযী আয্ যুআফা অল মাতরূকীন রা/৪০১, তাহযীবুল কামাল ১/২৪৭ রাবী / ৪৬৫, আল মুগনী ১/১২৮ রাবী / ৬৯৭, আল খুলাসাহ্ ১/৯২, আল কাশিফ ১/১৭২, তাহযীবুত তাহ্যীব ১/৩২১, দিওয়ানুয্ যুআফা ২২ নং রাবী, আল মারিফাতু অত্ তারীখ ২/৪২৩, সিয়ারুল আলামিন নূবালা ৮/৩১২, রাবী / ৮৩, তারীখু বাগদাদ ৬/২১৯, রাবী/৩২৭৬, তাহযীব ইবনে আসাকীর ৩/৪২, আত্ তারীখুস্ সাগীর ২/২২৬, সায্রাতুয্ যাহাব ১/২৯৪, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/২৩০, রাবী/৯, ইহদাউদ দীবাজাহ্ ৪/৩২৮ রাবী/৩১২১, মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ ৩/২৯৬ হা/৩১৭৬, মিশকাত আলবানী ১/৪৫৯ হা/১৪৬১।

দ্বিতীয়তঃ ''মোহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার" মুদাল্লিস।

উৎস ঃ তাকরীবুত্ তাহ্যীব ৪০২ রাবী নং ৫৭২৫, আয্ যুআফা নাসাঈ ২০১ রাবী/৫১৩, আত্ তারীখুল কাবীর ১/৪০ রাবী/৬১, আস্ সিকাত ৭/৩৮০, সিয়ারু আলামিন নুবালা ৭/৩৩, রাবী/১৫, মাজমাউয্ যাওয়াইদ ২/১৭৭ হাঃ ২১৯৪, আল মুগনী ২/২৬২ রাবী ৫২৭৬, আল্ মারিফাহ্ ২/২৭, আল্ কাশিফ ৩/১৯, দিওয়ানুয্ যুআযন রাবী/৩৫৮৯, উকাইলী ৪/১১৯৫, রাবী/১৫৮২, জারহু আত্ তাজীল ৭/১৯১ রাবী/১০৮৭, ইবনু আদী আল কামিল ৭/২৫৪, মীযানুল ই'তিদাল ৩/২১, তাহ্যীবুল কামাল ৬/২২১ রাবী ৫৬৪৬, খুলাসাহ্ ২/৩৭৯, তাহ্যীবুত তাহযীব ৯/৩৮, আল্ ওয়াফিল ওয়াফিয়াত ২/১৮৮, লিসানুল মীযান ৫/৭২, ত্ববাকাত ইবনে সাআদ ৭/৬৭, ত্বাবাকাতি খালীফাহ্ রাবী/২৭১, আত্ তারীখুস সাগীর ২/১১১, আয্ যুআফা ইমাম বুখারী রাবী/৩৭০, মাশাহীরু উলামাইল আমসার রাবী/১৩৯, তারীখু বাগদাদ ১/২৩, রাবী ৫১, অফীয়াতুল আ'ইয়ান ৪/২৭৬, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১৭২, আল্ আবরু ১/২১৬, তাবাক্বাতুল হুফ্ফায রাবী/৭৫, তারীখুস্ সাগীর ২/১১।

তৃতীয়তঃ ''আবু আইয়াশ্ আল মুআফিরী আল্ মিসরী" বর্ণনাকারী দুর্বল।

উৎস ঃ তাক্রীবুত তাহ্যীব ৫৮৪ রাবী/৮২৯২, তাহ্যীবুল কামাল ৮/৩৯১ রাবী/৮১৫১, তাহযীবুত তাহ্যীব ৪/৫৬৯, মাজরূহীন ইমাম যাহাবী ৪৩ নং রা/২০৩, মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ ৩/২৯৬ রাবী / ৩১৭৯, ইহদাউদ দীবাজাহ্ ৪/৩২৮ রাবী / ৩১২১, যঈফ ইবনে মাজাহ্ ২৪৬ রাবী/৬৭৯, যঈফ াবী দাউদ হাঃ ৫৯৭, মিশকাত আলবানী হাঃ ১৪৬১, তিরমিযী ১/১৮০ হাঃ ১৫২১, আবু দাউদ হাঃ ৪৮৪, ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৫০, মিরআত ৫/৯২, আহকাম ও মাসাইল ১৩৯-১৪০, আল্ মিনহাল ৩১৩ পৃঃ)।

উক্ত হাদীসটাকে আলবানী প্রথমে যঈফ বলেছিলেন। এটিই সঠিক। পরে হাসান সনদে উন্নীত করা ভুল (তারাজিউল আল্লামাতুল্ আলবানী ২/৩০-৩১)। হাসান বলা ভুল। কারণ তিনি নিজেই উপরোল্লেখিত সমস্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ—

حدثنا محمد بن خلف السعقلانی ثنا ادم بن ابی ایائس ثناسلام بن مسکین ثنا عائذ الله عن ابن داود عن زیر بن ارقم.

প্রথমতঃ ''আয়েযুল্লাহ্আল মুজাশিঈ" নিতান্তই দুর্বল।

উৎস ঃ তাকরীবুত তাহ্যীব ২৩২ পৃঃ রাবী/৩১১৬, তাহ্যীবুল কামাল ৪/৪২, রাবী/৩০৫৬, আল জারহু অত্ তা'দীল আবী হাতিম ৭/৩৮ রাবী/২০১, ইবনু আদী আল কামিল ৭/৬৩ রাবী/৫৪৭, ১৫১৫, আয্ যুআফাইস সাগীর ইমাম বুখারী ৪৭১ পৃঃ রাঃ/২৮৯, আল্ মাজরূহীন ২/১৮৫ রাবী/৮৩০, আত্ তারীখুল কাবীর ৭/৮৪ রাবী/৩৮৬, মীযানুল ইতিদাল ২৮ রাবী/৬০, লিসানুল মীযান ইবনে হাজার ৭/২৫৫, রাবী/৩৪৩৫, আল্ মুগনী ফিয্ যুআফা ১/৫১৩, রাবী/৩০২৪, তাহ্যীবুত তাহযীব ২/২৭৪, আর্ রুয়াত ১৪৩ রাবী/৫৮।

দ্বিতীয়তঃ আয়েযুল্লাহ্র শিক্ষক 'আবু দাউদ' যার নাম নাফী বিন হারেস আল্ আ'মা পরিত্যক্ত।

উৎস ঃ আল্ মুগনী ফিয্ যুআফা ২/৪৬৪ রাবী/৬৬৬৮, আল্ জারহু অত তা'দীল ৮/৪৮৯ রাবী/২২৪৩, কিতাবুল মারিফাতি অত্ তারীখ ৩/২২৩, তাহ্যীবুল কামাল ৭/৩৫৯ রাবী/৭০৬১, লিসানুল মীযান ৭/৪১৩ রা/৫০৫৪, আল্ উকাইলী ৪/৩০৬ রাবী/১৯১২, আত্ তারীখুল কাবীর ৮/১১৪ রা/২৩৯২, মীযানুল ইতিদাল ৩/২৪২ রাবী/২০৯২, তাকরীবুত তাহ্যীব ৪৯৬ পৃঃ রাবী/৭১৮১, আল্ মাজরূহীন ২/৩৯৮ রাবী/১১১৬, আয্ যুআফাইস সাগীর ৪৯২ পৃঃ।

৩। প্রশ্ন ঃ কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস 'যাইদ্ বিন আরকাম' থেকে বর্ণিত সহীহ্ কি না?

উঃ— সহীহ্ নয়। কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই দুর্বল। তার মধ্যে প্রশ্নোল্লেখিত হাদীসটি জাল। হাদীসটি নিম্নরূপ—

অর্থাৎ ঃ যাইদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

عن زيد بن ارقم قال : قال اصحاب رسول الله يا رسول الله ﷺ ما هذى الاضاحى قال سنة ابيكم ابراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله ؟ قال بكل شعرة حسنة.

রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর সাহাবীরা তাকে প্রশ্ন করল, 'আযাহী'টা কী? তিনি বললেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর সুন্নাত। তারা বলল, তাতে আমাদের কী রয়েছে, হে আল্লাহ্র রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম)? তিনি (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বললেন, প্রত্যেক লোকের পরিবর্তে এক এক করে নেকী রয়েছে।

উৎস ঃ ইবনু মাজাহ্ ১/২৩৩ হাঃ ৩১২৭, মুসনাদে আহমাদ ১৪/৪৩১ হাঃ ১৯১৭৯, হাকিম ৩/১৪৮ হাঃ ৩৫১৮, তাবারানী কাবীর ৫/১৯৭ হাঃ ৫০৭৫, বাইহাক্বী ৯/২৬১, তিরমিযী ১/১৮০, ২/৩৫৩ যঈফ আত্ তারগীব অত্ তারগীব ১/৩৩৬ হাঃ ৬৭২, আয্ যঈফাহ্ ২/১২ হা/৫২৭, ইহ্দাউদ দীবাজাহ্ শারাহ্ ইবনে মাজাহ্ ৪/৩৩৩ হাঃ ৩১২৭, মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ ৩/২৯৯ হাঃ৩১৮৬, তীবী শারাহ্ মিশকাত ৩/২৬৭ হাঃ ১৪৭৬, হিদায়াতুর রুয়াত ২/১৩৪ হাঃ ১৩২১, মিশকাত ১২৯ পৃঃ। রাবী / ৩৮১, আয্ যাআফা অল মাতরুকূন দারেকুতনী ৩৮১ পৃঃ রাবী/৫৪৮, আয্ যুআফা অল মাতরুকুন নাসাঈ ২২৭ রাবী/৫৯২ আত্ তারীখুস্ সাগীর ১/২৬৮, ইবনু আদী আল কামিল ৮/৩২৭, রাবী/১৯৮৮, আর্ রুয়াত ২৯৬ পৃঃ রা/১৩৬, মাওযুআত ইবনিল জাওযী ৩/৩৬৩ হা/১৬০৩, তাহ্যীবুত তাহযীব ৪/২৩৯-৪০, আত্ তারীখুল আওসাত ১/৪১৩ রা/৯২৮।

তৃতীয়তঃ 'সাল্লাম বিন মিসকীন' কাদরিয়া ছিল যার হাদীস গ্রহণ করাই যাবে না।

উৎস ঃ আশ্ শাজারাত ফী আহ্ওয়ালির রিজাল ৩১৪ পৃঃ রাবী/৩৩৮, তাক্রীবুত তাহ্যীব ২০১ রাবী/২৭১০, তারীখু উসমান বিন সাঈদ আদ্ দারিমী ১১৬ পৃঃ রাবী/৩৫৫, মীযানুল ইতিদাল ১/৪০২, রাবী/৩২৯৯, মাযারাতুয্ যাহাব ১/২৬৩, তাহ্যীবুল কামাল ৩/৩৪৭ রাবী/২৬৪৭, শারাহ্ ইলালিত্ তিরমিযী ইবনে রাজাব ২/৪৯৬-৯৭ পৃঃ, আল্ মুগনী ফিয্ যুআফা ১/৪২৩ রাবী/২৫০৭, কিতাবুল ইনসাব সামআনী ৪/৪৪০, কিতাবুল্ জার্হি অত্ তাদীল ৪/২৫৮ রাবী/১১১৭, লিসানুল মীযান ৭/২৩৪ রাবী/৩১৭০, সিয়ারুল আলামিন নুবালা ৭/৪১৪ রাবী/১৫৫, আল্ জারহু অত্ তাদীল ৪/২৫৮ রাবী/১১১৭, সিকাতু ইবনে হিব্বান ৬/৪১৬ রাবী/৭, আল্ মারিফাতু অত্ তারীখ ২/৫৩, আত্ তারীখুল কাবীর ৪/১৩৪ রাবী/২২২৮, আত্ তারীখুস্ সাগীর ২/১৬৮ পৃঃ।

ঘটে যাওয়া ঘটনা (সংবাদ)

মোহাঃ নজরুল ইসলাম

১। ২৭ নভেম্বর ২০১৮ — দিন দর্পণ ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে যে ইন্ডিয়া গেট রয়েছে সেখানে ৯৫৩০০ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম খোদাই করা আছে, যার মধ্যে ৬১৯৪৫ জন মুসলিম। অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের অংশ গ্রহণ ছিল ৬৫ শতাংশ। জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলিমরা সংখ্যালঘু হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারাই অধিক। মুসলিমদেরকে পিছিয়ে ফেলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও এই তথ্যকে অস্বীকার করা যায়নি। ইতিহাস থেকে মুসলিমদের অবদানকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে, এটা শুধু সত্যের অপলাপ নয় দেশের জন্য ভয়ঙ্কর।

২। ১২ মে ২০১৯ দৈনিক ইনকিলাব ঃ আল্ আকসায় মুসল্লীর ইসলামের প্রথম ক্বিবলা হিসাবে পরিচিত জেরুজালেমের আল্ আকসা মাসজিদে রমাযানের প্রথম জুম্মায় লাখো মুসল্লী জুম্মার স্বলাত আদায় করেন। শুক্রবার আল্ আকসার ভিতর ও বাহির মিলিয়ে ১ লাখ ৮০ হাজার মুসল্লী জুমার স্বলাতে অংশ নেয়। এর আগে দখল দার ইসরাঈলী বাহিনী কেবলমাত্র চল্লিশ বছরের বেশি ও ১২ বছরের কম বয়সী পুরুষদের মাসজিদে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। তবে নারীদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু রমাযান উপলক্ষ্যে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ মুসল্লীদের উপর থেকে বয়সের ওই বিধি নিষেধ তুলে নেয়। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধে ইসরাঈল পশ্চিম জেরুজালেম দখল করে নেয়। যেখানে আল্ আকসা মাসজিদ অবস্থিত।

৩। ১৩ ফেব্রুয়ারী পত্রিকা অনুসন্ধান (বাংলাদেশ) কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ঃ সংবাদ সম্মেলনে হেফাজত আমির আল্লামা শাফি বলেন, বাংলাদেশকেও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের ন্যায় কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। তাছাড়া ইসলামী পরিভাষাসমূহ যেমন কালিমা, স্বলাত, সিয়াম, হজ্জ ও মাসজিদ শব্দের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

বিভিন্ন দেশ, আদালত ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা।

(১) সিরিয়া ১৯৫৭ সালে, মিশর ১৯৫৮ সালে ও পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসম্বেলী ১৯৭৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর অমুসলিম ঘোষণা করেন। সৌদী আরব, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার তাদের কাফের ঘোষণা করেছে।

(২) ১৯৭৪ সালের ৬-১০ এপ্রিল সৌদি সরকারের পরিচালিত ইসলামী সংস্থা রাবেতায় আলমে ইসলামিক তত্ত্বাবধানে ইসলামী বিশ্বের ১৪৪টি সংগঠন সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদের কাফের ও অমুসলিম ঘোষণা করেন।

(৩) স্বাধীন ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে অতিরিক্ত বিচারপতি মাননীয় শ্রী নামভাট যোশী ১৯৬৯ সালের ২৮৮ নম্বর মামলার রায়ে বলেন, যে ব্যক্তি মির্যা গোলাম আহম্মদকে মান্য করে তাকে কখন মুসলিম বলা যায় না।

৪। ১৫ মে ২০১৯ আর.টি.ভি. ঢাকা — একটি শর্তেই ভারতে ফিরবেন ডাঃ জাকির নায়েক ঃ ভারতীয় ইসলাম প্রচারক ডাঃ জাকির নায়েক বলেছেন, যদি ভারতের সুপ্রীম কোর্টের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে ডাঃ জাকির নায়েক এলে তিনি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করা হবেনা, তবে আমি ভারতে ফিরবো।

ভারতীয় ম্যাগাজিন 'দ্য উইক'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি একথা জানান। মালয়েশিয়ার পুত্র জায়ায তার বাসভনে এই সাক্ষাৎকার নেন নম্রতা বিজি অহুজা। তিনি আরও বলেন, আমি মালয়েশিয়াতে যে কোনো সময় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৈরি। শুধু ভারতের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এন.আই.এ. কেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও আসতে পারেন।

এও বলেন, তাদের কাছে আমার ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, হোয়ার্টস অ্যাপ নম্বর আছে। আমি আমার মোবাইল নম্বর

পরবর্তী অংশ ৪৮ পাতায়

৮ম পর্ব

সত্য গ্রহণে বাধা

মোঃ মহররাম আলী

৯ নং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছেড়ে দেওয়া ঃ

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ.

অর্থ ঃ ওরা বলে পরম দয়াময় ইচ্ছা না করলে আমরা এদের (মূর্তির) পূজা করতাম না। এ বিষয়ে ওদের কোনো জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল অনুমান ভিত্তিক কথাই বলে (সূরাহ্‌ যুখরুফ ৪৩ঃ২০)।

যারা আল্লাহ্‌র সত্য বিধানকে গ্রহণ করে না বরং তারা নিজেদের কার্যকলাপের উপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছার দোহাই দেয়, এটাই তাদের সত্য গ্রহণ না করার সবচেয়ে বড়ো দলীল। কেননা বাহ্যিকভাবে এ কথা ঠিক যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কাজ হয় না আর হতেও পারে না। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ যে, তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। অবশ্যই প্রতিটি কাজ তাঁর ইচ্ছাতেই হয়, কিন্তু তিনি সন্তুষ্ট সেই কাজগুলোতেই হন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন, প্রত্যেক সেই কাজেই তিনি সন্তুষ্ট নন, যা মানুষ তাঁর (আল্লাহ্‌র) ইচ্ছার আওতায় করে থাকে। মানুষ চুরি, ব্যাভিচার এবং অন্য বড় বড় পাপ করে। আল্লাহ্‌ তাআলা ইচ্ছা করলে কাউকেই এ সব করার সামর্থ দেবেন না। সত্বর তার হাত ধরে নেবেন, পায়ের চলা বন্ধ করে দেবেন এবং চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেবেন। কিন্তু এটা হবে বাধ্য করার ব্যাপার। অথচ তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। যাতে তাকে পরীক্ষা করা যায়। আর এরই কারণে তিনি দুই প্রকারের কাজগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, সেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যেগুলোতে তিনি সন্তুষ্ট নন, সেগুলোও। উভয় প্রকার কাজগুলোর মধ্য থেকে মানুষ যে কাজই করবে আল্লাহ্‌ তার হাত ধরবেন না। হ্যাঁ, সে কাজ যদি অন্যায় ও পাপাচার হয়, তবেঁ তিনি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হবেন। কেননা, সে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছে। আর দুনিয়াতে এই এখতিয়ার

তার কাছ থেকে ছিনিয়েও নেবেন না, তবে কিয়ামতের দিন এর শাস্তি অবশ্যই দেবেন (আহসানুল বায়ান)।

সুধী পাঠক! ভাল-মন্দ সবই কি আল্লাহ্‌র হাতে? আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং হুকুম সম্পর্কে বুঝতে হলে কিছু জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে। (ক) গায়েবের উপর বিশ্বাস থাকতে হবে যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন —

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

অর্থ ঃ এই সেই কিতাব যাতে সন্দেহ নেই মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, স্বলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (সূরাহ্ বাক্বারাহ্ ২/২-৩)।

এখানে غيب এর অর্থ হচ্ছে এমন সব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকূলের জ্ঞানের অনেক ঊর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না। চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না। ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভও করতে পারে না আর এক্ষেত্রে 'আমার মনে হয়' অথবা 'এমন হওয়া উচিত ছিল' ইত্যাদি বাক্যগুলির মত কোনো বাক্য ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) তাকদীর হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন সেটা যেমন আল্লাহ্‌র নির্ধারণ করেছেন যে কেউ চুরির অপরাধে ধরা পড়বে কিংবা মানুষ হত্যা করবে। আল্লাহ্ কেন এমনটিই নির্দ্ধারণ করেছেন। এর ব্যতিক্রম কেন করলেন না? এমন প্রশ্ন করা যাবে না। কেননা যে অন্যায় করেছে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। সে তারপরেও কেন করবে তার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না এবং তাদেরকে (তাদের কর্ম সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করা হবে (সূরাহ্ আম্বিয়া ২৩)। সুধী পাঠক! এজন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম তাকদীর কী? ভালোভাবে জানতে হবে এবং বুঝতে হবে।

(খ) তাকদীর হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মহা পরিকল্পনা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুকে নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত পরিকল্পনা। তাকদীরে বিশ্বাস বলতে আমাদেরকে চারটি বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। (১) আল্লাহ্ সবকিছু জানেন —

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

অর্থ ঃ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত (সূরাহ্ মুলক্ ৬৭ঃ১৪)। তিনি হৃদয়ের যাবতীয় খবর ও কর্মের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে জানেন ও দেখেন। সুধী পাঠক! সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথায়, কার সাথে, কী হবে, কীভাবে হবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ্ তাআলা জানেন।

(২) আল্লাহ্ যা জানেন তা তিনি লিখে রেখেছেন —

ان اول ما خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان و ما هو كائن الى الابد .

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, লিখো। কলম বললল, কী লিখব? তিনি বললেন, তাকদীর লিখো, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সব কিছুই (সুনানে তিরমিযী ২১৫৫)। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটবে লিখে রেখেছেন। তা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত আছে। এর বাইরে কোনো কিছু ঘটবে না।

(৩) আল্লাহ্‌র ইচ্ছা শক্তি অপ্রতিরোধ্য মহাবিশ্বে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটে সব তার ইচ্ছাতেই ঘটে। যার প্রমাণ আমরা কালিমাতে পড়ে থাকি। خيره و شره من الله تعالىٰ ভাল এবং মন্দ সবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে।

(৪) আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এবং আমাদের কাজগুলোর স্রষ্টা ঃ আল্লাহ্ বলেন —

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ্ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত করো। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক (সূরাহ্ আনআম ৬ঃ১০২)।

আল্লাহ্ আরো বলেছেন —

و الله خلقكم و ما تعملون

অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো তা সৃষ্টি করেছেন (সূরা সাফ্ফাত ৯৬)।

(ঘ) মানুষের ইচ্ছা শক্তি ঃ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা শক্তি দিয়েছেন। যেমন বলেছেন—

قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا.

অর্থ ঃ বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। আমি সীমালংঘনকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি (সূরাহ্ কাহ্ফ ১৮ঃ২৯)।

আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেছেন —

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে (সূরাহ্ দাহর ৩)।

সুধী পাঠক! সত্য গ্রহণ করার আল্লাহ্ সকলকে ইখতিয়ার দিয়েছেন এবং শক্তি ও যোগ্যতা দেওয়ার সাথে সাথে হকপন্থী আলেমদের দ্বারা সঠিক পথকে সুস্পষ্ট করেছেন। এখন মানবাত্মা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা গণ্য হবেন, না তাঁর অবাধ্যতার পথ অবলম্বন করে অকৃতজ্ঞ বান্দা হবে, এটা স্বেচ্ছাধীন। বলা বাহুল্য যে, আমি ও আপনি কখনও এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ্ চাইলে আমি এমন করতাম অথবা আমার জন্য তাই হবে যা আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন। তাতে আমি কিছু করি আর না করি। এগুলি সম্পূর্ণ তাকদীরকে ভালোভাবে না জানা ও না বুঝার ফলে আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছেড়ে বসে আছি আর সত্য গ্রহণ করা থেকে বহু দূরে সরে গেছি। এই নীতির ফলে আমাদের জীবনে ধ্বংস নেমে আসবে যার প্রমাণ নাবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আত্মার কিনা বিচার করে। সুতরাং হয় সে তাকে ধ্বংস করে দেয় অথবা তাকে মুক্ত করে নেয় (মুসলিম)। অর্থাৎ নিজের আমল ও কাজকর্ম দ্বারা হয় তাকে ধ্বংস করে দেয় অথবা মুক্ত করে নেয়। যদি সে পাপ কাজ করে, তাহলে ধ্বংস করে, আর যদি পুণ্য কাজ করে তাহলে সে আত্মাকে মুক্ত করে নেয়। এইজন্য আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন —

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ٥ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ٥ وَقَدْخَابَ مَنْ دَسّٰهَا ٥

অর্থ ঃ অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে যে তাকে পরিশুদ্ধ করবে এবং সে ব্যর্থ হবে, যে তাকে কলুষিত করবে (সূরাহ্ শাম্স ৯১ঃ৮-১০)।

বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্ নিজ বান্দাকে তার মস্তিষ্ক ও প্রকৃতিতে ভালো-মন্দ, নেকী-বদীর অনুভূতি প্রদান করেছেন, যাতে সে নেকীর পথ অবলম্বন করে সত্য গ্রহণ করে এবং পাপ বা বদীর পথ হতে দূরে থাকে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন —

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ٥ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ٥ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ٥

অর্থ ঃ আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি চক্ষুযুগল (যার দ্বারা ভালো মন্দ সে দর্শন করবে) আর জিহ্বা ও ওষ্ঠাদ্বয় যা দ্বারা সে কথা বলে এবং নিজের মনের ভাব বা ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। আর ওষ্ঠাদ্বয় (দুই ঠোঁট) দ্বারা সে কথা বলার ও খাওয়ার কাজে সহযোগিতা নিয়ে থাকে। এছাড়া এগুলি তার মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যের কারণ বটে। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন — আমি কি তাকে দুটি পথ দেখায় নি? অর্থাৎ ভালো ও মন্দ, ঈমান ও কুফর, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের উভয় প্রকার পথই দেখিয়েছি (সূরাহ্ বালাদ ৯০ঃ ৮-১০-এর ব্যাখ্যা)।

اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا.

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী অথবা অকৃতজ্ঞ (সূরাহ্ দাহ্র ৭৬/৩)।

এ আয়াত ও পূর্বের আয়াতে বর্ণিত পরীক্ষার ফলে মানুষের কী অবস্থা হয়েছে তা বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, আমি রসূল ও আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জান্নাতের দিকে এবং ঐ পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোনো পথ অবলম্বন করার। সুতরাং আমি তাকে শুধু জ্ঞান ও বিবেক - বুদ্ধি দিয়েই ছেড়ে দিইনি। বরং এগুলো দেওয়ার সাথে সাথে তাকে পথও দেখিয়েছি যাতে সে জানতে পারে শোকরিয়ার পথ কোন্‌টি এবং কুফরীর পথ কোন্‌টি।

এরপর যে পথই সে অবলম্বন করুক না কেন তার জন্য সে নিজেই দায়ী।

সুধী পাঠক! আমরা কুরআনের ব্যাখ্যায় যা বুঝলাম কোনো ব্যক্তি পৃথিবীতে আর এই অভিযোগ করতে পারে না যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে এমন হতো বা এমন হতো না। এগুলি খামখিয়ালি কথাবার্তা ছাড়া কিছুই না, আর এই মানসিকতা থাকলে কোনো ব্যক্তি হক বা সত্য গ্রহণ করতে পারবে না। বহু মানুষ এইভাবে শিথিলতা করতে গিয়ে সত্য ধর্ম থেকে বহু দূরে সরে গেছে। কিন্তু সে নিজেও কোনো টের পায়নি। আর সত্য প্রত্যাখ্যান করে বাতিলকে আশ্রয় দিয়েছে অথচ বাতিলই তার কাছে সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মুশরিকদের আচরণ থেকেও এটা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল —

وَلَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ.

অর্থঃ মূর্তি পূজারীগণ অর্থাৎ মুশরিকগণেরা বলত, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তারা এরকম করতে পারত না, সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও (সূরাহ্ আনআম ৬/১৩৭)। যদি আল্লাহ্ স্বীয় ইখতিয়ার ও কুদরতে তাদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতেন, তখন অবশ্যই তারা ঐ কাজ করতে পারত না, যার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ রকম করলে জোর-জবরদস্তি করা হতো আর তাতে মানুষকে পরীক্ষা করা যেত না। অথচ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তাই তিনি জোর-জবরদস্তি করেননি। সুধী পাঠক! আমাদের বুঝতে হবে, না বুঝে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সব ছেড়ে দিয়ে থাকলে হবে না। আমরা শিক্ষা পেলাম যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। পক্ষান্তরে আমার আপনার মনের ইচ্ছাকে দাফন করতে হবে। তবেই আমরা সত্য গ্রহণ করতে পারবো। তাই কবি বলেন — ''জান্নাত চাহো তো রব চাহে জিন্দেগী গুজারো মন চাহে নেহী।'' আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সত্য গ্রহণ করার এবং সেই মুতাবিক আমল করারও তাওফীক দিন — আমীন, সুম্মা আমীন।

হজ্জ ও কুরবানী

আলমগীর সর্দার

মুসলিমদের খুশির দুটি দিন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা। ঈদুল আযহার আনন্দ উপভোগের সাথে মিশে আছে ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ হজ্জ।

হজ্জ আরবী শব্দ। হজ্জের আভিধানিক অর্থ সংকল্প ও ইচ্ছা করা। আর শারঈ পরিভাষায় হজ্জ হলো নির্দিষ্ট দিনে ইহরামরত অবস্থায় আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, মিনা-মুজদালিফায় সাঈ করা এবং তাওয়াফে বায়তুলল্লাহ্ সম্পন্ন করা। হজ্জ একটি ফরয ইবাদাত, কিন্তু সেটা আপামর জনসাধারণের জন্য নয়, হজ্জ বিত্তশালীদের জন্য। সংসার নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে যদি হজ্জ কেন্দ্রিক খরচ পরিপূরণ হয় তাহলে তার জন্য হজ্জ ফরয। পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকার পরও যারা হজ্জ করেন না আল্লাহ্র রসূল তাদেরকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। হজ্জের ইতিহাস অতি প্রাচীন। এ উম্মতের জন্য হজ্জ ফরয হয় নবুয়তের নবম বর্ষে।

বায়তুল্লাহ্ বা কাবা হলো পৃথিবীর প্রথম ঘর। আল্লাহ্র নির্দেশে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস্ সালাম) নতুন করে সে ঘরের সংস্কার করেন। অতঃপর ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) কে আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন মানুষদেরকে আহ্বান করতে, তারা যেন এ ঘরে এসে হজ্জ সম্পন্ন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জনমানবহীন এলাকায় তার কথা কে শুনবে? কারণ, সেদিন তো আজকের দিনের মতো ইন্টারনেট সর্বস্ব যুগ ছিলোনা। লোকের সংখ্যাও ছিল নিতান্তই কম। তবুও তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আহ্বান করতে। তিনি সেদিন আহ্বান করেছিলেন। সে আহ্বানের এত তীব্র ছিলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত সে আওয়াজ মুমিনের হৃদয়ে অনুরণিত হতে থাকবে। সেদিনের আহ্বানে সাড়া দিতে আজও লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে সমবেত হন।

বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হলো হজ্জ। প্রতি বছর প্রায় ৪০-৫০ লক্ষাধিক মানুষ একই সাথে একই উদ্দেশ্যে সে আহ্বানে সাড়া দেন। তৈরি হয় একটা জান্নাতী পরিবেশ। তাছাড়া রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর পদচারণায় ধন্য সোনার

মক্কা-মদীনা আমাদের বড়ই আকর্ষণ করে। হজ্জের মধ্যে আছে চরম ত্যাগ ও আনুগত্য, সাথে যৎকিঞ্চিৎ ভোগ। তবে ভোগ গৌণ, ত্যাগ ও আনুগত্য মুখ্য। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, হৃদয়ের মলিনতা সব কিছুই পঙ্কিল জলাশয়ে ছুঁড়ে, শুভ্র বসনে, নির্মল হৃদয়ে প্রভুর আহ্বানে নতশীরে ক্ষমার আশায় মানুষ ছুটে যান বায়তুল্লাহ্‌র পানে।

মনে পড়ে যায় ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর ত্যাগের কথা। তিনি তার সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর উর্ধে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে প্রাধান্য দিলেন। অবশ্য স্নেহের ছোট্ট শিশু সন্তান ইসমাঈল ও প্রাণপ্রিয়া স্ত্রী হাজেরাকে নির্জন উপত্যকায় রেখে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়ে হৃদয়কে পাষাণ করে যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম পালনার্থে পিছন পানে রওনা হলেন। স্ত্রী হাজেরা বারে বারে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন অপরাধে এ নিরালায় নিভৃতে, জনমানব শূন্য তিপান্তর মরুভূমিতে আমাদের রেখে যাচ্ছেন? তাঁর কথার কোনও সদুত্তর না পেয়ে এক পর্যায়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি আল্লাহ্‌র হুকুম? ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) মাথা দুলিয়ে সম্মতি সূচক অর্থ জ্ঞাপন করলেন। সাথে সাথে বিদুষী নাবী পত্নী হাজেরা (আঃ) যেন শান্ত্বনার বাণী পেলেন এবং নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ্ আমাদের সহায় হবেন। যতদূর দেখা যায় অপলক নয়নে তিনি তাকিয়ে থাকলেন ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এর প্রতি। ভাবলেন, একবার অন্ততঃ চোখাচোখি, মুখোমুখি হবেন। কিন্তু না, তা হলেন না। ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সাল্লাম) একবারও পিছনে ফিরলেন না। কিন্তু চোখের আড়াল হতেই ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) স্ত্রী ও সন্তানের জন্য প্রাণ ঢালা দুআ করলেন। আবার সেদিনের শিশু যখন সবে কৈশরে পদার্পণ করেছে প্রভুর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো তাকেই কুরবানী করতে। সে নির্দেশ পালনে পিতা-পুত্রের আত্মসমর্পনের চরম পরাকাষ্ঠা শিহরিত করে প্রত্যেক মুমিন হৃদয়কে। তাদের আল্লাহ্‌র প্রতি নিখাদ আনুগত্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়।

হজ্জের মধ্যে লুকিয়ে আছে নাবী পত্নী হাজেরার চরম ত্যাগ। সে ত্যাগ বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ত্যাগ।

হজ্জ কেন্দ্রিক ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আলাইহিমাস্ সালাম) এর কথা স্মরণ করি, কিন্তু অলক্ষ্যে থেকে গেছে একজন বিদুষীনাবী পত্নী হাজেরা (আঃ)। তিনি নারী হয়েও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও আত্মত্যাগের চুড়ান্ত নিদর্শন রেখে গেছেন যা আমাদের জন্য পাথেয়।

চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার শিক্ষা দেয় ঈদুল আযহা। শিক্ষা দেয় মনের আবিলতা দূর করে সুচি শুভ্র হতে। আমরাও কুরবানী করি সে উদ্দেশ্যে।

হজ্জ থেকে আমরা হাজী পদবী নিয়ে এসেছি। হাজী সাহেব না বললে অনেকে আবার রেগে যায়। আমরা নিয়ে এসেছি যমযমের পানি, নিয়ে এসেছি খেজুর ও সোনার গহনা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় নিয়ে আসতে পারিনি জান্নাতে যাওয়ার গহনা আকিদাহ্ ও আমল, নিয়ে আসতে পারিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালালম) এর একনিষ্ঠ দ্বীন। কতই না ভালো হতো যদি আমরা এগুলো আনতে পারতাম। তাছাড়া আজকের দিনে হজ্জ ও কুরবানী অনেকের কাছে সেলফি নির্ভর হয়ে গেছে, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

যে সমাজ চিত্রের দৃশ্যপটে আজ আমরা দাঁড়িয়ে যেখানে সদাসর্বদা পাপের হাতছানি। ভোগবিলাসে মত্ত সবাই। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, সহিংসতা আর নৈতিকতাহীন দলীয় রাজনীতির গরল স্রোতে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। দেশ জুড়ে আজ চরম অসহিষ্নুতা। দুর্নীতি (কাটমানি) আজ সমাজের সর্বস্তরে। এ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁর ভয়। আসুন! ত্যাগ-তিতিক্ষায় পূর্ণ ঈদুল আযহা থেকে আমরা সমাজ গড়ার শিক্ষা নিই।

মহাপ্রলয়

মোঃ নজরুল ইসলাম

মহাকাশ খানি প্রলয় হবে জানি,
জেনেও না জানি, আর কতখানি মানি।
এই বিশ্ব কাননে স্বব্যস্ত আনায়োনে,
রেফারি বাঁশি বাজাবে জানি মহেন্দ্র ক্ষণে।
নিভিবে সূর্য বাতি থামিবে দিবস রাতি,
চাঁদের কিরণ বিনা, জোয়ারে পূর্ণ যতি।
নক্ষত্রপুঞ্জ ভেঙে হবে চূর্ণবিচূর্ণ,
এই মহা মহাশূন্য হবে বায়ুশূন্য।
গৃহ উপগৃহ সব আগ্রহ মলিন,
অট্টালিকা বৃক্ষারাদি সবই বিলীন।
এই বিশ্ব ভুবনে নামিবে অন্ধকার,
তুলোর ন্যায় উড়িবে পর্বত পাহাড়।
নদ-নদী সাগর মহাসাগরের জল,
শুকিয়ে সবই পরিণত হবে স্থল।
এই মহাপ্রলয়ে জীবন পড়িবে খুলে,
মানব, দানব যা কিছু আছে জীব কুলে।
ভূ-কম্পনে ধ্বংস হবে কম্পিত হয়ে,
সমতলে পরিণত সময় হারায়ে।
ভূ-পৃষ্ট বিদীর্ণ হবে মৃত্যু ব্যক্তির তরে,
নিজ নিজ কৃতকর্ম থাকুক নজরে।
হবে ধূলিসাৎ নভমণ্ডল, ভূমণ্ডল,
সর্বশক্তিমান তিনি থাকবেন অটল।
করবেন ধ্বংস তাঁর সমস্ত সৃষ্টি,
দেখাবেন নিজ ক্ষমতা পাবেন সন্তোষ্টি।
এ মহাবিশ্বে এক নিমেশে বিদায় বিষাদ,
বিষয় আশয় আশা আকাঙ্খা বরবাদ।

জানা-অজানা

সংকলনে - মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান

১। প্রশ্ন : কীভাবে উম্মে সালমা হিজরতের অনুমতি পান?

উঃ— বিচ্ছেদ কাতর উম্মে সালমা প্রতিদিন সকালে স্বামী ও সন্তান হারানো সেই আবত্বাহ স্থানে এসে কান্নাকাটি করেন ও আল্লাহ্র কাছে দুআ করেন। অতঃপর সন্ধ্যায় ফিরে যান। এভাবে প্রায় একটি বছর অতিবাহিত হলে, তাঁর পরিবারের জনৈক ব্যক্তির মধ্যে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি সবাইকে বলে রাজি করিয়ে তাঁকে সন্তান সহ মদীনায় হিজরত করার অনুমতি আদায় করেন।

২। প্রশ্ন ঃ উম্মে সালমাকে কে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে মদীনায় রেখে আসেন?

উঃ— অনুমতি পাওয়ার সাথে সাথেই পুত্র সালমাকে নিয়ে একাই মদীনা অভিমুখে রওনা দেন। তানঈম নামক স্থানে পৌঁছলে কাবা ঘরের চাবি রক্ষক ওসমান বিন তালহা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গী হন। তাঁকে তাঁর সন্তান সহ উটের উপর সওয়ার করে নিজে পায়ে হেঁটে মদীনায় তাঁর স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন।

৩। প্রশ্ন ঃ আবু সালমা মাখযুমী রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর কে ছিলেন?

উঃ— আবু সালমা রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর দুধ ভাই ছিলেন।

৪। প্রশ্ন ঃ তাঁরা দুজনে কার দুধ পান করেছিলেন?

উঃ— তাঁরা দুজনেই আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবাহ্র দুধ পান করেছিলেন (বুখারী হাঃ ৫১০১)।

৫। প্রশ্ন ঃ আবু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোন্ যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন?

উঃ— ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

৬। প্রশ্ন ঃ উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কেন বিবাহ করেন?

উঃ— আবু সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে মৃত্যুবরণ করলে, উম্মে সালমা দারুন কষ্টে নিপতিত

হন। ফলে দয়াপরবশ হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁকে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন (মুসলিম হাঃ ৯১৮)।

৭। প্রশ্ন ঃ ওসমান বিন তালহা কত হিজরীতে মদীনায় হিজরত করেন ও ইসলাম কবুল করেন?

উঃ— ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন ও ইসলাম কবুল করেন।

৮। প্রশ্ন ঃ ওসমান বিন তালহা কোন্ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন?

উঃ— আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর খিলাফতকালে আজযাদাইনের যুদ্ধে শহীদ হন।

৯। প্রশ্ন ঃ সুহায়েব রুমী মদীনায় হিজরতকালে মুশরিকরা তাঁকে ঘিরে ফেললে তিনি কী বলেছিলেন?

উঃ— তিনি বলেন, দেখ তোমরা জানো যে, আমার তীর সধারণতঃ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। অতএব আমার তূনীরে একটা তীর বাকি থাকতেও তোমরা আমার কাছে ভিড়তে পারবেনা। তীর শেষ হলে গেলে তরবারী চালাব। অতএব তোমরা যদি দুনিয়াবী স্বার্থ চাও তবে মক্কায় রক্ষিত আমার বিপুল ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা সেগুলি নিয়ে নাও এবং আমার পথ ছাড়ো।

১০। প্রশ্ন ঃ সুহায়েব রুমী মদীনায় পৌঁছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা দিলে রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কী বলেছিলেন?

উঃ— রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাঁর প্রশংসা করে বলেন, হে আবু ইয়াহ্ইয়া! তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।

১১। প্রশ্ন ঃ সুহায়েব রুমীর আত্মত্যাগের প্রশংসা করে কোন্ সূরার কোন্ আয়াত অবতীর্ণ হয়?

উঃ— সূরাহ্ বাক্বারার ২০৭ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়— ''লোকদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জীবন রাখে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতীব স্নেহশীল'' (২ঃ২০৭)।

১২। প্রশ্ন ঃ সুহায়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উঃ— ইরাকের মুসেল নগরীতে দাজলা নদীর তীরবর্তী এলাকায়।

১৩। প্রশ্ন ঃ তিনি মক্কায় এসে কার সাথে চুক্তিবদ্ধ মিত্র হন?

উঃ— আব্দুল্লাহ্ বিন জুদআন তামীমীর সাথে।

১৪। প্রশ্ন ঃ তিনি কার সাথে কোথায় এসে ইসলাম কবুল করেন?

উঃ— আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে দারুল আরক্বামে এসে ইসলাম কবুল করেন এবং আল্লাহ্র পথে নির্যাতিত হন।

১৫। প্রশ্ন ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

উঃ— তিনি ৩৮ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৬। প্রশ্ন ঃ আইয়াশ বিন আবু রাবী'আহ্কে কারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়ে মদীনা থেকে ফিরিয়ে আনে?

উঃ— আবু জাহল ও তার ভাই হারেস।

১৭। মিথ্যা প্রতিশ্রুতিটি কী ছিল?

উঃ— তারা বলল যে, হে আইয়াশ! তোমার ও তোমাদের মা মানত করেছেন যে, যতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পাবেন, ততক্ষণ চুল আঁচড়াবেন না এবং রোদ ছেড়ে ছায়ায় যাবেন না।

১৮। প্রশ্ন ঃ উক্ত মিথ্যা মানতের কথা শুনে আইয়াশ কী মনস্থ করেছিল এবং তার পরিণতি কী হয়েছিল?

উঃ— উক্ত কথা শুনে আইয়াশের মধ্যে মায়ের দরদ উথলে উঠলো এবং সাথে সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল। অতঃপর মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে ধূর্ত আবু জাহল বলল, হে আইয়াশ আমার উটটাকে নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়েছি। তুমি কি আমাকে তোমার উটে সওয়াব করে নিবে? আইয়াশ সরল মনে রাজি হয়ে উট থামিয়ে মাটিতে নেমে পড়লে দুই ভাই একত্রে আইয়াশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে ফেলল এবং ঐ অবস্থায় মক্কায় পৌঁছল। এভাবেই হেশাম ও আইয়াশ কাফেরদের একটি বন্দি শালায় আটকে পড়ে থাকলেন।

১৯। প্রশ্ন ঃ হেশাম বিন আস বিন ওয়ায়েল কীভাবে বন্দী হন?

উঃ— পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আইয়াশ ও হেশামের প্রত্যুষে একস্থানে হাজির হয়ে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একথা জানতে পেরে কাফেররা হেশামকে বন্দী করে ফেলে।

সওয়াল জওয়াব

সম্পাদনা পরিষদ

১। প্রশ্ন ঃ তিন রাকাআত বেতর পড়ার পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন? — আমীরুল ইসলাম, বটতলা, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ হাদীসে তিন রাকাআত বেতর পড়ার দুটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম ঃ এক সালামে তিন রাকাআত। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন তিন রাকাআত বেতর পড়তেন জোড় এবং বিজোড় রাকাআতগুলিকে সালাম দ্বারা পৃথক করতেন। অর্থাৎ দু' রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিতেন, অতঃপর এক রাকাআত পড়ে সালাম ফিরাতেন (সহীহ্ ইবনে হিব্বান আল্ ইহসান হাঃ ২৪৩৫ সূত্র সহীহ্; হাফেয যুবাইর আলী যাঈ হাসান সহীহ্ বলেছেন, মাক্বালাত ৩/১৪৬)। এই অর্থের হাদীস বুখারী, মুসলিমও রয়েছে (বুখারী হাঃ ১১৪৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৭৩৮, ৭৩৬)। হাফেয ইবনু হাজার আল্ আসকালানী এই রকম একটি হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, বাকার ইবনু আব্দিল্লাহ্ হতে সহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (ফাতহুল বারী ২/৪৮২ হাঃ ৯৯১ এর টীকা)। আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও তিন রাকাআত বেতর এভাবেই পড়তেন (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৯৯১)।

দ্বিতীয় ঃ এক সালামে তিন রাকাআত, হাফেয যুবাইর আলী যাঈ বলেছেন, আমার তাহকীক অনুযায়ী কোনো সহীহ্ অথবা হাসান লি-যাতিহি হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর এক সালামে তিন রাকাআত বেতর বর্ণিত হয়নি। তবে কিছু সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং তাবেয়ীদের থেকে এক সালামে অবশ্যই প্রমাণিত আছে। কিন্তু এক সালামে তিন রাকাআত পড়ার সময় দু' রাকাআত পড়ে তাশাহ্হুদ করা এবং সালাম না ফিরে উঠে যাওয়া (মাগরিব স্বলাতের মত পড়া) নিষিদ্ধ (সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাঃ ২৪২০ সূত্র সহীহ্)।

২। প্রশ্ন ঃ মুক্তাদীরাও কি ইমামের পরে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে, না কেবল 'রব্বানা লাকাল হামদ' বললেই হবে? — আতাউর রহমান সালাফী, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ মুক্তাদীরা 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে না বরং 'রব্বানা লাকাল হামদ্' বলবে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন —

اِذَا قَالَ الاِمَامُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ......

ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তোমরা তখন 'রব্বান ওয়া লাকাল হামদ্' বলো (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭৯৬, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬১৭)। আবূ মূসা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত — তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তোমরা তখন 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ্' বলো। মহান আল্লাহ্ তোমাদের হামদ্ গ্রহণ করবেন। নিশ্চয় বরকতময়, মহান আল্লাহ্ তাঁর নাবীর ভাষায় 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে দিয়েছেন (সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬১২)।

আবূ ঈসা তিরমিযী (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন ..... (জামেউত তিরমিযী ১/৩৫৫)। যেমন, আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (ইবনে মুনযেরের আল আউসাত হাঃ ১৪২০-১৪২১ সূত্র সহীহ্) এবং কয়েক জন বিশ্ব বরণ্যে আলেম এ মত পোষণ করেছেন। যেমন — আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (মুস্বান্নাফ আব্দির রায্যাক হাঃ ২৯১৬ সূত্র সহীহ্)। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (সুনানুদ দারাকুতনী হাঃ ১৩০৬, বাইহাকীর সুনানুল কুবরা হাঃ ২৬১৬ সূত্র সহীহ্), আমের শা'বী (আবূ দাউদ হাঃ ৮৪৯ সূত্র সহীহ্)। আল্লামাহ্ ইবনু বায (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারব ১১৩৩৮) এবং ফাতাওয়া শাবাকাতুল ইসলামিয়ার মুফতীগণও এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন (১১/৬৫৫০)। সৌদি আরবের অতুলনীয় ফাক্বীহ আল্লামাহ্ ইবনু উসাইমীন (রাহেমাহুল্লাহ্) বলেছেন, যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলবে তাঁর পেছনে মুক্তাদীরা তা বলবে না। কারণ নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য হল

যাতে তাঁর অনুসরণ করা হয়। যখন সে আল্লাহু আকবার বলে তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলো, যখন সে রুকূ করে তোমরাও রুকূ করো, যখন সে রুকূ থেকে মাথা উঠায় তোমরাও মাথা উঠাও, আর যখন সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা 'রব্বানা-লাকাল হামদ্' বলো (সহীহ্ বুখারী হাঃ ৭৩৩, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৬২৮)।

সুতরাং এখানে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাকবীর কে তাসমী থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। মুক্তাদীকে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) তো বলার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ইমামের তাসমী (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্) বলার সময় মুক্তাদীদেরকে 'রব্বানা-লাকাল হামদ্' বলতে বলেছেন। তার মানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে, ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তখন তোমরা তা না বলে, 'রব্বানা-লাকাল হামদ্' বলো। আর উলামাগণের মধ্যে যাঁরা বলেছেন, মুক্তাদীরা 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে' তাঁরা ভুল করেছেন ..... (লিকাউল বাবিল মাফতুহ ১১/১৭)।

পক্ষান্তরে কিছু আলেম বলেছেন, মুক্তাদিরাও ইমামের মত 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' ও 'রব্বানা লাকাল হামদ্' দুটোই বলবে এবং তাঁরা দলীল হিসাবে পেশ করেছেন, (ক) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত — তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছেন, ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তখন মুক্তাদীরাও যেন তার পেছনে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে (সুনানুদ দারাকুতনী হাঃ ১২৮৫ সূত্র যয়ীফ। কারণ ইমাম দারা কুত্বনী এর পরেই বর্ণনা করেছেন বিপরীত অর্থ সম্বলিত হাদীস হাঃ ১২৮৬। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় হাদীসটিকে সুরক্ষিত বলেছেন এবং আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ উক্ত হাদীসদ্বয়কে সিলসিলাতুয্ যায়ীফাহ্ অল মাউযূয়াহ্ গ্রন্থে একত্রিত করার পর প্রথম হাদীসকে যয়ীফ বলেছেন ১২৯৫৩ হাঃ ৫৯৭৭) এবং উলামাগণের মধ্যে নাসিরুদ্দীন আলবানী, হাফেয যুবাইর আলী যাঈ আরও অনেকেই এই মতকে সমর্থন করেছেন।

(খ) মুসীউস্‌-স্বলাত (স্বলাত যথাযথ আদায়ে অজ্ঞ ব্যক্তি) কে শিক্ষা দেওয়ার সময় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলেছিলেন, কোনো মানুষের স্বলাত ততক্ষণ সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে অযু করবে অতঃপর আল্লাহু আকবার বলবে .... রুকূ থেকে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে .... (আবূ দাউদ হাঃ ৮৫৭, ত্বাবারানীর মুজামুল কাবীর হাঃ ৪৫২৬, আমালি ইবনে বিশর হাঃ ৪৬০ সূত্র সহীহ্)।

জ্ঞানদীপ্ত পাঠক! শেষোক্ত হাদীসে নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) একজনকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, অপর দিকে আল্লামাহ্ ইবনু উসাইমীন এর পেশকৃত হাদীসে তিনি সাহাবীদের একটি জামাআতকে শিক্ষা দিয়েছেন। মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট হবে যে, তিনি একাকী স্বলাত আদায়কারী ব্যক্তিকে শিক্ষা দিচ্ছেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' না বললে স্বলাত হবে না। অপর দিকে যখন মুক্তাদিদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন বলছেন, ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে, তখন তোমরা তা না বলে 'রব্বানা লাকাল হামদ্' বলো। তার মানে একাকী ব্যক্তি এবং ইমামের জন্য 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলা আবশ্যিক। পক্ষান্তরে মুক্তাদিদের জন্য শুধু 'রব্বানা লাকাল হামদ্' বলাই যথেষ্ট।

৩। প্রশ্ন ঃ গরুর আকীকাহ্ দেওয়া কি জায়েয ? দলীল সহ জানাবেন। — মৌলভী মিসবাহুদ্দীন, ইলামী, পাকুড়, ঝাড়খণ্ড।

উত্তর ঃ গরুর আকীকাহ্ দেওয়া জায়েয নয়। কারণ এর সমর্থনে কোনো সহীহ্ কিংবা হাসান হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং উট এবং গরুর আকীকার সমর্থনে বর্ণিত হাদীসটি মাস'আদাহ্ ইবনু ইউসা নামক মিথ্যুক রাবীর কারণে জাল (ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৯৩ হাঃ ১১৬৮)। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওবাইদুল্লাহ্ ইবনে আবী মুলাইকাহ্ (রাহেমাহুল্লাহ্) হতে বর্ণিত— তিনি বলেন, যখন আবূ বাকারের ছেলে আব্দুর রহমানের সন্তান জন্মলাভ করল, তাঁর বোন আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে বলা হল, উম্মুল মু'মিনীন আপনি তার পক্ষ থেকে উট যবাহ্ করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ রক্ষা করুন! কিন্তু (তারা যবাই করবে) রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যার নির্দেশ দিয়েছেন তা হল দুটি সুস্থ সমান ছাগল (দেখুন বাইহাকীর সুনানুল কুবরা ৯/৫০৭ হাঃ ১৯২৮০ সূত্র সহীহ্)।

৪। প্রশ্ন ঃ স্বলাতের প্রথম বৈঠকেও কি নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ করতে হবে? — ওবাইদুর রহমান, হলদী, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

উত্তর ঃ প্রথম বৈঠকেও দরূদ পাঠ করা অতি উত্তম।

মুহাক্কিক উলামাগণ এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁদের পেশকৃত দলীল সমূহ ঃ (ক) আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন নয় রাকাআত বেতর আদায় করতেন অষ্টম রাকাআত পড়ে বসতেন। তার পূর্বে বসতেন না। এ বৈঠকে বসে তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন তাঁর নাবীর উপর দরূদ পড়তেন তারপর সালাম না ফিরে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নয় রাকাআত পূর্ণ করে পুনরায় তাশাহ্হুদে বসতেন, আল্লাহ্র প্রশংসা করতেন, তাঁর নাবীর উপর দরূদ পড়তেন, দুআ করতেন তারপর সালাম ফিরাতেন (নাসায়ী হাঃ ১৭২০, মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ্ হাঃ ২২৯৫, বাইহাক্বীর সুনানুল কুবরা হাঃ ৪৩০৮, সূত্র সহীহ্)। (খ) যখন তোমরা প্রত্যেক দুই রাকাআতে তাশাহ্হুদে বসবে তখন বলবে 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লা-হি ....' অতঃপর তোমাদের কেউ যে দুআ পছন্দ করবে বেছে নিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে (নাসায়ী হাঃ ১১৬৩, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৪১০১, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ হাঃ ৭০৩, সূত্র সহীহ্। আলবানী এবং হাফেয যুবাইর সহীহ্ বলেছেন)। এখানে লক্ষ্য করুন তিনি প্রথম তাশাহ্হুদেও দুআ করতে বলেছেন। আর তিনি তাশাহ্হুদে দুআ করার নিয়ম শিখিয়েছেন যে, তা দরূদের পরে করতে হবে (আবূ দাউদ হাঃ ১৪৮১ সূত্র সহীহ্)। (গ) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করল, সালামের নিয়ম তো আমাদের জানা আছে অর্থাৎ 'আস্ সালামু আলাইকা ইয়া আইয়ুহান্নাবিয়্যু...' কিন্তু যখন আমরা আমাদের স্বলাতের মধ্যে আপনার উপর দরূদ পড়ব তখন কীভাবে পড়ব? উত্তরে তিনি দরূদে ইব্রাহীমী শিক্ষা দিলেন (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৭০৭২, সহীহ্ ইবনু খুযাইমাহ্ হাঃ ৭১১, সহীহ্ ইবনে হিব্বান হাঃ ১৯৫৯, মুস্তাদরাক হাকেম হাঃ ৯৮৮ সূত্র সহীহ্)।

সম্মানিত পাঠক! আমরা দেখলাম, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রথম বৈঠকে দরূদ পড়েছেন, তা পড়ার নির্দেশও দিয়েছেন এবং শিক্ষা দেওয়ার সময় দরূদকে প্রথম বা দ্বিতীয় তাশাহ্হুদের সাথে নির্দিষ্ট না করে উভয় তাশাহ্হুদের জন্য সাধারণ রেখেছেন। এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন ইমাম শাফেয়ী, আল্লামাহ্ ইবনু বায ও স্থায়ী ফাতাওয়া সমিতির সদস্যগণ, আল্লামাহ্ আলবানী, হাফেয যুবাইর আলী যাঈ আরও অনেকে। কিন্তু আল্লামাহ্ ইবনু উসাইমীন বলেছেন, পড়া জায়েয এবং না পড়া উত্তম (আল্ বিনাইয়াহ্ শারহুল হিদাইয়াহ্ ২/৬১৬, লাজনাহ্ দামিহ্ ৭/১৩, মাজমূ ফাতাওয়া ইবনু উসাইমীন ১৩/২২৭, তাযীহুল আহকাম ১/৩৮৭)।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ উলামাগণ প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ না পড়ার পক্ষে রায় পেশ করেছেন। তাদের দলীল সমূহ —

(ক) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রথম দু রাকাআতের পরের বৈঠক হতে এত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতেন, মনে হতো যেন কোনো উত্তপ্ত পাথরের উপর বসে আছেন (আবূ দাউদ হাঃ ৯৯৫, তিরমিযী হাঃ ৩৬৬, নাসায়ী হাঃ ১১৭৬ সূত্র যয়ীফ। কারণ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আবূ উবাইদাহ্ তাঁর আব্বার থেকে কিছুই শ্রবণ করেননি)।

(খ) আম্মা আয়েশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) প্রথম দু রাকাআতে তাশাহ্হুদের অধিক কিছু পড়তেন না (মুসনাদ আবী ইয়ালা হাঃ ৪৩৭৩ সূত্র যয়ীফ। আলবানী মুনকার বলেছেন)।

(গ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত— তিনি বলেন, নাবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন শুধু তাশাহ্হুদ পড়েই দাঁড়িয়ে যেতেন। আর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে আল্লাহ্ যতটা চায়তেন দুআ করতেন অতঃপর সালাম ফিরতেন (মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৪৩৮২, সহীহ্ ইবনে খুযাইমাহ্ হাঃ ৭০৮ সূত্র যয়ীফ। আলবানী রাহেমাহুল্লাহ্ মুনকার বলেছেন। সিলসিলাহ্ যায়ীফাহ্ হাঃ ৫৬২৪)।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেন, উলামাগণের আমলেরই উপর আছে যেন প্রথম দু' রাকাআতের পরের বৈঠক লম্বা না করা হয় এবং এতে তাশাহ্হুদের বেশি কিছু না পড়া হয় আর বলেছেন, যদি কেউ বেশি পড়ে দেয় তবে তাকে সুহ সাজদা করতে হবে (জামেউত তিরমিযী ১/৪৭৫)।

সম্মানিত পাঠক! এ মতের পক্ষে বর্ণিত সমস্ত হাদীসই যয়ীফ এবং শেষোক্ত হাদীসটি সহীহ্ মানলেও তা থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না। কারণ তাতে শেষ তাশাহ্হুদে দরূদ পড়ার কথাও বর্ণিত হয়নি। তাই এ হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে তিনি কোনো তাশাহ্হুদেই দরূদ পড়তেন না। অথচ তিনি সব বৈঠকেই দরূদ পড়তেন।

সংগঠন সংবাদ

অদ্য ১৬.০৬.২০১৯ রোজ রবিবার উমরপুর হাটতলা জামে মাসজিদের দোতলায় জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস, মুর্শিদাবাদের একটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জেলা আমীর শায়খ আব্দুল্লাহ্ সালাফী সাহেব সূরাহ্ নাহ্‌লের ১১২-১১৪ নং আয়াতগুলো তেলাঅত করেন এবং তার ভাবার্থ বিশ্লেষণ করেন. তিনি বলেন, আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন এমন এক জনপদের যারা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত। যেখানে তারা সমস্ত দিক থেকে প্রচুর সুবিধা ভোগ করতো। অতঃপর তারা এক সময়ে আল্লাহ্ প্রদত্ত অনুগ্রহ অস্বীকার করলো। ফলে তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে আস্বাদন করালেন ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ। এমনকী তাদের এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, তারা হাড় ও গাছের পাতা খেয়ে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে এই ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল কেবলমাত্র তাদের মধ্যে যে রসূল এসেছিল তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন, আল্লাহ্ প্রদত্ত কেবলমাত্র হালাল ও পবিত্র বস্তু তোমরা আহার করো আর তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর দেওয়া অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো পাওয়া অনুগ্রহ হলো ইসলাম। যারা এগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পরও অনুগ্রহ স্বীকার করেনা তারাই শাস্তিতে আক্রান্ত হয়। এই প্রেক্ষিতে মুক্তির উপায় হলো নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য। কুরআন ও সুন্নাহ্ ভিত্তিক আমল ও শিরক মুক্ত জীবন যাপন। বর্তমানে আমাদের সমাজে গুণ্ডা শ্রেণির লোকেরা সমাজের সর্দার। বুখারীর পাঠদানকারী আলেম নিষ্ক্রিয়। এই সমাজে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সুদূর পরাহত। বর্তমানে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি তার অন্যতম কারণ তাক্‌ওয়ার অভাব। আল্লাহ্ বলেন, যারা ঈমান আনলো এবং তাদের বিশ্বাসকে শিরকের সঙ্গে মিশ্রিত করলো না, তাদের জন্যই হয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত (আনআম/৮২)। একদা মুক্তিপ্রাপ্ত মুসলিমরা ছিলেন —

অর্থাৎ দিনের বেলায় তারা ছিল ঘোড় সওয়ার এবং রাতের বেলায় ইবাদত গুজার। অতএব আসুন আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নিরাপত্তা পেতে, শাস্তি হতে মুক্তি পেতে নেতৃত্বের প্রতি যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন করি। হালাল জীবিকা গ্রহণ করি, স্বলাতের সময় হলে জামাআতে অংশ গ্রহণ করি, দীর্ঘ সময় ধরে স্বলাত আদায় করি, তাওবাহ্ ও ইসতেগফারের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করি। দুআ করি আল্লাহ্ যেন উক্ত বিষয়গুলির প্রাপ্ত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

অদ্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ—

১। রাণীনগর-২ ব্লকের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার শেষে সেখানকার দায়িত্বশীলদের বলা হলো তারা তাদের পূর্ববর্তী মাসজিদে সুন্নাহ্ ভিত্তিক রীতিনীতি মেনে স্বলাত আদায় করবে। আপাততঃ কোনো সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের দ্বারস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

২। যে সমস্ত ব্লক তাদের পূর্ব নির্ধারিত ৭ হাজার টাকা জেলা জমঈয়তের অফিসে এ মাসে জমা করতে পারেননি তারা অবশ্যই আগামী জুলাই মাসের সভায় জমা করে দেবেন — ইন্‌শাআল্লাহ্।

অবশেষে দুআ পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

---

৩৮ পাতার পর —

পালটাইনি। তারা চাইলে কল করতে পারে। তিনি বলেন, তারা আমাকে কি প্রশ্ন করবে, যখন সব উত্তর তাদের জানা। আসলে তারা চায় আমাকে গ্রেফতার করতে। তিনি আরও বলেন, আমি লুকিয়ে আছি বলে যে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে সেগুলো মিথ্যা। যখন কেউ লুকিয়ে থাকে তখন সে কোথায় আছে তা প্রকাশ করেনা। যদি আমি সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতাম। তবে মালয়েশিয়া কি আমাকে এখানে থাকতে অনুমতি দিতো?

৫। ৫ মে ২০১৯ দৈনিক ইনকিলাব ঃ তুরস্কের বৃহত্তম মাসজিদ উদ্বোধন করলেন প্রেসিডেন্ট রজব তৈয়ব এরদোগান। শুক্রবাদ অটোমান ও সেলজুক স্থাপত্য শৈলী সমন্বয় করে তৈরি কামলিকা নামের এই মাসজিদটি উদ্বোধন করেন তিনি। এতে এক সঙ্গে ৬৩০০০ মুসল্লী স্বলাত আদায় করতে পারবেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কামলিকা মাসজিদির নির্মাণ শুরু হয় ২০১৩ সালে। এর আগে তুরস্কের বৃহত্তম মাসজিদ ছিল ১৯৯৮ সালে নির্মিত আদানার সাবানসি কেন্দ্রীয় মাসজিদ। এর ধারণ ক্ষমতা ছিল ২৮৫০০।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলবেনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলির মেটা, গিনির প্রেসিডেন্ট আলফা কমেড, সেনেগালের প্রেসিডেন্ট ম্যাকিসাল, ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মহাম্মাদ শাতাই প্রমুখ।